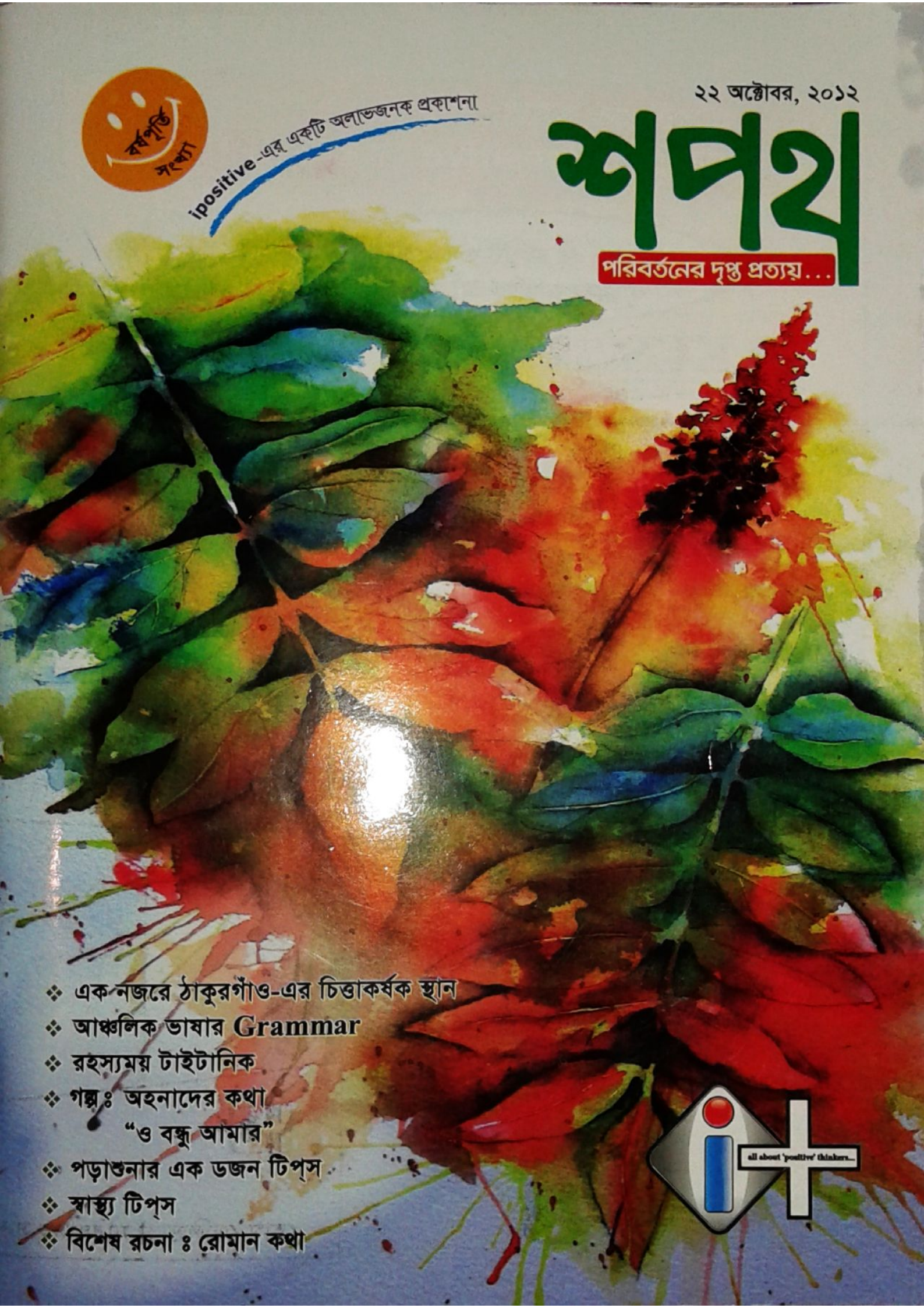

বর্ষপূর্তি সংখ্যা

ipositive-এর একটি অলাভজনক প্রকাশনা

২২ অক্টোবর, ২০১২

শপথ

পরিবর্তনের দৃপ্ত প্রত্যয়...

- ❖ এক নজরে ঠাকুরগাঁও-এর চিত্তাকর্ষক স্থান
- ❖ আঞ্চলিক ভাষার **Grammar**
- ❖ রহস্যময় টাইটানিক
- ❖ গল্পঃ অহনাদের কথা
  "ও বন্ধু আমার"
- ❖ পড়াশুনার এক ডজন টিপ্‌স
- ❖ স্বাস্থ্য টিপ্‌স
- ❖ বিশেষ রচনা ঃ রোমান কথা

all about 'positive' thinkers...

সম্পাদকীয়

শুভেচ্ছা রইল। 'শপথ' ipositive এর আরো একটি সাফল্যমন্ডিত মাইল ফলকের নাম। পরিবর্তনের যে ধারা বুকে নিয়ে ipositive এর যাত্রা শুরু হয়েছিল, বছর শেষে 'শপথ' সেই ধারায় আজ থেকে যোগ করলো এক নতুন মাত্রা। কথা দিয়ে কথা রাখার যে আপ্রাণ প্রয়াস,সেখান থেকেই 'শপথ' এর জন্ম। আপনাদের সহযোগিতা ও ভালবাসায় ipositive প্রতিনিয়ত পাড়ি দিচ্ছে সফলতার একেকটি ধাপ। তাই অভিনন্দন সেইসব সহযোগী মনকে, যাদের অনুপ্রেরণায় আমরা আজ এতদূর! অভিনন্দন সেই সব ভাষা শহীদদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে 'শপথ' বুকে ধারণ করতে পেরেছে প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে। অভিনন্দন বাংলার সেই বীর মুক্তি সেনানীদের, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে কাঙ্খিত স্বাধীন দেশে জন্ম নেয়ার সুযোগ পেল 'শপথ'। বাংলার প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও বীরযোদ্ধাদের প্রতি উৎসর্গ করে 'শপথ' প্রকাশ করা হলো, যাতে তাদের মহান ত্যাগের অনুপ্রেরণায় আমরা হতে পারি আবারও সংঘবদ্ধ, ছিনিয়ে আনতে পারি আরো কিছু ৫২ ও ৭১।

কি করলাম, কি করলাম না, কি পেলাম, কি পেলাম না তা বড় কথা নয়। এই সমাজ ও পৃথিবীকে কি দিয়ে গেলাম তা-ই সবচেয়ে বড় কথা। এই পথ কন্টকাকীর্ণ, বাঁধা-বিপত্তি বিস্তর, কিন্তু দমে গেলে চলবে না। সাফল্য ছিনিয়ে আনার স্বপ্নে দৃঢ় শপথ ও বুকে অসীম সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, পরাস্ত করতে হবে যে কোন বাঁধার অশনিকে। তাইতো কবির কণ্ঠে আগেই উচ্চারিত হয়েছে -

করিসনে লাজ, করিসনে ভয়
আপনাকে তুই করে নে জয়।
সবাই তখন সাড়া দেবে
ডাক দিবি তুই যারে।

প্রকাশনায়

ipositive
Association for Social Welfare
Pirganj, Thakurgaon

Mobile : 019 POSITIVE (019 76748483)
facebook group- ipositive , Pirganj Thakurgaon
E-mail us on: ipositive@socialworker.net
Web: www.ipositive.weebly.com

সূচিপত্র

একনজরে ঠাকুরগাঁও-এর চিত্তাকর্ষক স্থান ০৩

০৫ নীতি গল্প

কবিতা ০৬

০৮ চলমান ভাবনা

পীরগঞ্জের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নিয়ে কিছু কথা ১০

১১ রহস্যময় টাইটানিক

ADMISSION টুকিটাকি ১৩

১৮ মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার কিছু টিপস

ছোট গল্প ২০

১৮ মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার কিছু টিপস

ঠাকুরগাঁও এর Grammar ২০

২৪ পরিবর্তনের শপথ নিয়ে ipositive এর দৃপ্ত পথচলা

সৌরজগৎ ২৬

২৯ ও বন্ধু আমার

তুমি ছাড়া একটি দিন ৩০

৩২ রসকথা

পড়াশোনার এক ডজন টিপস ৩৪

৩৭ স্বাস্থ্য টিপস্

অহনাদের কথা ৩৯

৪০ মোবাইল ম্যানিয়া

Did You Know ৩৯

৪০ রোমান কথা

একনজরে ঠাকুরগাঁও-এর চিত্তাকর্ষক স্থান

হিমালয়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত দেশের উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁও। জনশ্রুতি আছে, জেলার টাঙ্গন নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামে রাজা গোবিন্দ নারায়ন ঠাকুর তার প্রথম আস্তানা গড়ে তোলেন। ধর্ম চর্চার জন্য তিনি এখানে তৈরি করেন মন্দির ও বিভিন্ন ধর্মশালা। আর এ কারণেই পুরোহিত, সন্ন্যাসী, ও ঠাকুরদের পদভারে পূর্ণ হয়ে উঠে এ গ্রামটি। ক্রমেই এ গ্রামটি পরিচিতি লাভ করে ঠাকুরগ্রাম হিসাবে।

আকচা ইউনিয়নের একটি মৌজায় নারায়ন চক্রবর্তী ও সতীশ চক্রবর্তী নামে দুই ভাই বসবাস করতেন। সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য তারা এই এলাকাই খুব পরিচিত ছিলেন। সেখানকার লোকজন সেই চক্রবর্তী বাড়িকে ঠাকুরবাড়ি বলতেন। পরে স্থানীয় লোকজন এই জায়গাকে ঠাকুরবাড়ি থেকে ঠাকুরগাঁও বলতে শুরু করেন। চক্রবর্তী বাবুরা এখানে একটি থানা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তাদের অনুরোধে জলপাইড়গুড়ির জমিদার সেখানে একটি থানা স্থাপনের জন্য বৃটিশ সরকারকে রাজি করান। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এখানে একটি থানা স্থাপিত হয়। আর তার নাম দেওয়া হয় ঠাকুরগাঁও থানা।

১৮ হাজার ৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ জেলার উত্তরে পঞ্চগড়, পূর্বে দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। প্রাচীন কালে এ জেলা ছিল পুন্ড্রবর্ধন জনপদের অংশ।

এ জেলাতেই জোরদার ভাবে সংগঠিত হয়েছিল তেভাগা আন্দোলন। আন্দোলন নস্যাৎ করতে জেলা সদরের একটি বিশাল মিছিলে বৃষ্টিশ সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত হন ৩৫ জন আন্দোলনকারী। মুক্তিযুদ্ধে এ জেলার ভুল্লি, গরেয়া ও সালন্দরে পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়।

জামালপুর জমিদারবাড়ি জামে মসজিদ ঃ ঠাকুগাঁও শহর থেকে পীরগঞ্জ যাওয়ার পথে বিমান বন্দর পেরিয়ে শিবগঞ্জ হাটের তিন কিলোমিটার পশ্চিমে জামালপুর জমিদারবাড়ি জামে মসজিদ।

রাজভিটা ঃ পীরগঞ্জ উপজেলার জাবরহাট ইউনিয়নের হাটপাড়া নামক স্থানে টাঙ্গন নদীর বাঁকে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে যে রাজবাড়ির অস্তিত্ব অনুভব করা যায় তা রাজভিটা নামে বর্তমান মানুষের নিকট পরিচিত।

রাজা টংকনাথের রাজবাড়ি ঃ রানীশংকৈল উপজেলার পূর্বপ্রান্তে কুলিক নদীর তীরে মালদুয়ার জমিদার রাজা টংকনাথের রাজবাড়ি।

হরিপুর রাজবাড়ি ঃ হরিপুর উপজেলার কেন্দ্রস্থলে হরিপুর রাজবাড়ি। এই রাজবাড়ি ঘনশ্যাম কুন্ডুর বংশধরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

জগদল রাজবাড়ি ঃ রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ থেকে প্রায় আট কিলোটিমার পশ্চিমে জগদল নামক স্থানে নাগর ও তীরনই নদীর মিলনস্থলে ছোট একট রাজবাড়ি রয়েছে।

বালিয়াডাঙ্গীর সূর্য্যপূরী আমগাছ ঃ প্রায় ২০০ বছরের পুরনো সূর্য্যপূরী আমগাছটি বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ভারতের সীমান্তবর্তী হরিণমারি গ্রামে অবস্থিত। গাছটি প্রায় ২.৫ বিঘা জমির জমির উপর বিস্তৃত। গাছটির শাখা-প্রশাখা অসংখ্য গাছের মত মাটির দিকে ঝুঁকে পরার প্রবনতা লক্ষ করা যায়। এটিকে এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ আমগাছ বলা হয়।

নেকমরদ মাজার ঃ রানীশংকৈল উপজেলা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তরে নেকমরদ স্থানটি। এলাকাটির মূল নাম হচ্ছে ভবানন্দপুর। আজও নেকমরদকে মৌজা হিসেবে ভবানন্দপুর লেখা হয়। শেখ নাসির-উদ-দীন নামক এক পূণ্যবান ব্যক্তি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভবানন্দপুর আসেন। তিনিই পীর শাহ নেকমরদ নামে খ্যাত এবং এই খ্যাতিমান পুরুষের কারণেই ভবানন্দপুর পরবর্তীকালে নেকমরদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

মহেশপুর মহাবাড়ি ও বিশবাঁশ মাজার ও মসজিদস্থল ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলা হতে উত্তরে মীরডাঙ্গী থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে মহেশপুর গ্রামে মহালবাড়ি মসজিদটি অবস্থিত।

শালবাড়ি মসজিদের ইমামবাড়া ঃ ঠাকুরগাঁও উপজেলার পশ্চিমে ভাউলারহাটের নিকটে শালবনে শালবাড়ি মসজিদটি অবস্থিত।

সনগাঁ মসজিদ ঃ বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার কালমেঘ হাট থেকে দু কিলোমিটার উত্তরে সনগাঁ নামক গ্রামে সনগাঁ মসজিদটি নির্মিত।

ফতেহপুর মসজিদ ঃ বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার পশ্চিমে মোড়লহাটের সন্নিকটে ফতেহপুর মসজিদ।

মেদিনী সাগর মসজিদ ও মসজিদে মেহরাবঃ হরিপুর উপজেলার উত্তরে মেদিনীসাগর গ্রামে মেদিনীসাগর জামে মসজিদটি অবস্থিত।

ধ্বংসপ্রাপ্ত গেদুড়া মসজিদ ঃ হরিপুর উপজেলার গেদুড়া ইউনিয়নে গেদুড়া মসজিদটি প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে স্থাপিত হয়। বর্তমানে পুরাতন মসজিদটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। একইস্থানে নতুন মসজিদ তৈরি হয়েছে। এখানে আরবি ও ফারসি ভাষায় লিখিত গোলাকার একটি শিলালিপি পাওয়া যায়।

গোরক্ষনাথ মন্দির এবং পাথরের তৈরী গোরক্ষনাথ মন্দিরের কূপঃ রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ থেকে প্রায় আট কিলোমিটার পশ্চিমে ঘোরকুই নামে একটি গ্রামে অবস্থিত।

গোবিন্দগর মন্দির ঃ ঠাকুগাঁও শহরের টাঙ্গন নদীর পশ্চিম তীরে

কলেজপাড়ায় 'গোবিন্দনগর মন্দির' অবস্থিত।

ঢোলারহাট মন্দির ঃ ঠাকুরগাঁও শহর থেকে নয় কিলোমিটার দুরে রন্নহিয়া যাওয়ার পথে ঢোলরহাট নামক জায়গায় পাকা রাস্তার পাশে তিনটি মন্দির আছে। মন্দির তিনটির একটি শিব মন্দির, একটি দেবী মন্দির এবং একটি বিষহরি মন্দির নামে পরিচিত।

ভেমটিয়া শিবমন্দির ঃ পীরগঞ্জ পৌরসভা থেকে দেড় কিলোমিটার পূর্বে ভেমটিয়া নামক জায়গায় শিব মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রায় তিনশত বছর পূর্বের।

মালদুয়ার দুর্গ ঃ রানীশংকৈল উপজেলা হতে এক কিলোমিটার দক্ষিণে একটি দূর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। দুর্গটির আয়তন প্রায় ২.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং এক কিলোমিটার প্রস্থ।

গড়গ্রাম দুর্গ ঃ রানীশংকৈল উপজেলার প্রায় তের মাইল উত্তরে নেকমরদ হাট ও মাজার। এখান থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার উত্তরে গড়গ্রামে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দুর্গটির বাইরে পরিখা আছে।

বাংলা গড় ঃ রানীশংকৈল উপজেলা থেকে প্রায় প্রায় আট কিলোটিমার উত্তরে এবং নেকমরদ থেকে প্রায় পাঁচ কিলোটিমার পূর্বদিকে কাতিহার-পীরগঞ্জ যাওয়ার রাস্তায় বাংলা গড় অবস্থিত। গড়ের ভিতর দিয়েই একটি পাকা রাস্তা পীরগঞ্জ রানীংশকৈলে চলে গেছে। গড়টির পশ্চিমদিকে এক বিশাল নদী প্রবাহিত ছিল যা এখন সম্পূর্ণ মৃত। মাটির প্রাচীর ও গভীর পরিখা দ্বারা গড়টি পরিবেষ্টিত। প্রবাদ আছে যে এখানে চাঁদ সওদাগরের বাড়ি ছিল। বাসর রাতে লখিন্দরকে মনসদেবীর কাল নাগিনী বাংলা গড়েই দংশন করেছিল।

ফান সিটি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এন্ড ট্যুরিজম লিঃ, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। অবস্থান ঃ পৌর ভরনের বিপরীতে, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। **আয়তন ঃ** ১০ একর।

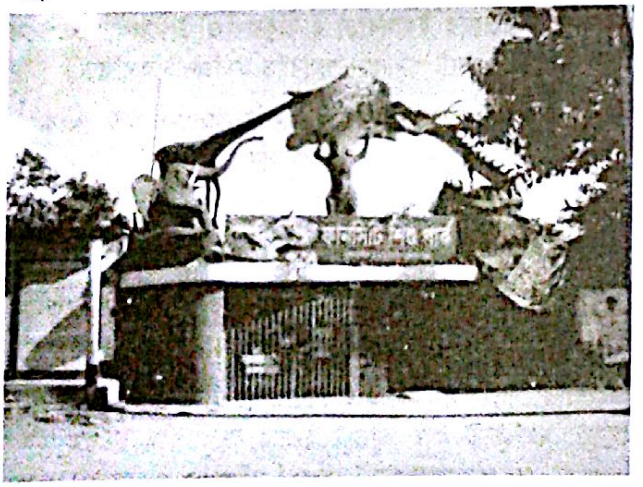

গড় ভবানীপুর ঃ হরিপুর উপজেলা থেকে প্রায় আট কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে ভারতীয় সীমান্তের সন্নিকটে ভাতুরিয়া নামক গ্রামের কাছেই গড় ভবানীপুর।

গড় খাঁড়ি ঃ বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বেলতলা গ্রামে গড়খাঁড়ি নামক একটি দুর্গ পাওয়া যায়। দুর্গটি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৬০০X৪০০ মিটার আয়তনের দুর্গটির মাটির প্রাচীরগুলো বর্তমানে প্রায় ২০ ফুট উঁচু।

কোরমখান গড় ঃ ঠাকুরগাঁও শহর থেকে প্রায় এগার কিলোমিটার উত্তরে চাঙ্গন ব্যারেজ থেকে দু'কিলোটিমার পূর্বে কোরমখান গড়। গড়কে বলা হয়েছে কোরমখান গড়। ফ্রান্সিস বুকানন এর নাম উলেস্নখ করেছেন মোঘলি কোট হিসেবে।

সাপটি বুরুজ ঠাকুরগাঁও উপজেলার ভূল্লীহাট থেকে দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে সাপটি বুরুজ অবস্থিত। বুরুজ মূলত পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। মোঘল সাম্রাজ্য ও কুচবিহারের সীমান্ত এলাকা ছিল এ অঞ্চল।

বালিয়াডাঙ্গী থানা থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে প্রায় চারশ বছরের পুরনো শিব মন্দির। তিরিশ ফুট উচু মন্দিরটি মাটির নীচে বেশ খানিকটা বশে গেছে। দনি দিকে আছে দরজা। আর দরজার লতাপতার নকশা সাথে ছিল বিভিন্ন দেবদেবির প্রতিকৃতি।

জেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ঠাকুরগাঁও সুগার মিল। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ মিলটি এ জেলার একমাত্র ভাড়ি শিল্প হিসেবে পরিচিত।

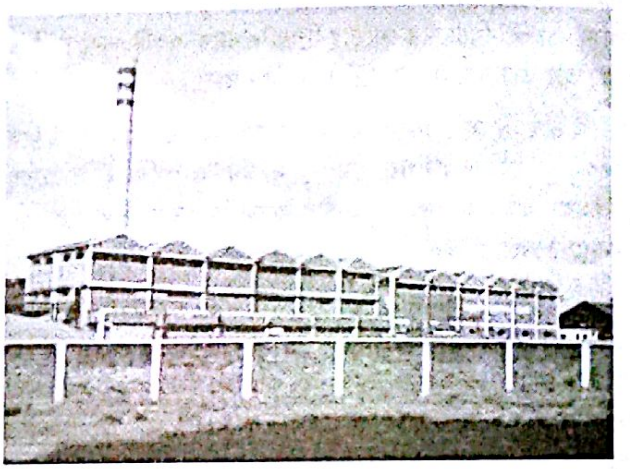

ঠাকুরগাঁও জেলার উল্লেখযোগ্য দিঘিগুলো হলো গড়েয়াহাট দিঘি, লস্করা দিঘি, টুপুরী দিঘি, শাসলা ও পেয়ালা দিঘি, ঠাকুর (দানারহাট), আঠারো গান্ডি পোখর----ঠাকুরাগাঁও উপজেলায়। আধার দিঘি, হরিণমারী দিঘি, রতন দিঘি, দুওসুও দিঘি --- বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায়। রামরাই দিঘি, খুনিয়া দিঘি, রানীসাগর রানীশংকৈল উপজেলায়। মেদিনীসাগর দিঘি হরিপুর উপজেলায়। রানীশংকৈলের রামরাই দিঘি ঠাকুরগাঁও জেলার সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহৎ। দিঘিটি পাঁচশ থেকে হাজার বছরের পুরাতন হতে পারে। এক সঠিক ইতিহাস জানা যায় না।

সুত্রঃ ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঠাকুরাগাঁও ফাউন্ডেশন।

নীতি গল্প

অন্ধ ছেলে ও টুপি

একজন অন্ধ ছেলে পায়ের কাছে একটি টুপি নিয়ে একটি বিল্ডিং এর নিচে বসল। তার সাতে থাকা একটি কাগজে সে বলল: "আমি অন্ধ, সাহায্য করুন।"।

টুপিতে শুধুমাত্র কয়েকটি কয়েন ছিল।

একজন পথচারী তার পাশদিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তিনি তার পটেক থেকে একটি কয়েন নিয়ে ঐ টুপিতে রাখলেন, তারপর সে ছেলেটির কাগজটি হাতে নিলেন এবং কাগজটির লেখাটি কেটে আর একটু অন্য ভাবে লিখে কাগজটি আবার আগের জায়গায় রেখে দিলেন, তারপর ঐ পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া সবাই ঐ কাগজটি দেখছিল। অনেক মানুষ ঐ ছেলেটিকে কয়েন দিচ্ছিল, খুব তাড়াতাড়ি ঐ টুপিটি কয়েন এ ভরে গেল। ঐ দিন বিকালে যে পথচারীটা কাগজের লেখাটি পরিবর্তন করে দিয়েছি সে আবার দেখতে এলো যে কি ঘটল। ছেলেটি তার পায়ের শব্দ বুঝতে পেরে তাকে জিজ্ঞেস করল "তুমিই কি সেই, যে সকালে আমার এই কাগজের লেখাটি পরিবর্তন করে দিয়েছিল? "তুমি কি লিখেছিলে?: লোকটি বলল, "আমি শুধুমাত্র সত্য কথাটি লিখেছিলাম, তুমি যা প্রথমে বলেছিলে আমি তাই বলেছিলাম কিন্তু ভিন্ন ভাবে।?

লোকটি যা লিখেছিল তা হচ্ছে ঃ "আজকে অনেক সুন্দর একটি দিন, কিন্তু আমি দেখতে পারছি না..."

আপনি কি মনে করেন প্রথম লেখাটি এবং পরের লেখাটির অর্থ একই?

অব্যশ্যই দুইটি লেখাতেই বলা হয়েছে যে ছেলেটি অন্ধ। কিন্তু প্রথম লেখাটিতে সাধারণ ভাবে বলা হয়েছে 'ছেলেটি অন্ধ"। দ্বিতীয় লেখাটিতে সবাইকে বলা হয়েছে "তোমরা খুবই ভাগ্যবান যে তোমরা অন্ধ নও। "পরের লেখটি পড়ে আমাদের কি বিস্মিত হওয়া উচিত যে সাইনটি ছিল আরও কার্যকরী।

(সংগৃহীত)

রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন

এক মার্কিন ধনকুবেরের একমাত্র সুন্দরী মেয়ে। মেয়ের ছেলেবন্ধুর কোনো অভাব নেই। অভাব থাকার কথাও নয়। কারণ, একে তো সুন্দরী, তারপর ধনকুবেরের মেয়ে। মেয়ের যখন বিয়ের বয়স হলো, বাবা তাকে বললেন, এখন তো তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বলো, তোমার কাকে পছন্দ? যাকে পছন্দ তার সঙ্গেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব। মেয়ে তার পছন্দ প্রকাশে জানাতে অপারগতা জানাল। বলল, আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কারণ, সবাই বলে তারা আমাকে ভালোবাসে। আমার জন্য প্রয়োজনে জান দিয়ে দেবে । বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি বেরিয়ে এল। মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে বাবা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হবে, তাকেই মেয়ে বিয়ে করবে।

প্রতিযোগিতার দিন দেখা গেল শতাধিক যুবক সুন্দর পোশাকে পরিপাটি অবস্থায় এসেছে। ধনকুবের সবাইকে বাড়ির সুইমিংপুলে নিয়ে গেলেন। সুইমিংপুলের পাশে সবাইকে দাঁড় করিয়ে বললেন, দেখো প্রতিযোগিতা খুব সহজ। সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে। সাঁতারে যে প্রথম হবে, তার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে দেব। তবে সুইমিংপুলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে ভালো করে খেয়াল করো। পানির নিচে বহু কুমির অপো করছে। আর এই কুমিরগুলোকে এক মাস ধরে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি।

ধনকুবেরের কথা শেষে হতে না হতেই দেখা গেল, এক যুবক পানিতে পড়ে চোখ বন্ধ করে দুই হাত-পা নাড়ছে। কুমিররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই যুবক ভাগ্যক্রমে কিছুণের মধ্যেই সুইমিংপুলের ওপারে গিয়ে উঠেছে। ঘটনার আকস্মিকভাবে সবাই হতবাক। বিস্ময়ের ঘোর কাটাতেই ধনকুবেরর মেয়ে দৌড় গিয়ে জড়িয়ে ধরল যুবককে। বিস্ময়াবিষ্ট কাটতে বলল, তোমার মতোই বীরকেই আমি চাচ্ছিলাম। একমাত্র তুমিই আমার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত। এদিকে যুবকের রাগ তখনো থামেনি। উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে। এক ঝটকায় মেয়েটিকে দূরে ঠেলে দিয়ে যুবক চিৎকার করে উঠল, 'কোন....জাদা আমাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিয়েছিল, তাকে আগে দেখে নিই।

সুন্দরী স্ত্রী ও ধনকুবেরের সম্পদ ওই যুবকের হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল। ধাক্কা যে দিয়েছিল সে ঐ দিক এবং সুন্দর যুবক সুইমিংপুলে অতিক্রম করে সবার চোখে বিজয়ী বীর বলে গণ্য হয়েছিল, কিন্তু শুধু রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় সৌভাগ্য এসেও তা হাতের নাগারের বাইরে চলে গেল। অথচ রাগ দমন করতে পারলে, ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে সে অনায়াসে মুচকি হেসে বলতে পারত, 'পুরুষ তো আমি একাই, ওরা আবার পুরুষ নাকি।"

নীতি কথা : নিজের জীবন অনুসন্ধান কররেও আপনি হয়তো দেখতে পাবেন অনেক সুযোগ নষ্টের পেছনে রয়েছে আপনার রাগ, ক্ষোভ ও অভিমান। তাই সব সময় স্মরণ রাখুন 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'।

[কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে]

কবিতা

তবুও চলেছি ছুটে

মোঃ আবিদ হাসান (আতিক)
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

ছুটে চলেছি নিরন্তর
জীবনের প্রয়োজনে
জানিনা এর শেষ কোথায়
কে-বা সঠিক জানে।

চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষার
সময় হাতে নেই,
চলছি ছুটে অবিরাম
থামবো কোথায় জানা নেই।

জীবনটা ভীষণ ছোট
তবু অনেক গতিশীল,
বিষাদের ঢেউ আসে সেথা
আসে সুখ অনাবিল।

দুঃখ সুখের আনাগোনায়
ব্যস্ত জীবন কাটে,
ক্ষণস্থায়ী জীবন মোদের
তবুও চলেছি ছুটে।

রোদ বৃষ্টির খেলা

মোঃ শামসুর রহমান (সোহেল)
ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং,

রোদ ভেসে যায়, মাঠের পারে, তাই ছুটেছি মাঠে,
সোনার চাদর বিছিয়ে যেন রোদেরা মাঠে হাঁটে।
রোদ হেঁটে যায় এদিক-সেদিক, বেশ তো স্বাধীন তারা,
রোদ-ঝলমল দিন দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে পাড়া।

সূর্য যখন পশ্চিমে যায়, রোদ হেঁটে যায় পুবে
একটি মেঘের পাহাড় পেয়ে সূর্য গেল ডুবে।
রোদ পালাল এদিক-সেদিক, ডান পাশে বাম পাশে
আকাশ ভরা মেঘ দেখে রোদ পালাল কি ত্রাসে?

দাঁড়িয়ে আছি মাঠের ওপর মেঘের ভাঙা শুধু
বজ্রপাতের ঝলকানিতে বুকটা দুরু-দুরু।
বৃষ্টি নেমে ভিজিয়ে দিল মিষ্টি বিকেলটাকে
আমার দু'চোখ সাঁতার কাটে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে।

আকাশ জুড়ে কান্না বুঝি বৃষ্টি টাপুর-টুপুর
কলহিজলের পাতায়-পাতায় বাজছে যেন নূপুর।
ঝুপ করে সাঁঝ নামল বুঝি কাকের পিঠের মতো
ওই দিকে মা খোকনকে তার ডাকছে অবিরত।

মা ভেবেছেন-ফিরব বাড়ি; হঠাৎ করি খেয়াল,
মাঠ ও বাড়ির মধ্যিখানে বৃষ্টি হলো দেয়াল।
মায়ের কাছে ছুটে যাব বাড়িয়ে দিলাম হাত
নীল আকাশের কান্না যেন থামল অকস্মাৎ।

মেঘের পাহাড় দু'ফাঁক করে সূর্য দিল উঁকি
এখন ঠিকই নিতে হবে বাড়ি ফেরার ঝুঁকি।

হিসেব মিলে না

মোঃ মুসা সরকার

রাত পোহালেই প্রয়োজন চাপে
প্রয়োজন আইন মানে না,
সংসারে চাই এটা ওটা
চাই ছাড়া তা, কিছু জানে না।

বাজার চাই বাঁচার জন্য
পড়ার জন্য চাই যে টাকা,
সমাজ রক্ষার পোশাক চাই
নইলে গিন্নী হবেন বাঁকা।

মাসে মাসে বাড়ি ভাড়ার
টাকা লাগে হাজার হাজার,
ভাড়া দিতে ব্যর্থ হলে
বাড়িওয়ালা হবেন বেজার।
কর্তা বাবুর ভর্তা ভাতে
তবু সে মাস চলে না,
গিন্নী বলেন তোমায় দিয়ে
সংসারটা আর হবে না।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরেও
ভারসাম্য আর এলো না,
চাকুরী করেও কর্তা বাবু
সুখ-শান্তি পেল না।

এমাস ওমাস করতে করতে
আসবে অবসর,
হয়তো হিসেব মিলবে না আর
সারা জীবনভর।

ক|বি|তা

বাজার মূল্য

মোঃ সৈয়দ রেজা খালেক

আমি যদি গান গাইতে পারতাম
তাহলে কেমন হতো বলাতো
আমি গান গাইতাম আপন সুরে
তোমায় মনে করে।
আমার আনন্দে থাকত না কোন অন্ত।
গানের মাঝেই তোমায় ধরে রাখতাম জীবন্ত।
আমি যদি আঁকতে পারতাম,
তাহলে কেমন হতো বলোতো-
হাতে নিয়ে রং তুলি, মেশাতাম মনের মাধুরি।
গড়ে তোলতাম আমার পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী।
তুমি চেয়ে থাকতে সমুদ্রের দিকে বাকা নয়নে।
আর আমি সেটাই এঁকে নিতাম অতি গোপনে।
তুমি অবাক বিস্ময়ে দেখতে আমার পানে
বিস্তারে সম্ভব জানতে চাওয়ার জন্য।
আমি যদি কবিতা লিখতে পারতাম,
তাহলে কেমন হতো বলোতো-
তোমায় নিয়ে কবিতা লিখতাম অজস্র।
প্রেমের এই মধুরতা দেখে,
লোকে হিংসে করতো শত।
তুমি থাকতে মোর কবিতার পঙ্কিতে
শিরোনাম হতে অন্ত।
বিশ্বা আমি পারতাম যদি ছল চাতুরি করতে,
তবে হয়তো তুমি আমার হতে পারতে .....
পারিনা,
আমি অসত্যের কিছুই করতে পারিনা।
আমি না পারি গাইতে,
না পারি আঁকতে।
আমি না পারি লিখতে,
না পারি ছল চাতুরি করতে।
আমি পারি শুধু,
তোমার মনের বিশালতাকে অনুভব করতে।
আমি পারি শুধু,
সত্যকে অকপটে স্বীকার করতে।
আমি পারি শুধু আনন্দে আত্মহারা হতে,
তোমার এলোচুল উড়াতে দেখে।
আর আমি পারি শুধু
অবুঝপনের মতো তোমায় ভালোবাসতে।
কিন্তু অসত্যের নাকি আজকাল নেই কোন বাজার মূল্য।
তাই তুমি হীনা আমি আজ,
ঢেউ ছাড়া সাগরের সমতুল্য।

নেই

------সুবর্ণ

নেই নেই আমার কেউ নেই,
স্বপ্ন নেই বন্ধুর নেই
আশা নেই আকাঙ্খা নেই
দুঃখ নেই সুখ নেই
ঘর নেই সংসার নেই
আপন নেই পরও নেই
যা ছিলো তাও আজ আর নেই
বাচার ইচ্ছা নেই মৃত্যুর কষ্ট নেই
আজও নেই কালও নেই
পাওয়া নেই না পাওয়া নেই
ঘুম নেই তাই স্বপ্ন নেই
খাবার নেই খিদে নেই
এই আছি আবার এই নেই
আসলে সত্যি বলতে সত্যি কিছুই নেই
যা ছিলো তাও আর নেই
অর্থ নেই সম্পদ নেই
শরীর আছে তো মন নেই
কলম আছে তবুও খাতা নেই
টেবিল আছে চেয়ার নেই
লাইট আছে বিদ্যুৎ নেই
আগেও নেই পিছেও নেই
হারানোর নেই পাওয়ার নেই
সুখ নেই হাসি নেই
কথা নেই তাই শব্দ নেই
নেই নেই আমার কেউ নেই
আজও নেই কালও নেই।

বন্ধুত্বের শপথ

তানজিল আহমেদ (বন্ধন)

বন্ধু তোমাকে বলছি, হাটো
হাটো এই পৃথিবীতে
মধ্য দুপুর যখন
গনগনে সূর্য আগুন ঝরায়
বন্ধু তোমায় বলছি, জেগে থাকো
জেগে থাকো তাবত জীবন।
বন্ধু এই তো ছিলো শপথ
এই তো ছিলো প্রতিজ্ঞার স্মরণ।
এই তো ছিল বন্ধুত্বের পরিপূর্ণ আহ্বান।
তবে আসো আজ
নতুন করে ধরি হাতে হাত
করি শপথ,
জাগরণ তবে নতুন প্রাণের
যে প্রাণ করবে জয়গান
বন্ধু ও বন্ধুত্বের।

"সূর্যদয়"

(মোঃ হাফিজ উদ্দিন)

বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে, ভারত মহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজরা এই মহাদেশে এক ভয়াবহ শাসনকার্য চাপিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের উপর। শোষণ, বঞ্চনা আর অত্যাচার যেন নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাড়ায়। কৃষকদের দিয়ে জোর পূর্বক নীল চাষ, সূর্যাস্ত আইনে শাস্তির বিধান এগুলোকে, (ইংরেজরা) তারা শোষনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করত। তখন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি তো দূরের কথা, দু'মুঠো খাওয়া জোগাড় করা তাদের জন্য ছিল পরম কষ্টের। শোষণ, বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষার জন্য সাধারণ মানুষ একদিন প্রতিবাদ মুখড় হয়ে ওঠে। এভাবে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। প্রীতিলতা সেন, তিতুমীর এদের ব্রিটিশ বিরোধী সাহসিকতার কথা আজও কেউ ভুলে যায় নাই। ব্রিটিশদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। একসময় ইংরেজরা উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের পক্ষে এই মহাদেশ আর শাসন করা সম্ভব নয়। অবশেষে সুদীর্ঘ দুশত বছর ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৪৮ সালে এ মহাদেশের সাধারণ মানুষ ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।

ব্রিটিশ পরবর্তী সময়ে এ মহাদেশ দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে পৃথক হয়। একটি হিন্দুস্তান (বর্তমান ভারত) এবং অপরটি পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার দুভাগে বিভক্ত ছিল একটি পশ্চিম পাকিস্তান আর অপরটি পূর্ব পাকিস্তান (পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় ১২০০ মাইল পূর্বে অবিস্থত)। পশ্চিম পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী সেখান থেকেই পূর্ব পাকিস্তান শাসন করত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষার উপর আঘাত হানে। চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে উর্দু ভাষা। কিন্তু এদেশের দীপ্তমান তরুন সমাজ সেদিন রুখে দাড়িয়েছিল। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিল প্রানের ভাষা বাংলাকে। এ ভাষা আন্দোলন ৫২'র ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। বাংলা ভাষা পেয়েছে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার সম্মান। যা পৃথিবীতে একটি বিরল ঘটনা।

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষের উপর অর্থনৈতিক শোষণ কায়েম করে। বঞ্চিত করে এদেশের মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে। রাজনৈতিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হত সাধারণ মানুষ। ৫৪'র নির্বাচন, ৬৬ সালের ছয় দফা এবং ৬৯ গণঅভ্যাস্থান এদেশের স্বাধীনতা কামী মানুষকে ধীরে ধীরে তাদের স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর করে তুলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তারা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু করে। এদেশে সামরিক শাসন বলবৎ করে। বাঙালিদের আন্দোলন আরও বেগমান হতে থাকে। এক সময় শোষিত, বঞ্চিত এবং অত্যাচারিত মানুষ স্বাধীনতার ডাক দেয়। পাকিস্তানীরা এদেশের নিরীহ মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের কালো রাতে অপারেশন সার্চ লাইটের মতো জঘন্য হত্যাকান্ডের মধ্যে দিয়ে তারা ঝাপিয়ে পরে নিরীহ বাঙালিদের উপর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অগনিত মানুষ তাদের জীবন দিয়ে রক্ষা করেছিল এদেশ কে। নারীরাও অবদান রেখেছিল সমান তালে।

ছাত্র, তরুন, কৃষক, সাধারণ জনতা, কুলি, মজুর সে সময় দলে দলে যোগ দিয়েছিল মুক্তি বাহিনীতে। এই মুক্তি বাহিনীরা ধীরে ধীরে আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। যুদ্ধকালীন সময়ে একদল দেশ দ্রোহী গোষ্ঠী যারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস ইত্যাদি নামে পরিচিত, তারা পাকিস্তানী সৈন্যদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আমাদের স্বাধীনতাকে বাধা গ্রস্থ করেছিল। এইসব রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানীরা বহু নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল। যা আজও আমাদেরকে শিউরে তুলে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডে তারা সহযোগিতা করেছিল পাক সেনাদেরকে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর এবং ৩০লক্ষ শহীদদের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর পাক সেনারা এদেশের বাঙালিদের কাছে আত্মসমর্পন করে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম হয় নতুন একটি দেশের। ১৬ই ডিসেম্বরে যে সূর্য উদিত হয়েছিল বাংলার আকাশে সেটি আপন মনে আলো ছড়াচ্ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভূ-খন্ডে। লাল সবুজের একটি পতাকা নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। আর এভাবেই আবির্ভাব ঘটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। কিন্তু আজকের তরুন সমাজের কাছে প্রশ্ন আমাদের পূর্ব প্রজন্ম একটি পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমাদের কে দিয়েছিল স্বাধীন, সার্বভৌম একটি দেশ। কিন্তু আজ আমরা যারা তরুন, দেশের প্রান, কি দিতে পেরেছি বা দিচ্ছি এদেশকে, এসমাজকে? কিন্তু আমরা আজও আশাবাদী তরুনরা একদিন জেগে উঠবে, হাল ধরবে এদেশের এবং আমাদেরকে নিয়ে যাবে উন্নতির চরম শিখরে। তাইতো শিল্পী মাহমুদুজ্জামান বাবুর কণ্ঠে বেজে ওঠে-

"ভোর হয়নি, আজ হলো না,
কাল হবে কিনা তাও জানা নেই,
পরশু ভোর ঠিকই আসবেই
এই আশাবাদ তুমি ভুলো না"

আসুন একটু জেনে নেই

- আপনি যখন হাসেন তখন আপনার দেহে ক্লান্তি সৃষ্টিকারী হরমোনগুলো কাজ করতে পারে না। এজন্য তখন আপনাকে আরো বেশি সজীব এবং সতেজ দেখায়।
- সারদিনে একজন পুরুষের চেয়ে একজন মহিলা বেশি সংখ্যকবার চোখের পাতা ফেলেন।
- গড়ে ৩ জনের ভিতর ২ জনই শব্দ দূষণের শিকার হয় কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শোনার কারণে।
- ডলফিন একচোখ খোলা রেখে ঘুমায়।
- একটি জলহস্তি চাইলে পানির নিচে ৩০ মিনিট পর্যন্ত দম বন্ধ করে থাকতে পারে।
- ছোট একটা ব্যাঙ হজম করতে একটা সাপের ৫২ ঘন্টা সময় লাগে।
- পৃথিবীর ৮০ ভাগ প্রাণীর পা ৬টি।
- দিনে ১৫ মিনিটের ব্যায়াম তিন বছর আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারে, একই সঙ্গে মৃত্যুঝুকি কমাতে পারে ১৪ শতাংশ।
- বৈদ্যুতিক পাখা ধীরে ধীরে ঘুরলেও বিদ্যুৎ খরচ একই হয়।

Change Maker: To Make the Difference

Sayef Moonwar Sourav
Secretary General,
"UDDIPTO ALO"

The word "Change" means and includes, as per the viewpoint of Cambridge Advanced Learner's Dictionary, the following:

1. to make or become different, or to exchange one thing for another thing, especially of a similar type (Verb)
2. when something becomes different, or the result of something becoming different or something which is pleasant or interesting because it is unusual or new (Noun)

Change is a very charming word often welcomed by a vast majority signifying the proposition "every NEW is delicious". Those who bring about changes to a traditional system are usually of revolutionary and visionary personality trait. The change makers usually bear the portrait of excellence in leadership and have to face many problems and accept many challenges in their respective arenas. The world today is undergoing significant changes on everyday basis and this is why the slogan of change is being popular day by day. Even Barack Obama, the President of the US, is vividly seen to come to power with a slogan of ultra-rated fascination reading 'change we believe in', 'change we need' etc. Changes may take place sooner or later but they may not survive or last long due to the lack of far-sightedness of the leaders and unsuitability of time, place and surroundings. In today's world, a change maker must face the following hurdles in terms of his journey towards making the difference:

- Lack of visionary *leaders*
- Lack of *Education*
- Emergence of *Extremism*
- Rise of *Secularism & Nationalism*
- Influence of *Feminism*
- Lack of *Technological Command*
- Failure in *Media & Entertainment*
- *Intellectual Defeat* to others
- Communal Debate
- Political Stability
- Economic Sustainability

In Bangladesh Perspective, the changing trends dealt with above are more crucial and less hopeful. The Bangladeshi men experienced more than eight new governments since their independence but things are so as before. From political viewpoint, Social insecurity and violations of fundamental human rights were some common connotations in Bangladesh during the liberation war of 1971 as the Pakistani Army together with their accomplices and collaborators used to commit heinous acts of abduction, secret killing, mass murder, forced disappearance and so forth to suppress our countrymen. As a part of their ceaseless progress in this very regard, just prior to two days of our national victory in '71, our high-ranking intellectuals were picked up and killed secretly with a view to making 'us' a fatheaded nation. After independence, the surviving people hoped to have a breath of fresh air under the heaven of a newly born sovereign country and live the rest of their lives in peace and tranquility. But their hope did not correspond to their living at its best. The state has a huge responsibility to secure the lives of its citizens because the concept of the 'statehood' has been evolved for the welfare of the people. Under the administration of a nation state, people are supposed to feel better safe and secured with their fundamental rights, property, honor and dignity. But things started changing since the very beginning of our journey. From economic viewpoint, the prime worry behind economic insecurity of the country is its widespread unemployment problem. A BBC World Service Survey suggests that unemployment is the world's fastest rising worry. Though joblessness varies by country, Bangladesh is sure enough to be at high risk for its unemployment rate. Unemployment in Bangladesh is being supplemented by the visible and invisible underemployment. About forty per cent of the population is underemployed and many participants in the labor force work only a few hours a week at low wages. Unemployment among the vast number of uneducated youths who basically 'deserve' less but 'desire' more is a big challenge for our social integrity. Salaried employment in the formal sectors is too inadequate to cover all the unemployed. Every year, our colleges and universities are sending thousands of educated youths to workplace but there is also no adequate vacancy there for all of them and, therefor, many remain jobless for long and suffer from severe mental distress which often leads many to gradual development of criminal behavior. Korea, Malaysia and Singapore are the newest Asian country to put a bright example before us by successfully eliminating unemployment problem. They could do this tough job by dint of their political stability and economic excellence. Bangladesh has undergone about eight new governments since its independence but, very regrettably, could not ensure political stability and economic 'standby' progress. The recent stock market crash has administered a new harsh flogging to the injured national economy by making it kneel from its half-cut standing mode. This crash is actually a total collapse which turned many investors into unemployed and insolvent ones. Poor performance in market monitoring and surveillance is still a common characteristic of our stock markets and the silent looters behind the fall of the share market economy have not yet brought to the book. Inflation is another big disaster. Everyday price hike of essential commodities is leading many people to 'scheduled starvation', especially those who are with limited low income. To control commodity price hike was the pre-poll pledge of Awami League but now the rate of food price inflation surpassed 12.70 per cent. Food security is also to be ensured in time so that 'nine stitches' may not be required in the long run. A time is coming when we may have money but we may not have enough food to eat. Indiscriminate food wastage may lead us to such misfortune. Some charitable organizations of London has recently launched an awareness program for the second time with the theme "Feeding the Five Thousand" to make the people aware of food wastage and they fed as many as five thousand people by recycling the best part of the wasted food, especially the vegetables. At the time when Bangladesh was only a 'child state', food insecurity became so devastating that, the famine of 1974 killed at least 1.5 million people. So, the case is really threatening.

But we have horizons of HOPE too. Many guys of Bangladeshi Diaspora are bringing about revolution in many fields and so their achievements should host their homeland

as well. For instance, some IT (Information Technology) engineers of Bangladeshi Diaspora in the US designed, programmed and established an ICT company "Freebee Pay", a mobile payment technology, in Washington DC in November, 2010. This emerging company has, since its establishment, employed over 30 software engineers and remitted approximately $2.5 lakh to Bangladesh for software development and testing activities to be launched. Bangladesh Ambassador to the US Akramul Qader has also urged Bangladeshi Diaspora in the US to play sincere role in mobilizing information and communication technology at their homeland for the sake of her overall socio-economic development. The present government of Bangladesh rears a vision of transforming the country into a 'digital' one by applying information and communication technologies in all spheres of governance by 2021 and, therefore, the government prepared friendly legal framework by enacting ICT Act of 2009 and adopting National ICT Policy of 2009.

To feel better happy, Bangladesh has been listed in Goldman Sachs' "Next 11" and JP Morgan's "Frontier Five". The Goldman Sachs Group Inc. is an American multinational bulge bracket investment banking and securities firm founded in 1869. JP Morgan is a leader in financial services offering solutions to clients in more than 100 countries for more than 200 years which is a part of JP Morgan Chase & Co., a global financial services firm. However, JP Morgan's "Frontier Five" and Goldman Sachs' "Next 11" classification of Bangladesh virtually shows probable potential for growth and development of the country. Moreover, the credit rating agency Standards and Poor (S&P) and Moody's have also placed Bangladesh ahead of all the countries in South Asia, except India.

So, changes are badly required for Bangladesh for its survival as well as thriving. We, the young segment of the country, have to come forward with view to building the country with brilliant and dynamic leadership so that it may overcome its longer-lasting curses by simultaneously providing with not only political leaders but also socially acceptable, religious and intellectual leaders.

দৃষ্টি অকর্ষণ

ipositive অতি ক্ষুদ্র পরিসরের এলাকা ভিত্তিক একটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের নাম। আমরা বিশ্বাস করি যারা ipositive এর চলার পথে বাঁধা সৃষ্টি করবে তারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি পীরগঞ্জ এর ভালো কখনোই চান না। তাই আপনি যদি ভালো কিছু করতে চান, ভালো কিছু সাথে থাকতে চান, তাহলে আমাদের সাথে চলে আসুন। আপনাদের যে কোন পরামর্শ আমরা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত। দয়া করে "দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা" শুনে বিভ্রান্ত না হয়ে আমাদের বাস্তবায়িত কর্মসূচিগুলো দেখুন এবং আমাদের সহায়তা করুন। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের সহযোগিতা আমাদের স্বপ্ন পূরণের সবচেয়ে বড় উপাদান। ipositive সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে অথবা সদস্য হবার জন্য যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরে ঃ

019 POSITIVE (019 76748483)

facebook group- ipositive Pirganj, Thakurgaon

E-mail us on: ipositive@socialworker.net

Web: www.ipositive.weebly.com

আহবানে ঃ শফিক পারভেজ (পরাগ)

পীরগঞ্জের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নিয়ে কিছু কথা

সেকেন্দার আলম হিরা

শৈশব থেকে দেখে আসছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন গুলো পীরগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থিত শহীদ মিনারকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মর্যাদা দিয়ে, বিভিন্ন দিবসে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে একত্রিত হতেন। কামিনী ফুলের পাপড়ি, তাজা ফুলের ডালা আর তোড়া অন্য রকম এক অনুভূতির শিহরণ জাগাত। ২০০৫ সালে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি বিতর্ক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। জানা মতে প্রতি উপজেলায় সরকারী ভাবে একটি করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি নির্মাণ করা হয়। সমস্যার মূল কারণ অপরিকল্পিত ভাবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থান নির্ধারণ। যাকে বলে হ-য-ব-র-ল। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাব, বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিভিন্ন উৎসব ও বিনোদনে শহীদ মিনারকে মুক্তমঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিনোদন এর কথা আসলে বাদ্যযন্ত্র ও মাইক ব্যবহার আবশ্যক। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মাজার শরীফ ও গোরস্থান এতটাই কাছে যে, এর পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে। জন্মগত ভাবে আমরা ধর্মভীরু। পীর সাহেবের মাজার থাকার সুবাধে এলাকার নামকরণ

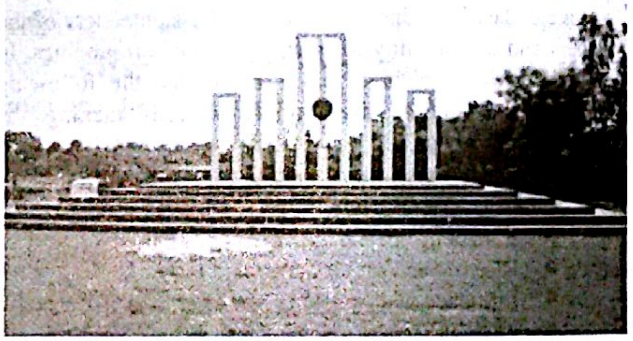

হয়েছে পীরগঞ্জ। দেশের সর্ববৃহৎ গোরস্থান সম্ভবত আমাদের। এই মর্যাদা সংরক্ষণ আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অতীত লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই ১৯৮৭ সালে পীরগঞ্জ পৌরসভা ঘোষণার পর ৬ নং ইউ,পি কার্যালয়ের জনাকীর্ণ কক্ষে কার্যক্রম শুরু হয়। পৌরভবন নির্মাণ কোন জায়গায় হলে ভালো হয়, এই নিয়ে তৎকালীন দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ অনেক সময় নিয়ে জায়গা নির্বাচিত করেছিলেন। একই ঐক্য প্রসারকে লক্ষ রেখে নেতৃবৃন্দ মহিলা কলেজের জায়গা নির্বাচন করেন। আজ নিজ নিজ গর্বে দাড়িয়ে আছে প্রতিষ্ঠান গুলো। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নিয়ে আমাদের এই বিভক্তি জাতির জন্য কখনও মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। বিষয়গুলো গভীর ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। অনেকেই ভুল ব্যাখ্যা দেয়, আমাদের সময় নির্মাণ হয়েছে বলে ওরা আসেনা। এই ভুল ধারনা, এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। মাঠ ঘেষে শহীদ মিনার মাঠের সৌন্দর্য ও নিজেস্তা হয়েছে। শহীদ মিনারের নিজের কোন ক্যাম্পাস/চত্বর নেই, যা একটি শহীদ মিনারের প্রাণ। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে পারে পৌর সৌন্দর্যের একটা অংশ। নীতিনির্ধারকের চিন্তা করা প্রয়োজন, পূর্ণমূল্যায়ন না হলে পূর্ণতা পাবে না কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

রহস্যময় টাইটানিক

ইতিহাসে সবচেয়ে বিশাল এবং বিলাসবহুল জাহাজ হিসেবে টাইটানিকের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ১৯১২ সালে জাহাজটি আশ্চর্যজনকভাবে ডুবে গেলেও আজ পর্যন্ত একে ঘিরে মানুষের আগ্রহ এতটুকু কমেনি।

টাইটানিক জাহাজের পূর্ণনাম RMS TITANIC (RMS- Royal Mail Ship) এটা ছিল ব্রিটিশ শিপিং কোম্পানি হোয়াইট স্টার লাইনের মালিকানাধীন। এটি তৈরি করা হয় ইউনাইটেড কিংডম-এর বেলফাস্টের হারল্যান্ড এলফ্ শিপইয়ার্ডে। জন পিয়ারপেন্ট মরগান নামক এক আমেরিকান ধনকুবের ইন্টরন্যাশনাল মার্কেন্টাইল এর অর্থায়নে ১৯০৯ সালে ৩১ মার্চ টাইটানিকের নির্মাণকাজ শুরু হয়। এবং তখনকার প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন (বর্তমান প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন) ডলার ব্যয়ে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়, ৩১ মার্চ ১৯১২ সালে। এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৮৮২ ফুট দুই ইঞ্চি (প্রায় ২৬৯.১ মিটার) এবং প্রস্থ ছিল প্রায় ৯২ ফিট (২৮ মিটার)। এ জাহাজটির ওজন ছিল প্রায় ৪৬ হাজার ৬২৮ লড়া টন। পানি থেকে জাহাজটির ডেকের উচ্চতা ছিল ৫৯ ফুট (১৮ মিটার)

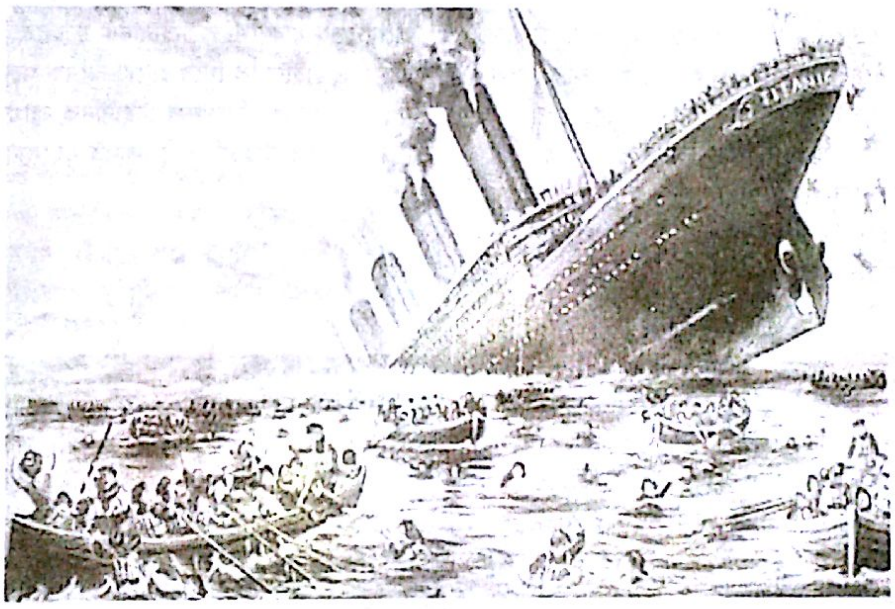

এ জাহাজটি একই সঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৫৪৭ জন প্যাসেঞ্জার ও ক্রু বহন করতে পারত। ব্যয়বহুল এবং চাকচিক্যের দিক থেকে তখনকার সব জাহাজকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। টাইটানিকের ফাস্ট ক্লাস যাত্রীদের জন্য বিলাসবহুল ডাইনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে একই সঙ্গে ৫৫০ জন খাবার খেতে পারত। এছাড়াও এর অভ্যন্তরে ছিল সুদৃশ্য সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, স্কোয়াস খেলার কোট, ব্যয়বহুল তুর্কিস বাথ, ব্যয়বহুল ক্যাফে এবং ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস উভয় যাত্রীদের জন্য আলাদা বিশাল লাইব্রেরি। তখনকার সব আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটেছিল এ জাহাজটিতে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও ছিল খুবই উন্নত ধরনের। এ জাহাজে ফাস্ট ক্লাসের জন্য তিনটি এবং সেকেন্ড ক্লাসের জন্য একটি, মোট চারটি লিফটের ব্যবস্থা ছিল।

জাহাজের ফার্স্ট ক্লাস যাত্রীদের জন্য সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্যাকেজটিতে আটলান্টিক একবার অতিক্রম করতেই ব্যয় করতে হতো তখনকার প্রায় ৪ হাজার ৩৫০ ডলার (যার বর্তমান মূল্য প্রায় ১৫ হাজার ৮৬০ ডলার বা বর্তমান বাংলাদেশী টাকায় ৬৭ লাখ টাকারও বেশি।)

টাইটানিক প্রায় ৬৪টি লাইফবোট বহন করতে সক্ষম ছিল,যা প্রায় ৪,০০লোক বহন করতে পারত। কিন্তু টাইটানিক আইনগতভাবে যত লাইফবোট নেওয়া দরকার তার চেয়ে বেশি ২০ টি লাইফবোট নিয়ে যাত্রা করেছিল যা টাইটানিকের মোট যাত্রীর ৩৩% বা মাত্র ১ হাজার ১৭৮ জন যাত্রী বহন করতে পারত।

টাইটানিকের ক্যাপ্টেন ছিলেন বিশ্বজুড়ে 'নিরাপদ ক্যাপ্টেন', 'মিলিয়নিয়ার ক্যাপ্টেন' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে খ্যাত এবং ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইংল্যান্ডের রাজকীয় কমান্ডার

এডওয়ার্ড জন স্মিথ। তার নেতৃত্বে টাইটানিক ১৯১২ সালের ১০ এপ্রিল ইংল্যোন্ডের সাউদাম্পটন থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্র শুরু করে।

১৪ এপ্রিল ১৯১২ তারিখ রাতে নিস্তব্ধ সমুদ্রের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রিরও কাছাকছি নেমে যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও চাঁদ দেখা যাচ্ছিল না। সামনে আইসবার্গ (বিশাল ভাসমান বরফও) আছে এ সংকেত পেয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজের গতি সামান্য দক্ষিণ দিকে ফিরিয়ে দেন। সেদিনই দুপুর এবং বিকেলের দিকে দুটি ভিন্ন জাহাজ থেকে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করে টাইটানিকের সামনে বড় একটি আইসবোর্গ আছে বলে সতর্ক করে দেন টাইটানিককে। কিন্তু টাইটানিকের রেডিও অপারেটরদের অবহেলার কারনে এই তথ্য টাইটানিকের মূল যোগাযোগ কেন্দ্রে পৌঁছায়নি। সেদিনই রাত ১১.৪০-এর সময় টাইটানিকের পথ পর্যবেক্ষণকারীরা সরাসরি টাইটানিকের সামনে সেই আইসবাগটি দেখতে পায় কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। টাইটানিকের ফাস্ট অফিসার মুর্ডক আকস্মিকভাবে বামে মোড় নেওয়ার অর্ডার দেন এবং জাহাজটিকে সম্পূর্ণ উল্টাদিকে চালনা করতে বা বন্ধ করে দিতে বলেন। তবুও টাইটানিককে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মোড় নিতেই ডানদিকের আইসবার্গের সঙ্গে প্রচন্ড ষঘা খেয়ে চলতে থাকে টাইটানিক। ফলে টাইটানিকের প্রায় ৯০ মিটার অংশ জুড়ে চিড় দেখা যায়।

জাহাজটি সর্বোচ্চ চারটি পানিপূর্ণ কম্পার্টমেন্ট নিয়ে ভেসে থাকতে পারত। কিন্তু ৫টি কম্পার্টমেন্ট পানিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় এর ওজনের কারণে জাহাজটি আস্তে আস্তে ডুবতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকভাবে ক্যাপ্টেন স্মিথ মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে আসেন এবং জাহাজটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। ১৫ তারিখ মধ্যরাতের দিকে

টাইটানিকের লাইফবোটগুলো নামানো শুরু হয়। টাইটানিক বিভিন্ন দিকে জরুরি বিপদ সংকেত পাঠিয়েছিল। যেসব জাহাজ সাড়া দিয়েছিল তারমধ্যে অন্যতম হলো মাউন্ট ট্যাম্পল, ফ্রাস্টটুট এবং টাইটানিকের সহোদর অলিম্পিক। টাইটানিকের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হতে দূরবর্তী একটি জাহাজের আলো দেখা যাচ্ছিল যার পরিচয় এখনো রহস্যে ঘেরা।

রাত ০২.০৫-এর দিকে জাহাজের সম্পূর্ন মাথাই পানির প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। ০২:১০-এর দিকে প্রপেলারকে দৃশ্যমান করে দিয়ে জাহাজের পেছনের দিক উপরে উঠতে থাকে। ০২:১৭-এর দিকে জাহাজের সামনের দিকের ডেক পর্যন্ত পানি উঠে যায়। ওই মুহূর্তেই শেষ দুটি লাইফবোট টাইটানিক ছেড়ে যায় বলে এত বিস্তারিত জানা গেছে। জাহাজের পেছনের দিক ধীরে ধীরে আরো উপরে উঠতে থাকে। এসময় জাহাজের বিদ্যুতিক সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায় এবং চারিদিকে অন্ধকার হয়ে যায়। এর কিছুক্ষন পরেই ভারের কারণে টাইটানিকের পেছনের অংশ সামনের অংশ থেকে ভেঙে যায় এবং জাহাজের বাকি অংশটিও সমুদ্রের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। টাইটানিক ত্যাগ করা লাইফবোটগুলোর মধ্যে মাত্র দুটি লাইফবোট আবার উদ্ধার কাজে ফিরে এসেছিল। দুটি লাইফবোট ৮-৫ জন

যাত্রীকে উদ্ধার করে। ভোর ০৪:১০-এর দিকে কাপেথিয়া জাহাজটি এসে পৌছায় এবং বেঁচে থাকাদের উদ্ধার করা শুরু করে। সকাল ০৮:৩০ মিনিটে জাহাজটি নিউইয়র্কের দিকে রওনা দেয়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই জীবিত ফিরে আসতে পেরেছে। টাইটানিক দুর্ঘটনায় অসংখ্য পরিবার তাদের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়েছিল। কেবলমাত্র সাউদাম্পটনের প্রায় ১০০০ পরিবার সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া এ জাহাজটি সাইড সোনার পদ্ধতিতে ১৯৮৫ সালে পুনরায় আবিষ্কার করা হয়। এর আগে টাইটানিক পুনরাবিষ্কারের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ১২৪৬৭ ফুট বা ৩৮০০ মিটার নিচে নীরবে সমাহিত হয়ে আছে টাইটানিক হয়ত থাকবেও চিরদিন। বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণার জন্য এখনো এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। পানি আর বরফের প্রকোপে ডুবন্ত টাইটানিক আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যেই টাইটানিক সাগরবক্ষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানারী মনে করেছেন।

টাইটানিক সারা বিশ্বে এতটাই পরিচিত পেয়েছিল যে, এর উপর ভিত্তি করে অসংখ্য প্রতিবেদন চিত্র এবং ছায়াছবি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে জেমস ক্যামেরুনের (James Cameron) 'টাইটানিক' ছবিটি রেকর্ড ২০০ মিলিয়নেরও অধিক টাকা ব্যয় নির্মিত হয়। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সারা বিশ্বে টাইটানিক প্রায় ১ হাজার ৮৩৫ বিলিয়ন (১৮৩৫ মিলিয়ন) ডলার আয় করে এবং আগের সর্ব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ১১টি অস্কারসহ আরো অন্যান্য ৭৬টি পুরস্কার জিতে নেয়। টাইটানিক ডোবার ৮৫ বছর পরও এর প্রতি মানুষের আগ্রহ একটুও কমেনি বরং বহুগুনে বেড়েছে।

অনেকেরই ধারণা ছিল টাইটানিক জাহাজে কোনো অভিশাপ ছিল। এছাড়াও টাইটানিক ঘিরে আরো অনেক গল্পের প্রচলন রয়েছে। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য বিশেষজ্ঞ টাইটানিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এরপরও টাইটানিক চিরকালই রহস্যের আড়ালে রয়ে গেছে।

(ইন্টারনেট অবলম্বনে)

সমুদ্র তৈরীর রহস্য!!!

পৃথিবীর মানচিত্রটি মাপজোখ করলে দেখা যায়, পাঁচটি মহাসমুদ্র আর ৬৬টি সমুদ্র মিলিয়ে পৃথিবীর প্রায় ৭১ ভাগ অংশই পানিতে ঢাকা, আর বাদবাকি অংশ ডাঙ্গা, অর্থাৎ মহাদেশ। সমুদ্র যে কত বড় (৩৬কোটি ১ লাখ বর্গ কি.মি)। শুধু আকারেই বড় নয় বরং এর গভীরতাও অনেক। এতো বিশাল আর গভীর সমুদ্রের কিভাবে উদ্ভব হলো প্রশ্নটি শুধু সাধারণ মানুষের মনকেই নয়, বরং ভূ-বিজ্ঞানীদের চিন্তাকেও নাড়া দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম উল্লে খযোগ্য মতবাদটি বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইলের ছেলে জর্জ ডারউইনের । আজ থেকে প্রায় একশ বাইশ বছর আগে ১৮৭৮ সালে জর্জ ডারউইন বললেন, প্রায় চারশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বাইরের খোলস যখন পুরোপুরি শক্ত হয়নি, ভেতরে নরম-গরম অবস্থা, সেই সময় সূর্যের টানে পৃথিবীর নরম বুক থেকে খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল মহাকাশে। সেই উপড়ে চলে যাওয়া অংশই হলো চাঁদ। এরই ফলে প"থিবীর বুকে তৈরি হলো একটি বিরাট গর্ত, যার নাম প্রশান্ত মহাসাগর । জর্জ ডারউইনের এই মতবাদ উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথমদিকে খুব আলোড়ন তুললেও পরবর্তী সময়ে কোনো বিজ্ঞানীই তার এই মতবাদে বিশ্বাস করেননি। জর্জ ডারউইনের এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীরা যুক্তি দিলেন, ভূস্তর সৃষ্টির পর, তা যত পাতলাই হোক, এমনই কঠিন হয়ে পড়েছিল যে তখন তার পক্ষে আর পৃথিবী থেকে উৎপত্তি হওয়া সম্ভব ছিল না।

মহাসাগর সৃষ্টির ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তত্বটি হলো জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী ওয়েগনারের (১৮৮০-১৯৩০)। ১৯৯২ সালে প্রচারিত তার 'চলমান মহাদেশ' তত্বটিতে তিনি মহাসাগর স"ষ্টির কথা বলেন। ওয়েগনার বলেছেন, আজ থেকে পঁচিশ কোটি বছর আগেও পৃথিবীর মহাদেশ আর মহাসমুদ্রের চেহারা এরকম ছিল না। তখন পৃথিবীর সব মহাদেশ মিলে একটি মহাদেশ ছিল। সেই আদি প্রাগঐতিহাসিক মহাদেশ ঘিরে ছিল এক আদি মহাসমুদ্র প্যানথালসা। জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী ওয়েগনারের মতে, খুব সম্ভবত মেসোজয়িক যুগের প্রথম দিকে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে, প্রাকৃতিক কারণে প্যানজিয়া মহাদেশটি দুই টুকরায় ভেঙে গিয়ে সরে যায় একে অন্যের কাছ থেকে । এগুলোর একটি টুকরোর নাম 'গন্ডোয়ালা', মধ্যপ্রদেশের 'গড' আদিবাসীদের নামানুসারে। এ দুটো প্রকল্প ছাড়াও বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে মহাদেশ ও সমুদ্র সৃষ্টির ব্যাপারে। তবে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগে সেই প্রকল্পগুলো নেহাতই সেকেলে। (সংগৃহীত)

ADMISSION

টুকিটাকি

এইচ.এস.সি ও সমমান পরীক্ষা শেষ ছাত্র জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্টের শুরম্ন এখান থেকে। কে কোথায় ভর্তি হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই। অনেকেরই অনেক রকম স্বপ্ন। কেউ হবে ডাক্তার, কেউ হবে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ হবে ব্যাংকার, কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী।

সেই সব সপ্নালোকে বিচরণকারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ভর্তির তথ্য নিয়ে আমাদের এই আয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'ক' ইউনিট

অনুষদ- বিজ্ঞান ঃ পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগ ***জীববিজ্ঞান ঃ** মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অণুজীব বিজ্ঞান, মৎস্য বিজ্ঞান এবং জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিজ্ঞান ***ফার্মেসী ঃ** ফার্মেসী বিভাগ ***আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সস ঃ** ভূগোল ও পরিবেশ, ভূতত্ত্ব, সমুদ্র বিজ্ঞান ***ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ঃ** ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ।

ইনস্টিটিউট ঃ পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ঃ ফলিত পরিসংখ্যান ***পুষ্টি ও খাদ্য ঃ** পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ***তথ্যপ্রযুক্তিঃ** তথ্যপ্রযুক্তি ***লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের** অধীনে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়রিং ও লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিং।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

'খ' ইউনিট

অনুষদ- **কলা ঃ** বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, উর্দু, সংস্কৃত, পালি অ্যান্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ, ইতিহাস, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামিক স্টাডিজ, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, ভাষাবিজ্ঞান, নাট্যকলা, সংগীত এবং বিশ্বধর্ম ***সামাজিক বিজ্ঞান ঃ** অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সমাজবিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, লোক প্রশাসন, নৃবিজ্ঞান, শান্তি ও সংঘর্ষ স্টাডিজ, উইমেন অ্যান্ড ডেন্ডার স্টাডিজ এবং উন্নয়ন অধ্যায়ন ***আইনঃ** আইন ***আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সসঃ** ভূগোল ও পরিবেশ ***জীববিজ্ঞানঃ** মনোবিজ্ঞান।

ইনস্টিটিউট ঃ সমাজকর্ম ও গবেষণ ঃ সমাজকর্ম ***স্বাস্থ্য অর্থনীতিঃ** স্বাস্থ্য অর্থনীতি ***শিক্ষা ও গবেষণাঃ** শিড়্গা (বি.এড.সম্মান)।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

'গ' ইউনিট

অনুষদ- বাণিজ্য ঃ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ফিন্যান্স, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

'ঘ' ইউনিট

ক, খ ও গ ইউনিটভুকক্ত সকল বিষয় থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

'চ' ইউনিট

অনুষদ- চারম্নকলাঃ ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন, প্রিন্টমেকিং, প্রাচ্যকলা, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য, কারুশিল্প, শিল্পকলার ইতিহাস।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান শাখা

বিজ্ঞান অনুষদঃ গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পরিসংখ্যান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, ফার্মেসি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত গণিত, পপুলেশন সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

জীববিজ্ঞান অনুষদঃ ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা ***কৃষি অনুষদ ঃ** জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, এগ্রোনমি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন, ফিশরিজ, এনিমেল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, জেনিটেক্স ব্রিডিং।

মানবিক শাখা

কলা অনুষদ ঃ দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজি, বাংলা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভাষা, আরবি, চারম্নকলা, ইসলামিক ষ্টাডিজ, ফোকলোর, নাট্যকলা ও সঙ্গীত ***সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদঃ** অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, লোকপ্রশাসন, ইনফরমেশন সায়েন্সস অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট, নৃবিজ্ঞান ***আইন অনুষদঃ** আইন ও বিচার ***জীবন ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদঃ** মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা।

বাণিজ্য শাখা

বিজনেস ষ্টাডিজ অনুষদ ঃ হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ অনুষদ ভিত্তিক MCQ এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উভয় পদ্ধতিতেই পরীড়্গা অনুষ্ঠিত হয়; রচনামূলক পদ্ধতিতেও হতে পারে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

'ক' ইউনিট ঃ গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদঃ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পরিবেশবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান এবং ভূতাত্তিক বিজ্ঞান ***'খ' ইউনিটঃ সমাজবিজ্ঞান অনুষদঃ** ভূগোল ও পরিবেশ লোকপ্রশাসন, সরকার ও রাজনীতি, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা ***'গ'**

ব্যবস্থাপনা (DM) *C **ইউনিটঃ** ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স (MHR), মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (AIS) এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (FB)।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ বিজ্ঞান অনুষদঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং পরিসংখ্যান B **ইউনিটঃ কলা ও মানবিক/সমাজবিজ্ঞান অনুষদঃ** ইংরেজি, অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন, বাংলা এবং নৃবিজ্ঞান *C **ইউনিটঃ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদঃ** হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা শিক্ষা এবং মার্কেটিং *D **ইউনিটঃ সমন্বিত অনুষদঃ** বিভাগ পরিবর্তনের জন্যএ ইউনিটে পরীড়্যা দিতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ MCQ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ** বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ *B **ইউনিটঃ** সঙ্গীত, চারুকলা, নাট্যকলা *C **ইউনিটঃ** হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট *D **ইউনিটঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন *E **ইউনিটঃ** অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন ও সরকার। **পরীড়্যা পদ্ধতিঃ** MCQ।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ক ইউনিটঃ বিজ্ঞান অনুষদঃ গণিত *বিজনেস স্টাডিজ **অনুষদঃ মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ অনুষদঃ** মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ *খ **ইউনিটঃ কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদঃ** ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ MCQ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পাস (ডিগ্রি) কোর্সঃ ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ), ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স (বিএসএস), ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি) এবং ব্যাচেলর অব বিজনেস স্টাডিজ (বিবিএস)। ***স্নাতক (সম্মান) কোর্স ঃ** বিএ (সম্মান), বিএসএস (সম্মান), বিএসসি (সম্মান) বিবিএস (সম্মান), বিবিএ (সম্মান) এবং ব্যাচেলর অব কম্পিউটার সায়েন্স (সম্মান)। **পরীক্ষা পদ্ধতিঃ** MCQ। পাস নম্বর ৩৩, মোট নম্বর ১০০। ইংরেজি ও বাংলায় নূন্যতম ৮ নম্বর করে পেতে হবে।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকৌশল অনুষদ ঃ কেমিকৌশল এবং বস্ত্র ও ধাতব কৌশল ***পুরকৌশল অনুষদঃ** পুরকৌশল এবং পানিসম্পদ কৌশল ***যন্ত্রকৌশল অনুষদঃ** যন্ত্রকৌশল, নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ***তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদঃ** তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ***স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদঃ** স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ প্রশ্নের শতকরা ৫০ ভাগ MCQ এবং বাকি ৫০ ভাগ প্রচলিত পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঃ পুরকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং।

অন্যান্য বিভাগ ঃ স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ শতকরা ৫০ ভাগ MCQ এবং অবশিষ্ট ৫০ ভাগ প্রচলিত পদ্ধতিতে করা হয়।

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, যন্ত্রকৌশল, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, গস্নাস অ্যান্ড সিরামিকস কৌশল এবং আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল পস্নানিং। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্টনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ব্যাচেলর অব আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল পস্নানিং।

পরীড়্যা পদ্ধতি ঃ MCQ।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ভেটেরিনারি, কৃষি, পশুপালন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি (এগ্রি. ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং) মৎস্যবিজ্ঞান।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এগ্রিকালচার, এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

ইউনিটঃ কলা ও মানবিকী অনুষদঃ বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ, প্রত্নতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং দর্শন ***'ঘ' ইউনিটঃ জীববিজ্ঞান অনুষদঃ** উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান এবং ফার্মেসী ***'ঙ' ইউনিটঃ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদঃ** ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ ***'চ' ইউনিটঃ ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএম-জেইউ)ঃ** বিবিএ প্রোগ্রাম ***'ছ' ইউনিটঃ ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেনোলজিঃ** ইনফরমেশন টেকনোলজি ***'জ' ইউনিটঃ আইন অনুষদঃ** আইন ও বিচার।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ MCQ ও লিখিত উভয়ই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

A ইউনিটঃ (বিজ্ঞান অনুষদ)ঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, ফলিত পদার্থবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফলিত ও পরিবেশ রসায়ন ***B ইউনিট (কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ)** B_1 ঃ বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস এবং ইসলারে ইতিহাস ও সংস্কৃতি ***B_2** ঃ আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ ***B_3** ঃ চারুকলা ***B_4** ঃ প্রাচ্যভাষা (পালি ও সংস্কৃত) ***B_5** ঃ নাট্যকলা শাখা ***C ইউনিট (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ)ঃ** একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এবং মার্কেটিং স্টাডিজ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং ***D ইউনিট (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ)ঃ** অর্থনীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, লোক প্রশাসন, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ***E ইউনিট (আইন অনুষদ)ঃ** আইন ***F ইউনিট** ঃ ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সস*

G ইউনিট (ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সস অ্যান্ড ফিশারিজ)ঃ সমুদ্রবিজ্ঞান *

H ইউনিট (জীববিদ্যা অনুষদ)ঃ ***H_1ঃ** প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি ***H_2ঃ** মনোবিজ্ঞান * **H_3ঃ** ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা, মৃত্তিকাবিজ্ঞান এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ MCQ।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলঃ *ক গ্রুপঃ কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, ইলেকট্রনিক্স কম্যুনিকেশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত এবং নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিন

***খ গ্রুপঃ** স্থাপত্য ডিসিপ্লিন। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ * **জীববিজ্ঞান স্কুল ঃ** এগ্রোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি, ফার্মেসি এবং সয়েল সায়েন্স ডিসিপিস্নন। **পরীক্ষা পদ্ধতিঃ** MCQ, তবে গণিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকে ***ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলঃ** ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপিস্নন। **পরীক্ষা পদ্ধতিঃ** MCQ ***কলা ও মানবিক স্কুল ঃ** ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ডিসিপ্লিন। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** বর্ণণামূলক, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং MCQ ***সমাজবিজ্ঞান স্কুলঃ** অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিসিপিস্নন। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** বর্ণনামূলক, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং MCQ ***চারুকলা ইনস্টিটিউটঃ** ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং এবং ভাস্কর্য।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ক ইউনিটঃ বিজ্ঞান অনুষদঃ পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, পরিসংখ্যান, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ফার্মেসী, কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মাইক্রোবায়োলজী অ্যান্ড বায়োটেকনোলজী

খ ইউনিটঃ কলা অনুষদঃ বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামিক স্টাডিজ, দর্শন এবং আইন।

গ ইউনিটঃ বাণিজ্য অনুষদঃ অ্যাকাউটিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ফিন্যান্স এবং মার্কেটিং **ঘ ইউনিটঃ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদঃ** অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, নৃবিজ্ঞান এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা। **পরীক্ষা পদ্ধতিঃ** MCQ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

A ইউনিটঃ আল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ***B ইউনিটঃ** বাংলা, ইংরেজি, আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামের ও সংস্কৃতি ***C ইউনিটঃ** অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন ***D ইউনিটঃ** ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি ***E ইউনিটঃ** অফিত পদার্থবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ***F ইউনিট ঃ** গণিত এবং পরিসংখ্যান ***G ইউনিটঃ** হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ***H ইউনিটঃ** আইন ও মুসলিম বিধান এবং আল-ফিক্‌হ।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ MCQ।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

A ইউনিটঃ কলা অনুষদঃ বাংলা, ইংরেজি এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব * **সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদঃ** অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ (WGS) এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা (MCJ) **B ইউনিটঃ বিজ্ঞান অনুষদঃ** গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং পরিসংখ্যান ***প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE) এবং ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন (ET) ***জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদঃ** ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান (GSC) এবং দুর্যোগ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি, ফিশারিজ, ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম)।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

অনুষদসমূহঃ ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স, কৃষি, মাৎস্যবিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়

ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদঃ ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ***ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদঃ** বি.এসসি. ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (বিএফএসটি)।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ** অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, নৃ-বিজ্ঞান, পলিটিক্যাল স্টাডিজ, লোক প্রশাসন, ব্যবসা প্রশাসন, বাংলা এবং ইংরেজি। B **ইউনিটঃ** পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, ফরেস্টি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, ভূগোল ও পরিবেশ এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ এগ্রিকালচার, ফিশারিজ এবং ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদঃ** এগ্রিকালচার, ফিশারিজ, ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) *B **ইউনিটঃ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফুড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড অ্যান্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এগ্রিকালচার অ্যান্ড বায়োরিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং *C **ইউনিটঃ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদঃ** বিবিএ। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ।

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ সিএসই অনুষদঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং *B **ইউনিটঃ লাইফ সাইন্স অনুষদঃ** এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং *C **ইউনিটঃ বিজ্ঞান অনুষদঃ** রসায়ন, গণিত ও পরিসংখ্যান এবং পদার্থবিদ্যা *D **ইউনিটঃ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদঃ** বিবিএ। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ অনুষদসমূহঃ** কৃষি, মাৎস্য বিজ্ঞান, এনিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স ***বিষয়সমূহঃ** এগ্রিকালচার, ফিশারিজ, ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম), ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স *B **ইউনিটঃ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অনুষদঃ** ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন *C **ইউনিটঃ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

A **গ্রুপঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স, ফার্মেসি, এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রোবায়োলজি, গণিত, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড হ্যাজার্ড ষ্টাডিজ এবং ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড নিউট্রিশন সায়েন্স *B **গ্রুপঃ** ইংরেজি C **গ্রুপঃ** বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ।

শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স এবং গণিত *B **ইউনিটঃ** ইংরেজি *C **ইউনিটঃ** ব্যবস্থাপনা।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদঃ** কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE), পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং (PME), ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল (ACCE), ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (IPE) এবং ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং *B **ইউনিটঃ জীববিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদঃ** অণজীব বিজ্ঞান (MB), ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন বায়োসায়েন্স (FMB), জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি (GEBT) এবং ফার্মেসী (PHAR)*C **ইউনিটঃ ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদঃ** নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড টেকনোলজি (NET) এবং পরিবেশ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (ESHM) *D **ইউনিটঃ শারীরিক শিক্ষা, ভাষা ও নৈতিকতা অধ্যায়ন অনুষদঃ** শারীরিক শিক্ষা এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতি (PESC)।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

A **ইউনিটঃ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদঃ** ইলেকট্রিক্যাল

অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেক্ট্রনিক ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ B **ইউনিটঃ বিজ্ঞান অনুষদঃ** গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান এবং ভূগোল, পরিবেশ ও নগর পরিকল্পনা বিভাগ *C **ইউনিটঃ বিজনেস স্টাডিজ এবং মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদঃ** ব্যবসায় প্রশাসন, অর্থনীতি বিভাগ এবং বাংলা বিভাগ। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ।

বিবিধ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

কোর্সের নামঃ বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইয়ার্ন ম্যানুফেকচারিং) বি. এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং) বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়েট প্রসেসিং) বি.এস.সি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং) বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট) বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফ্যাশন ডিজাইন) টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজ। **পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** MCQ ও বর্ণনামূলক।

অনলাইনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

এখন প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েব সাইট ঠিকানাগুলো জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

দেশের শীর্ষস্থানীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর web address

সাধারণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	www.univdhaka.edu
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	www.ru.ac.bd
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	www.cu.ac.bd
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	www.juniv.edu
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	www.ku.ac.bd
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	www.jnu.ac.bd
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	www.jkkniu.edu.bd
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	www.cou.ac.bd
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়	www.brur.ac.bd
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল	www.bup.edu.bd
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	www.nu.edu.bd
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	www.barisaluniv.edu.bd

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.buet.ac.bd
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.duet.ac.bd
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.cuet.ac.bd
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.ruet.ac.bd
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.kuet.ac.bd

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়	www.hstu.ac.bd
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.sust.edu
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.pstu.ac.bd
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.mbstu.ac.bd
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.nstu.edu.bd
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.pust.ac.bd
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.jstu.edu.bd
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	www.bsmrstu.edu.bd

কৃষি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	www.bau.edu.bd
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	www.bsmrau.edu.bd
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	www.sau.ac.bd
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	www.sylhelagrivarsity.bd

অন্যান্য

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	www.iubd.net
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়	www.butex.edu.bd
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	www.cvasu.ac.bd
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	www.bsmmu.org
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	www.bou.edu.bd

সরকারী মেডিকেল কলেজের তালিকা ঃ

১। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

২। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

৩। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ।

৪। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।

৫। এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট।

৬। রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।

৭। শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।

৮। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর।

৯। খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা।

১০। শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া।

১১। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

১২। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।

১৩। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ MCQ; শিক্ষার্থীরা মেধাক্রম অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ সমূহে ভর্তির সুযোগ পাবে।

সংকলনে,

মোঃ আবিদ হাসান (আতিক)

শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার কিছু টিপস

শামসুর রহমান সোহেল

শুরুর কথা :

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা জীবনের খুব কঠিন কিছু সময় এখন পার করছেন। সবার জীবনেই এরকম কিছু কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসে। আমি মনে করি, মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেয়াটা কঠিন কোন ব্যাপার না, বরং প্রস্তুতির সময়টুকুকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাইড বইগুলোতে বিভিন্ন পরামর্শ বা উপদেশ লেখা থাকে। কিন্তু তারপরেও এমন কিছু কথা থেকে যায়, যেগুলো আগে থেকে জেনে নিলে পরীক্ষার প্রিপারেশনটা পূর্ণতা পায়।

যে নিয়মগুলো মেনে চলাটা জরুরী ঃ

১. পরীক্ষার আগে পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়াটা খুব জরুরী। সময় খুবই কম, কিন্তু সিলেবাস পাহাড়সম। বিশেষ করে পদার্থ, রসায়ন, জীববিভাগের মোট ৬ টি বইয়ের খুঁটিনাটি মাথায় রাখাটা আবশ্যক।খুব কঠিন একটা সত্যি কথা হলো, ভর্তি পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি নেবার এই সময়টুকু একবার নষ্ট করে ফেললে কোন কিছুর বিনিময়েই আর তা ফিরে আসবে না। অতএব, সত্যিই যদি ভালো প্রিপারেশন নিতে হয়, দৈনিক ১৮-২০ ঘন্টা শ্রম দিয়ে সিলেবাস শেষ করে ফেলতে হবে এবং যত বেশি সম্ভব রিভিশন দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার আগে বন্ধগিং, চ্যাটিং, আড্ডা, প্রেম-এ বিষয়গুলোকে আগামী তিন-চার মাসের জন্যে শেলফে তুলে রাখতে হবে।

২. কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি না হলে শান্তি পাওয়া যায় না। বন্ধু-বান্ধবেরা সব ভর্তি হয়েছে, আর আমি হবোনা, তা-তো হয়না। কিন্তু আমার মতে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে এত টাকা, যাতায়াত কষ্ট, সময় এগুলো না করে সেই শ্রম এবং সময়টা বাসায় কাজে লাগানো জরুরী। অনেকে হয়তো বলবে যে, কোচিং সেন্টারগুলোতে ভর্তি হলে পড়া ঠিক মতো হয়, পড়ার চাপ থাকে, পরীক্ষাগুলো দেয়া হয়, আইডিয়া বাড়ে ইত্যাদি কথা। কিন্তু আমার সাজেশন হলো, নামীদামী কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে ক্লাস করছে এমন বন্ধু-বান্ধবীর সাথে খাতির রাখলে ওইসব কোচিং-এর পরীক্ষার শিটগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে বাসায় বসেই প্র্যাকটিস করা সম্ভব। তারপরও কেউ ভর্তি হলে সেটা তার ব্যাপার।

৩. মেডিকেল ভর্তির জন্য যে কোন এম.সি.কিউ পরীক্ষা দেবার পর সেটার ফিডব্যাক নেয়া এবং সঠিক উত্তরটি বই থেকে দেখে নেয়াটা জরুরী।

৪. 'অমুক ভাইয়ের পারসোনাল ব্যাচ' কিংবা কোচিং সেন্টারগুলোর প্রলোভনে পড়াটা যুক্তিহীন। কেননা, তারা যেসব কথা বলবেন বা লেকচার শিট দিবেন বা পরীক্ষাগুলো নিবেন, সেগুলো এখন নীলক্ষেতে কিনতে পাওয়া যায়। আর এমন গাইড বইগুলো সহজলভ্য।

৫. যেকোন প্রস্তুতিমূলক ছোট বা বড় পরীক্ষাগুলো স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করাটা জরুরী।

কোন কোন বই পড়তে হবে?

কোন একটি সাবজেক্টের জন্য একাধিক লেখকের বই রয়েছে। এতে বিচলিত না হয়ে যে কোন একজন লেখকের বই অনুসরণ করাটাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে ওই বিষয়ের অন্যান্য লেখকের লিখিত তথ্যগুলো নীলক্ষেত থেকে কেনা গাইডগুলোতে সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। নীলক্ষেত গেলেই এই বইগুলো পাওয়া যাবে।

পাঠ্য বইগুলো হল ঃ

১. রসায়ন ১ম-কবির স্যার

২. রসায়ন ১ম-নাগ-নাথ স্যার

৩. পদার্থ ১ম এবং ২য়- তোফাজ্জল স্যার (গাণিতিক সমস্যার উদাহরণগুলো রানা স্যারের বই থেকে করতে হবে)

৪. প্রাণিবিজ্ঞান-আজমল স্যার

৫. উদ্ভিদবিজ্ঞান-আবুল হাসান স্যার

গাইড বইগুলো হল ঃ

১. রয়েল গাইড

৩. ফোকাস (এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির শুধুমাত্র পদার্থ, রসায়নের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমধান করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সমাধান করতে হবে। আর গণিতটাও একবার ঝালিয়ে নিতে হবে।

৪. এপেক্স- ইংরেজির জন্য

৫. কিরণের বই- সাধারণ জ্ঞানের জন্য

৬. জীববৈচিত্র্য (প্রাণিবিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জন্য নৈর্ব্যতিক্তক প্রশ্ন সম্বলিত বই)

বিষয় ভিত্তিক পড়ার টেকনিক:

সাধারণ জ্ঞান: বাংলাদেশ বিষয়াবলি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পড়ে ফেলুন। বিসিএস, পুলিশ ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি যত প্রশ্ন আছে, সব মুখস্থ করে ফেলনু।

ইংরেজী: বিগত বছরগুলোর মেডিকেল ও ডেন্টাল প্রশ্নপত্রে যেসব বিষয়ের ওপর ইংরেজি প্রশ্নগুলো এসেছে (যেমন Voice, Narration, Synonym ইত্যাদি), সেগুলো সমাধান করার পাশাপাশি ভালো কোন গ্রামার বই থেকে ওই বিষয়গুলো আরও বিস্মারিত পড়তে হবে।

গাণিতিক সমস্যা:

পদার্থ এবং রসায়নের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিগত দশ বছরে আসা নিয়মগুলো দেখুন। উদাহরণের গাণিতিক সমস্যাগুলোর নিয়ম ভালো করে রপ্ত করুন।

পদার্থ (১ম+২য় পত্র) রসায়ন (১ম+২য় পত্র), জীববিজ্ঞান (১ম+২য় পত্র): ধরা যাক আমাদের হাতে এখন থেকে মোট ৯০দিন সময় আছে। চেষ্টা করতে হবে যেন আগামী ২৬.৩০ দিনের মধ্যে প্রথমবার সিলেবাস মেষ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যারা একের অধিক কোচিং করছেন বা একটি কোচিং-এর পড়ার রুটিন এবং নিয়ম অনুসরণ করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব না-ও হতে পারে। একবার সিলেবাস শেষ হলে পুনরায় রিভিশন শুরু করুন। এক্ষেত্রে প্রতিটি বই ৪দিন করে ৬টি বই মোট ২৪ দিনে শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়বার সিলেবাস শেষ হলে প্রতিটি বই ৩দিন করে ৬টি বই মোট ১৮ দিনে শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। তৃতীয়বার সিলেবাস শেষ হলে প্রতিটি বই ২ দিন করে ৬টি বই মোট ১২ দিনে শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে যত বেশি রিভিশন দেয়া যাবে, ততই ৬টি বই হাতের মুঠোয় চলে আসবে। মনে রাখতে জবে, প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার সিলেবাস শেষ করে অনেকে হতাশায় ভুগছেন, কেননা বেশির ভাগ তথ্যই মাথায় থাকেনা। এখানে হতাশ হলে চলবেনা। ধৈর্য্য ধরে বার বার সিলেবাস রিভিশন দিতে থাকতে হবে।

প্রথমবার সিলেবাস শেষ করার জন্য প্রতিদিন নিমোক্ত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে:

১. প্রতিদিন ছয়টি বইয়ের যেকোন একটির কমপক্ষে ৩-৪ টি অধ্যায় পড়ে শেষ করতে হবে।

২. পাঠ্য বইয়ের যে কোন একটি অধ্যায়ের দাগানো অংশ (লাল কালি দিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট, নীল কালি দিয়ে বাকী অংশ) + ওই অধ্যায়ের রয়্যাল গাইডের প্রশ্নের ব্যাখ্যা মুখস্থ +ওই অধ্যায়ের রেটিনা গাইডের প্রশ্নসহ ব্যাখ্যা মুখস্থ। এই নিয়মে চারটি অধ্যায়ের পাঠ্য বইয়ের দাগগুলো অংশ+রয়েল+রেটিনা গাইড মুখস্থ করে ফেলতে হবে।

৩. পড়ার সময় নিজস্ব নোট করে পড়তে পারলে ভালো হয়। তবে সময় খুব কম। তাই পাঠ্য বই/রয়েল/রেটিনা/অন্যকোন হ্যান্ডনোট-যে কোন একটির ভেতরে কোন একটি অধ্যায়ের সব তথ্য একত্রিত করতে পারলে সেটি "নিজস্ব নোট" হবে। প্রথমবার সিলেবাস শেষ করার পর ওই 'নিজস্ব নোট" টি পড়লেই চলবে, একগাদা বই খুলে বসার দরকার নেই তখন।

৪. বিগত বছরের মেডিকেল এবং ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করতে হবে। প্রতিদিন ২০০ প্রশ্নের উত্তর গাইড বই দেখে দাগিয়ে সোজা মুখস্থ করে ফেলতে হবে এবং বিগত দশ বছরের এই প্রশ্ন সম্ভার বার বার রিভিশন দিতে হবে।

৫. প্রতিদিন ৩-৪ টি অধ্যায়ের পাশাপাশি ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান উপরের নিয়মে পড়তে হবে।

৬. প্রতিদিনের জন্য একটি লগ মেইনটেইন করুন। অর্থাৎ প্রতিদিন যতটুকুন পড়া শেষ হলো, তা লিখে রাখুন। এতে করে কতটুকু সিলেবাস বাকী আছে, তা এক নজরে দেখে নেয়া যাবে।

কিভাবে বই দাগিয়ে পড়বেন?

১. পাঠ্য বইয়ের যেকোন একটি অধ্যায়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে/প্যারাকে লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে ফেলুন। যেমন: রসায়ন ২য় পত্রের কোব বিক্রিয়া, রাইমারটাইম্যান বিক্রিয়া, উটজ ফিটিগ বিক্রিয়া ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরকম খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একটি অধ্যায়ে শুরু করার সাথে সাথে আগে পড়ে ফেলুন। তারপর কম গুরুত্বপূর্ণ বিয়ষগুলো লাইন বাই লাইন দাগান। বই দাগানোর সময় রয়েল/রেটিনার সাহায্য নিন। যেসব প্যারা থেকে বিগত বছরগুলোতে মেডিকেল এবং ডেন্টাল ভর্তির প্রশ্নসমূহ এসেছে, সেগুলো দাগিয়ে পড়ুন।

২. এক একটি অধ্যায় শেষে 'এ অধ্যায় থেকে আমরা যা শিখলাম'/গ বিভাগ/এম.মি.কিউ প্রশ্ন ইত্যাদিও পড়ে ফেলুন।

ভর্তি ফরম কোথা থেকে তুলবেন?

সার্কুলেশন আসার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে একদম ভোর থাকতেই বের হয়ে পড়ুন। কারণ বেলা বাড়ার সাথে সাথে

কি কি কাগজ ভর্তি ফরম জমা দেবার সময় লাগবে?

১. সঠিক ভাবে পূরণকৃত ভর্তি ফরম।

২. এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি।

৩. পাসপোর্ট সাইজ ছবি (সত্যায়িত)।

৪. উপজেলা চেয়ারম্যান /ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্রের সত্যায়িত কপি।

ফাইনাল পরীক্ষার আগের দিন কি করবেন:

১. মূল পরীক্ষার কমপক্ষে ২ দিন আগে প্রিপারেশন শেষ করুন। ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগের দিনটিতে পড়া লেখা করার কোন দরকার নেই। রিল্যাক্স মুডে থাকুন। নিজের সিট কোথায় পড়লো, সেটা একবার দেখে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ ফাইনাল পরীক্ষার দিন সকালে তাহলে আর টেনশনে পড়তে হবে না।

২. পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ফাইনাল পরীক্ষার আগের রাতে আউট হয়েছে-এরকম খবরে বিচলিত হওয়া যাবে না। অমুক জায়গায় এত লাখ টাকায় প্রশ্নপত্র পাওয়া যাচ্ছে, অমুক মেডিকেল কলেজের ভাইয়ার কাছে সাজেশন আছে- এসব খবর থেকে যথা সম্ভব দূরে থাকতে হবে। ঠিক মতো প্রস্তুতি নেয়া থাকলে আপনিও পারবেন যুদ্ধের ময়দানে মেধা যুদ্ধে অন্যকে হারাতে, এখানে টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কিনে পরীক্ষা দেওয়াতে ক্রেডিটের কিছু নেই।

ফাইনাল পরীক্ষার দিন কি করবেন:

১. যেখানে আপনার সিট পড়েছে, সেই হল খুলে দেবার সাথে সাথেই ঢুকে পড়ুন। ধীরস্থির হয়ে বসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন বল পয়েন্ট কলম, পেন্সিল, ইরেজার, প্রবেশপত্র, ক্যালকুলেটর (যদি নিতে দেয়) টেবিলে রেখে পরীক্ষক প্রশ্নপত্র আপনাকে দেবার পর সাবধানে নির্ধারিত ঘরগুলো পূরণ করুন। কোন অবস্থাতেই যেন ও এম.আর ফরমের নির্ধারিত ঘরগুলো পূরণে ভুল না হয়।

২. প্রথম দিকে বেশিরভাগ এম.সি.কিউ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলতে হবে।

৩. শেষ ১০-১৫ মিনিট রিভিশন এবং উত্তর না দেয়া প্রশ্নগুলো সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।

৪. কোন একটি প্রশ্ন না পারলে সেটির পিছনে অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না।

শেষ কথা:

স্বাস্থ্যসেবায় ভালো ডাক্তারের অভাব শুধু বাংলাদেশেই নয়, বরং সারা বিশ্বেই রয়েছে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেবার আগে সবার চোখে স্বপ্ন থাকে একজন ভালো ডাক্তার হবার। যারা চান্স পান, তারাও অনেক আগ্রহ নিয়ে মেডিকেল সায়েন্স পড়া শুরু করেন। কিন্তু ছাত্র জীবন শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর বাস্তব চিত্রটি কিন্তু অন্যরকম।

সবার পরীক্ষা যেন অনেক অনেক ভালো হয়, সবাই যেন বাংলাদেশের নামকরা মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি সুযোগ পেয়ে ভবিষ্যৎ বাংলা গড়ার কারিগর হতে পারেন, তার জন্য শুভ কামনা রইল।

ছোট গল্প

আমার মা

আমার মার একটি চোখ ছিল না। আমি তাকে দেখতেই পারতাম না। সব জায়গাতেই তার জন্য আমার লজ্জা পেতে হত। তার বিদঘুটে চেহারা দোখে সবাই আমাকে উপহাস করত।

আমি সবসময়ই বলতাম যে তুমি মরতে পারনা?? তোমার জন্য আর কত হাস্যকর পাত্রে পরিণত হব আমি??

যাই হোক, এক সময় আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাহিরে পড়তে গেলাম। সেখানে সফল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি বিয়ে করলাম। আমি আমার স্ত্রী আর ২টি মেয়ে নিয়ে বেশ ভালই সুখে ছিলাম।

একদিন মা আমার সাথে দেখা করার জন্য আসলেন। এত বছরের মধ্যে আমার অথবা আমার পরিবারের কারো সাথে মার দেখা হয়নি। মা দরজার সামনে দাঁড়ালেন, তখন আমার সন্তানেরা তাকে দেখে হেসে ফেলল। আমি লজ্জায় তখন তাকে ধমক দিয়ে বললাম, "কে আপনি? এখানে কেন এসেছেন? আপনার সাহস কত যে আপনি আমার সন্তানদের ভয় দেখাচ্ছেন?"

মা বুঝতে পেরে বলল, ওহ! দুখিত । আমি ভুল জায়গায় এসেছি।

একসময় আমি এক নিকট প্রতিবেশীর কাছে খবর পেলাম যে আমার মা মারা গেছে। আমার মাঝে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হল না। আমি গেলাম আমাদের সেই পুরানো বাড়িতে।

একজন আমাকে একটি চিঠি দিয়ে বলল যে আমার মা আমার কাছে দিতে বলেছেন।

আমি চিঠিটি পড়া শুরু করলাম।?

"আমার প্রাণপ্রিয় পুত্র,

আমি সবসময় তোমাকে নিয়েই ভাবি। আমি অতিশয় লজ্জিত যে আমি তোমার সন্তানদের ভয় দেখিয়েছিলাম।

আমি খুবই দু:খিত যে আমি সবসময়ই তোমাকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছি।

দেখ, আসলে তুমি ছোট বেলায় খুবই ভয়ংকর এক্সিডেন্ট করেছিলে, যার জন্য তোমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। মা হিসেবে আমি তা মানতে পারিনি।

তাই আমি তোমাকে আমার একটি চোখ দিয়ে দিই।

আমি মা হিসেবে খুবই আনন্দিত যে আমার ছেলে এই দুনিয়াকে প্রাণ ভরে দেখছে।

তোমাকে আমি অনেক ভালবাসি।

-তোমার মা।"

(সংগৃহীত)

ঠাকুরগাঁও-এর আঞ্চলিক ভাষার Grammar

মফিজুল ইসলাম (কানাডা প্রবাসী)

অনেক দিন ধর আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিনি, অনেক কিছু ভূলেও গেছি। এ সব কি আজ সটিকভাবে লেখা সম্ভব হবে? আশা করি, আগ্রহীরা সবাই ভুল-ত্রুটি সংমোধনে সাহায্য করবেন; ধন্যবাদ।

1st person singular number: মুই/(আমি)
1st person plural number: হামরা/(আমরা)
2nd person singular number: তুই/(তুমি)
2nd person plural number: তুমরা, তমরা/তোমরা, আপনারা)
3rd person singular number: উয়া/ (সে)
3rd person plural number: ওমারা/ (তারা, তারা/উনারা)

সেই অনুসারে: মোক.....হামাক, তোক.....তমহাক.....উয়াক.....ওমহাক

. ক্রিয়াপদ- পারা

i. (a) Present tense/simple affirmative sentence/

1) Present indefinite:
মুই পারু.....হামরা পারি
তুই পারিস..... তুমরা পারো/তমরা পারেন
উয়া পারে..... ওমরা পারে/ পারেন

2) Present Continuous:
মুই পারছু.....হামরা পারছি
তুই পারছিস..... তুমরা পারছো/তমরা পারছেন
উয়া পারছে..... ওমরা পারছে/পারছেন

3) Present perfect:
মুই পারিছু.....হামরা পারিছি
তুই পারিছিস.....তুমরা পারিছো/তমরা পারিছেন
উয়া পারিছে..... ওমরা পারিছে/পারিছেন

4) Present perfect continuous:
মুই (.....নাগাত/যাবৎ) পারে আসচু.....হামরা (.....নাগাত/বাব) পারে আসছি
তুই (.....নাগাত/যাবৎ) পারে আসচিস.....তুমরা (.....নাগাত/বাযৎ) পারে আসচো/তমরা (.....নাগাত/যাবৎ) পারে আসচেন
উয়া (.....নাগাত/যাবৎ) পারে আসচে.....ওমরা (.....নাগাত/যাবৎ) পারে আসচে/আসচেন
(*এখানে নাগাত বা যাবৎ কথাটা ব্যবহার করা হবে, কারণ কাজটা অনেকক্ষণ বা অনেক সময় ধরে চলছে 1)

i. (b) Present tense/negative sentence/

1) Present indefinite:
মুই পারু না.....হামরা পারি না
তুই পারিস না..... তুমরা পারো না/তমরা পারেন না
উয়া পারে না.....ওমরা পারে না/পারেন না

2) Present continuous:
মুই নি পারছু.....হামরা নি পারছি
তুই নি পারছিস..... তুমরা নি পারছো/তমরা নি পারছেন
উয়া নি পারছে.....ওমরা নি পারছে /নি পারছেন

3) Present perfect:
মুই পারুনি.....হামরা পারিনি
তুই পারিস নি..... তুমরা পারেনি/তমরা পারেন নি
উয়া পারেনি..... ওমরা পারেনি/পারেন নি

4) Present perfect continuous:
মুই (....নাগাত/যাবৎ) পারে অসুনি.....হামরা (.....নাগাত/যাবৎ) পারে আসিনি
তুই (.....নাগাত/যাবৎ)পারে আসিস নি..... তুমরা (....নাগাত/যাবৎ) পারে আসো নি/
মতরা
(...নাগাত/যাবৎ) পারে আসেন নি
উয়া (...নাগাত/যাবৎ) পারে আরে আসে নি.....ওমরা (...নাগাত/যাবৎ) পারে নাসছে/আসেন নি

i. (c) Present tense/interrogative sentence/

1) Present indefinite:
মুই কি পারু?.....হামরা কি পারি?
তুই কি পারিস? .....তুমরা কি পারো/তমরা কি পারেন
উয়া কি পারে? .....ওমরা কি পারে/পারেন?

2. Present continuous:
মুই কি পারছু? ..... হামরা কি পারছি?
তুই পারছিস? ..... তুমরা কি পারছো/তমরা কি পারছেন?
উয়া কি পারছে? .... ওমরা কি পারছে/পারছেন?

3. Present perfect:
মুই কি পারিছু..... হামরা কি পারিছি?
তুই কি পারিছিস? ..... তুমরা কি পারিছো /তমরা কি পারিছেন?
উয়া কি পারিছে? .....ওমরা কি পারিছে/পারিছেন?

4. Present perfect continuous:
মুই কি (...নাগাত/যাবৎ) আরে আসচু? .....হামরা কি (.....নগাত/যাবৎ) পারে আসচি?
তুই কি (...নাগাত/যাবৎ) পারে আসচিস? .....তুমরা কি (নাগত যাবৎ) পারে আসচো
উয়া কি (...নাগাত/যাবৎ) পারে আসচে? .....ওমরা কি (...নাগাত/যাবৎ) পারে আসচে/আসচেন?

ii. (a) Past tense/simple affirmative sentence/

1) Past indefinite:

মুই পারিনু.....হামরা পারিনো

তুই পারিলো..... তুমরা পারেলো/তমরা পারিলেন

উয়া পারিল.....ওমরা পারিল /পারিলেন

2) Present continuous:

মুই পারছিনু.....হামরা পারছিনো

তুই পারছিলো..... তমরা পারছিলো/পারছিলেন

উয়া পরছিল.....ওমরা পারিছিল/পারছিলেন

3) Past perfect:

মুই পারিছিনু.....হামরা পারিছিনো

তুই পারিছিলো..... তুমরা পারিছিলো/তমরা পাপারিছিলেন

উয়া পারেছিল..... ওমরা পারিছিল/পারিছিলেন

4) Past perfect continuous:

মুই (....নাগাত) পারে আসচিনু.....হামরা (...নাগাত) পারে আসচিনো

তুই (...নাগাত)পারে আসচিলেন..... তুমরা (...নাগাত) পারে আসচিলো/

মতরা (...নাগাত) পারে আসচিলেন

উয়া (...নাগাত) পারে আসচিল.....ওমরা (...নাগাত) পারে আসছিল/আসছিলেন

(*এখানে নাগাত বা যাবৎ কথাটা ব্যবহার করা হবে, কারণ কাজটা অনেকক্ষণ বা অনেক সময় ধরে চলেআসছিল 1)

ii. (b) Past tense /negetive sentences/

1) Past indefinite:

মুই নি পারিনু.....হামরা কি পারিনো

তুই নি পারিলো .....তুমরা নি পারিলো/তমরা নি পারিলেন

উয়া নি পারিল .....ওমরা কি পারিল/নি পারিলেন

2) Past continuous:

মুই পারছিনু নি ..... হামরা পারছিনো নি

তুই পারছিলো নি ..... তুমরা পারছিলো নি / পারছিলেন নি

উয়া পরছিল নি ..... ওমরা পারছিল নি / পারছিলেন নি

3. Past perfect:

মুই নি পারিছিনু.....হামরা নি পারিছিনো

তুই নি পারিছিলো ..... তুমরা নি পারিছিলো / তমরা নি পারিছিলেন

উয়া নি পারিছিল .....ওমরা নি পারিছিল / নি পারিছিলেন

4. Past perfect continuous:

মুই (...নাগাত) নি পারে আসচিনু .....হামরা (...নগাত) নি পারে আসচিনো

তুই (...নাগাত) নি পারে আসছিলো .....তুমরা (নাগত) নি পারে আসচিলো / তমরা

উয়া (...নাগাত) নি পারে আসচিল .....ওমরা (...নাগাত) নি পারে আসচিল / আসচিলেন

ii. (c) Past tense/interrogative sentence/

1) Past indefinite:

মুই কি পারিনু?.....হামরা কি পারিনো?

তুই নি পারিলো? .....তুমরা নি পারিলো / তমরা কি পারিলেন?

উয়া পারিল? .....ওমরা পারিল / পারিলেন?

2) Past continuous:

মুই কি পারছিনু ..... হামরা কি পারছিনো?

তুই কি পারছিলো ..... তুমরা কি পারছিলো / তমরা কি পারিলেন?

উয়া পারিল? ..... ওমরা পারিল / পারিলেন?

3. Past perfect:

মুই কি পারিছিনু?.....হামরা কি পারিছিনো?

তুই কি পারিছিলো? ..... তুমরা কি পারিছিলো / তমরা কি পারিছিলেন?

উয়া কি পারছিল? .....ওমরা কি পারছিল / পারছিলেন?

4. Past perfect continuous:

মুই কি (...নাগাত) পারে আসচিনু? .....হামরা কি (...নগাত) পারে আসচিনো?

তুই কি (...নাগাত) পারে আসছিলো? .....তুমরা (নাগত) পারে আসচিলো / তমরা কি

(...নাগাত) পারে আসছিলেন?

উয়া কি (...নাগাত) পারে আসচিল? .....ওমরা কি? (...নাগাত) পারে আসচিল / আসচিলেন?

iii. (a) Future tense/simple affirmative sentence/

1) Future indefinite:

মুই পারিম.....হামরা পারিনো

তুই পারিবো .....তুমরা পারিবো / তমরা পারিবেন

উয়া পারিবে .....ওমরা পারিবে / পারিবেন

2) Future continuous:

মুই পারে থাকিম..... হামরা পারে থাকিমো

তুই পারে থাকিবো..... তুমরা পারে থাকিবো / তমরা পারে থাকিবেন

উয়া পারিবা থাকিবে ..... ওমরা পারিবা থাকিবে / থাকিবেন

3. Future perfect:

মুই পারিবা থাকিম.....হামরা পারিবা থাকিমো

তুই পারিবা থাকিবো ..... তুমরা পারিবা থাকিবো / তমরা পারিবা থাকিবেন

উয়া পারিবা থাকিবে.....ওমরা পারিবা থাকিবে / থাকিবেন

4. Future perfect continuous:

মুই (...নাগাত) পারে থাকিম .....হামরা (...নগাত) পারে থাকিমো

তুই (...নাগাত) পারে থাকিম.....তুমরা (নাগত) পারে থাকিবো / তমরা (...লাগাত)

পার থাকিবেন

উয়া (...নাগাত) পারে থাকিবে.....ওমরা (...নাগাত) পারে থাকিবে/ থাকিবেন

iii. (b) Future tense /negetive sentences/

1) Future indefinite:

মুই পারিম নি.....হামরা পারিমো নি

তুই পারিবো নি.....তুমরা পারিবো নি / তমরা পারিবেন নি

উয়া পারিবে নি .....ওমরা পারিবে নি / পারিবেন নি

2) Future continuous:

মুই পারিম নি..... হামরা পারছিমো নি

তুই পারছিলো নি ..... তুমরা পারছিবো নি / তমরা পারে

উয়া পারে থাকিবে নি ..... ওমরা পারে থাকিবে নি / থাকিবেন নাই

3. Future perfect:

মুই নি পারিবা .....হামরা নি পারিবা থাকিমো

তুই নি পারিবা থাকিবো ..... তুমরা নি পারিবা থাকিবো / তমরা পারিবা থাকিলেন নাই

উয়া নি পারিবা থাকিবে .....ওমরা নি পারিবা থাকিবে / থাকিবেন নাই

4. Future perfect continous:

মুই (...নাগাত) পারে থাকিম নি .....হামরা (...নগাত) পারে থাকিমো নি

তুই (...নাগাত) পারে থাকিবো নি .....তুমরা (নাগত) পারে থাকিবো নি / তমরা

(...নাগাত) পারে থাকিবো নাই

উয়া (...নাগাত) পারে থাকিবে নি .....ওমরা (...নাগাত) পারে থাকিবে নি / থাকিবেন নাই

iii. (c) Future tense/interrogative sentence/

1) Future indefinite:

মুই কি পারিম?.....হামরা কি পারিমো?

তুই নি পারিবো? .....তুমরা নি পারিবো / তমরা কি পারিবেন?

উয়া পারিবে? .....ওমরা পারিবে / পারিবেন?

2) Future continuous:

মুই কি পারে থাকিম? ..... হামরা কি থাকিমো?

তুই কি পারে থাকিবো? ..... তুমরা কি থাকিবো / তমরা কি পারিবেন?

উয়া কি পারে থাকিবে? ..... ওমরা কি পারে থাকিবে / পারিবেন?

মুই কি পাবিরা থাকিম? ---------- হামরা কি পারিবা থাকিমো?

তুই কি পারিবা থাকিবো? ---------- তুমরা কি পারিবা থাকিবো/তমরা কি পারিবা

থাকিবেন?

উয়া কি পারিবা থাকিবে?---------- ওমরা কি পারিবা থাকিবে/থাকিবেন?

4) Future perfect continuous:

মুই কি (.....নাগাত) পারে থাকিম?.....হামরা কি? (.....নাগাত) পারে থাকিমো?

তুই কি (.....নাগাত) পারে থাকিবো? .....তুমরা কি (.....নাগাত) পারে থাকিবো/তমরা কি

(.....নাগাত) পারে থাকিবেন?

উয়া কি (.....নাগাত) পারে থাকিবে?.....ওমরা কি (....নাগাত) পারে থাকিবে/থাকিবেন?

(সংযোজিত হতে থাকবে.....

পরিবর্তনের শপথ নিয়ে ipositive এর দৃপ্ত পথচলা

তরুণরাই জাতির প্রাণশক্তি। সমাজ তথাদেশের সকল উন্নয়নমূলক কাজে তরুণদের অংশগ্রহণসেই উন্নয়নকে করে তরান্বিত ও ফলপ্রসু। তরুণরাই পারে সকল সামাজিক অংশগতিকে দূরে ঠেলে সমাজকে নব আলোয় উজ্জীবিত করতে। তর"ণরাই গাইতে পারে জীবনের জয়গান, গড়তে পারে পৃথিবীকে সুন্দর বাসযোগ্য স্থান হিসেবে। ঠিক তেমনই পীরগঞ্জের একদল স্বপ্নবাজ ও প্রগতিশীল তর"ণের স্বপ্নের ফসল হিসেবে শুরু হয় ipositive এর পথচলা।

মূলতঃ পীরগঞ্জ পাইলট উ"চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন এসএসসি ব্যাচগুলোর শিার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এমন একটি সংগঠন তৈরীর পরিকল্পনা মনের মাঝে উঁকিদেয়।সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দান করার জন্য কয়েকজন তর"ণ মিলে একটি সমাজসেবা মূলক সংগঠনতৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারাসেই সংগঠনের নাম দেয় ipositive' ।

ipositive অর্থ হলো আমি পজিটিভ বা ''ইতিবাচক চিন্তাধারার অধিকারী''। সকল উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক মনোভাব ও প্রচেষ্টা। এর এ সকল কিছু করতে গেলে সবার আগে নিজেকে ইতিবাচক চিন্তাধারার অধিকারী হতে হয়। তাহলেইদেশ ও সমাজের জন্য Positive বা ইতিবাচক বা উন্নয়নমূলক কিছু করা সম্ভব।

রঢ়ড়ংরঃরাব এর মূল উদ্দেশ্য হলো পীরগঞ্জের সামাজিক কল্যাণের জন্য এ যুব সমাজকে একত্রিত করা। ipositive এর অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে সহায়তা করা,মেডিক্যাল ক্যাম্প, রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ, কৃতি সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রিক্রিয়েশন ট্যুর, এলামনাই এসোসিয়েশন অন্যতম। সেই লক্ষ্যে রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে i+ এর পথচলা শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নববর্ষের ক্যালেন্ডার বিতরণ, বাংলা নববর্ষ উদযাপন, শিার্থীদের মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ, ঘূর্ণিঝড় কবলিত অঞ্চলে ভেঙ্গে পড়া বিদ্যালয় মেরামতের জন্য তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, কৃতি শিার্থী সংবর্ধনা, দরিদ্র শিার্থীদের পড়াশুনার দায়িত্ব গ্রহণ ও মাদক বিরোধী বিলবোর্ড স্থাপনের মধ্য দিয়ে ipositive এর জঅগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

ipositive এর বিগত কর্মকান্ডের উপর একনজর ঃ

এই গ্যালাক্সি টি কি আসলেই রাক্ষস গ্যালাক্সি???

বিশাল গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডা ক্রমশ বিশালতর হচ্ছে এই বিষয়টি অনেক আগেই আবিস্কৃত হয়েছিলো। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বড় হওয়ার এই প্রক্রিয়ায় অ্যান্ড্রোমিডা তার আশপাশের অন্যান্য সব ছোট গ্যালক্সির নক্ষত্রও নাকি খেয়ে ফেলছে। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা যখন অ্যান্ড্রোমিডার বিভিন্ন অংশের ছবি নিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন তারা আবিষ্কার করেন যে, এতে এমন সব জোতিষ্ক রয়েছে যা আসলে অন্য সব গ্যালাক্সির হজম হয়ে যাওয়া অংশ। বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী 'নেচার'-এ বিজ্ঞানীরা তাদের এই সাম্প্রতিক আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেছেন। সংবাদ মাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, অ্যান্ড্রোমিডার এই স্বভাব আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণার মধ্যে ছিলো, তবে এ বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিজ্ঞানীদেরকে অ্যান্ড্রোমিডা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র দিয়েছে। জানা গেছে, বিজ্ঞানীদের পক্ষে এই প্রথমবারের মতোই অ্যান্ড্রোমিডা র প্রান্তসীমা ভালো করে প্রত্যক্ষণ করা সম্ভব হলো। এর ফলে তারা সেখানে এমন সব নক্ষত্রের খোঁজ পেয়েছেন যার জন্ম অ্যান্ড্রোমিডায় হয়নি।

ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ণ অন্টারিও-র অধ্যাপক ও জ্যোতির্বিদ পলিন বার্বি বলেন, 'ওই সব তারার আবর্তনের প্যাটার্ন থেকেই আসলে তাদের জন্ম কোন গ্যালাক্সিতে' সেই খোঁজটি পাওয়া যাচ্ছে।' তিনি বলেন, ' অ্যান্ড্রোমিডার তারাগুলো এতো কাছাকাছি অবস্থান করছে যে, এদের প্রতিটি তারাকেই সনাক্ত করা বেশ সহজ'। 'এবং কিছু তারা, যাদের অরবিট দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, ওই তারাগুলো আসলে জন্ম থেকেই ওখানে ছিলো না'। বলেছেন পলিন। জানা গেছে, আমাদের পৃথিবী থেকে ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অ্যান্ড্রোমিডা আজও বাড়ছে। গবেষকরা আরো দেখেছেন, অ্যান্ড্রোমিডার কাছাকছি এক ঝাঁক নক্ষত্র ক্রমশ' 'ট্রাইয়াঙ্গুলাম' নামের গ্যালক্সি থেকে সরে রাক্ষসী এক মায়ায়ই যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে অ্যান্ড্রোমিডার দিকেই। গবেষক দলের অন্যতম সদস্য ড. স্কট চ্যাপম্যান বলেন 'একসময় এই দুইটি গ্যালাক্সির একসঙ্গে মিশে যাওয়টাও বিচিত্র কিছুই নয়। তিনি আরো বলেন, 'একটি অদ্ভুত বিষয় হলো কোনো একটি গ্যলাক্সির জন্ম এবং মৃত্যু; প্রায় একই রকমেরই একটি প্রক্রিয়া।' নিকোলাই জিনেডিন নামে অপর একজন গবেষক যিনি গ্যালাক্সি বিষয়ক ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত নন, তিনি এই পর্যবেক্ষনকে বলেছেন 'নক্ষত্ররাজির প্রত্নতত্ব যেন হালে বাতাস পেল'।

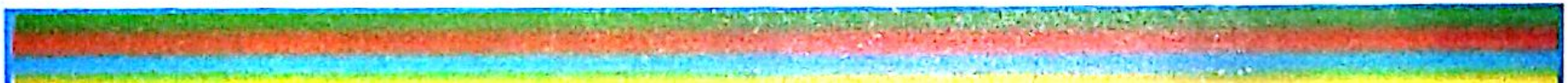

Uranus ও Neptune

Uranus ও Neptune গ্রহ আবিষ্কারের পর থেকেই জ্যোতির্বিদরা দেখতে পান যে, এই গ্রহ দুটোর কক্ষপথে কিছু গরমিল আছে। তাঁরা মনে করেন Uranus ও Neptune গ্রহতৃতীয় আরেকটি গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৩০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী জ্যোতির্বিদ Clyde Tombaguh (তিনি ছিলেন ঐ সময়েল শীর্ষস্থানীয় জ্যোতির্বিদদের একজন) কর্তৃক Pluto (নরকের দেবতা)। আবিষ্কারের পর ভাবা হয়েছিল ওই দুটো গ্রহের উপর Pluto-র হয়তো প্রভাব আছে। Pluto -র আকার এত বড় নয় যে তা Uranus ও Neptune গ্রহের কক্ষপথের উপর প্রভাব ফেলবে। তাঁরা মনে করেন Ploto-র কক্ষপথের বাইরে আরেকটি গ্রহ রয়েছে যা দ্বারা ওই গ্রহ দুটো প্রভাবিত হয়। তাঁরা সেই নতুন কাল্পনিক গ্রহটির নাম দেন Planet-X1

Uranus

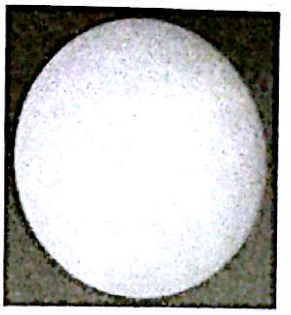

Neptune

Neptune গ্রহের পরবর্তী সৌরজগতের অংশকে বলা হয় Trans-Neptunian Area এই Trans-Neptunian Area ১৯৯২৫ সালের আগ পর্যন্ত একমাত্র Pluto র উপগ্রহ Charon ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে Kuiper belt, অংশে যখন নতুন গ্রহ Sedna-র দেখামেলে। তখন সবাই ধরে নিয়েছিল এটাই Planet-X! ২০০৫ সালে জ্যোতির্বিদ Mike Brown-এর নেতৃত্বে আবিস্কৃত হয় নতুন গ্রহ 2003 UB313 (পরবর্তীতে নাম দেয়া হয় Eris) কিন্তু ২০০৬ সালের ২৪ আগষ্ট জ্যোতির্বিদ গ্রহের কাতার থেকে নাম খারিজ করে দেন Pluto ও Erise-এর এদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় Minor বা Dwarf Planet শ্রেণীতে । এরপর একে একে Trans-Neptune object (TNO) হিসেবে আবিস্কার হয়। Makemake, Quaoar, Varuna, Humea, Orcus, 2007 OR10 এবং এরাও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারাণা মতে তথাকথিত Plane-X নয় যারা Uranus ও Neptune গ্রহকে প্রভাবিত করতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ জ্যোতির্বিদের ধারণা Planet-X শুধুমাত্র তাত্বিক ভাবে রয়েছে রয়েছে যার কোন অস্তিত্বই নেই। ১৮৯৪ সালে জ্যোতির্বিদ Percival Lowell, এই Planet-X সম্পর্কে ধারণা দেন। তারপরেও অনেক জ্যোতির্বিদের ধারণা Planet-X খুঁজে পাওয়া যাবেই। নয়তো অনাবিস্কৃত থেকে যাবে Uranus ও Neptune গ্রহ দুটোর কক্ষপথের গরমিলের হিসেব।

ব্ল্যাক হোল

মহাবিশ্বের সবচাইতে রহস্যময় বস্তু হল ব্ল্যাক হোল। মহাবিশ্বের কিছু স্থান আছে যা এমন শক্তিশালী মহাকর্ষ বল তৈরি করে যে এটি তার কাছাকাছি চলে আসা যেকোন বস্তুকে টেনে নিয়ে যায়, হোক তা কোন গ্রহ, ধুমকেতু বা স্পেসক্রাফট, তাই ব্ল্যাক হোল। পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার এর নাম দেন ব্ল্যাক হোল। কেন? কারণ ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষ বল এতই বেশি যে এর আকর্ষন থেকে এমনকি আলোও (ফোটন) বের হয়ে আসতে পারে না। ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন তার জেনারেল রিলেটিভিটি তত্তদিয়ে ধারণা করেন ব্ল্যাক হোল থাকা সম্ভব। আর মাত্র ১৯৯৪ সালে এসে নভোচারিরা প্রমাশ করেন আসলেই ব্ল্যাক হোল আছে। এটি কোন সাইন্স ফিকশন নয়।

জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল শোয়ার্জস্কাইল্ড ১৯১৬ সালেই দেখান যে কোন তারকা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হতে পারে। সূর্যের ব্যাসার্ধ (৮৬৪,৯৫ মাইল) যদি কমতে কমতে সঙ্কুচিত হয়ে ১.৯ মাইলে পরিণত হয় তাহলে সূর্যও ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে। তিনি ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্থ মাপতে সক্ষম হন। ঘটনা দিগন্ত হল কোন এলাকা ব্যাপী ব্ল্যাক হোলের প্রভাব থাকবে, সেই এলাকার ব্যাসার্ধ। বিজ্ঞানীরা প্রথম Cygnus X-1 নামক তারকারাজি থেকে মাত্রাতিরিক্ত এক্সরে রেডিয়েশন বেরুচ্ছে খেয়াল করেন। ১৯৭১ সালে বিশ্বের প্রথম এক্সরে স্যাটেলাইট এই এক্সরে রেডিয়েশনের মূল সূত্র বের করে হতবাক হয়ে দেখেন এটা একটা অতি বৃহৎ কিন্তু অদৃশ্য বস্তু থেকে আসছে। চতুর্মাত্রিক মহাবিশ্বের দ্বিমাত্রিক চিত্রায়ন করার চেষ্টা ব্ল্যাক হোলের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এর চারপাশে যখন আকর্ষিত গ্যালক্সি এসে পড়ে তখন এটি গ্যালাক্সি বা যেকোন মহাজাগতিক বস্তুকে স্পাইরাল একটা ওয়ে (WAY) তে শূষে নিতে থাকে। এটা অনেকটা এমন যে একটা টেবিলের মাঝখানে ফুটো করে সেই ফুটোটা যদি টেবিলের লেভেল থেকে একটু নিচে থাকে তাহলে একটা বল টেবিলে ছেড়ে দিলে তা ঘুরতে ঘুরতে সেই ফুটোতে পতিত হবে এক সময় । ব্ল্যাক হোল একটা গ্যালাক্সিকে শূষে নিচ্ছে । ব্ল্যাক হোল আসলে মৃত তারকা। তারকা মানে হল উজ্জ্বল নক্ষত্র। যাদের আলো আছে। যেমন-সূর্য। ভারতের অসাধারণ মেধাসম্পন্ন বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর সুব্রাহ্মণ কোন তারা ব্ল্যাক হোল পেতে পারে তার একটা সীমা ঠিক করে দিয়েছেন। তা হল সূর্যের ভরের ১.৫ ভাগ বেশি ভরের সব তারা নিজেদের জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে নিজেদের ভরে নিজেরাই সঙ্কুচিত হয়ে সসীম আয়তন কিন্তু অসীম ঘনত্বের ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে। বাকিরা পালসার বা নিউট্রন তারকা হবে।

সুপার নোভা কি?

সুপারনোভা এক ধরণের নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ যা প্রচন্ড উজ্জ্বল এবং এত বেশি আলো উদাগিরিত করে যে তা একটি সম্পূর্ণ গ্যালাক্সির উজ্জ্বলতাকে প্রায়ই ছাড়িয়ে যায়। এ অবস্থা কয়েক সপ্তাহ বা মাস ব্যাপী চলে। এত অল্প সময়ে একটি সুপারনোভা এত বেশি শক্তি নির্গত করতে পারে যে তা আমাদের সূর্য হয়ত তারা সারাজীবনেও নির্গত করতে পারবে না। সুপারনোভা বিস্ফোরনের সময় এর অভ্যন্তরস্থ তারার সমস্ত পদার্থকে সেকেন্ড প্রায় ৩০০০০ কি.মি বেগে বাহিরের দিকে ছুড়ে মারে। আসে পাশে অবস্থিত সকল অন্ত-নাক্ষত্রিক মাধ্যমগুলোতে প্রচন্ড শক ওয়েব বয়ে নিয়ে যায়। এ শক ওয়েব কয়েক আলোক বর্ষ দূর পর্যন্ত সুপারনেভা বিস্ফোরনের ধূলাবালি ও ধোয়া বয়ে নেয়।

সুপারনোভার বিস্ফোরণ সাধারণত দুইভাবে ঘটে। নক্ষত্রগুলো সাধারণত নিজেদের অভ্যন্তরে চলমান প্রচন্ড নিউক্লিয়ার ফিউশানের ফলে উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হতে চেষ্টা করে অপর দিকে নক্ষত্রগুলোর নিজস্ব মহাকর্ষ বল এদের বহির্ভাগকে টেনে কেন্দ্রের দিকে নেয়ার চেষ্টা করে। এ দুটি বলের ভারসাম্যের কারণেই প্রকৃত পক্ষে কোন নক্ষত্র টিকে থাকে। কিন্তু যখন নক্ষত্রের অভ্যন্তরের নিউক্লিয়ার ফিউশান চলার মত আর কোন জ্বালানি থাকেনা তখন এটি প্রচন্ড বেগে নিজের মহাকর্ষের টানে চুপষে যেতে থাকে ফলে প্রচন্ড বিস্ফোরেনের মাধ্যমে এর বাহিরের পদার্থগুলোকে বের করে দেয়। এ বিস্ফোরণই সুপারনোভা। আমাদের মিল্কি-ওয়ের মত সাইজের গ্যালাক্সিতে প্রতি ৫০ বছরে একটি করে সুপারনোভা সংঘটিত হতে পারে।

দ্বিতীয় সূর্য দেখবে পৃথিবীবাসি !!!

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা জানিয়েছেন চলতি বছরেই হয়তো পৃথিবীবাসী নতুন একটি নক্ষত্রের সাক্ষাৎ পেতে যাচ্ছে। সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র সূর্য ছাড়াও পৃথিবীকে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ আলোকিত করে রাখবে আরেকটি নক্ষত্র।

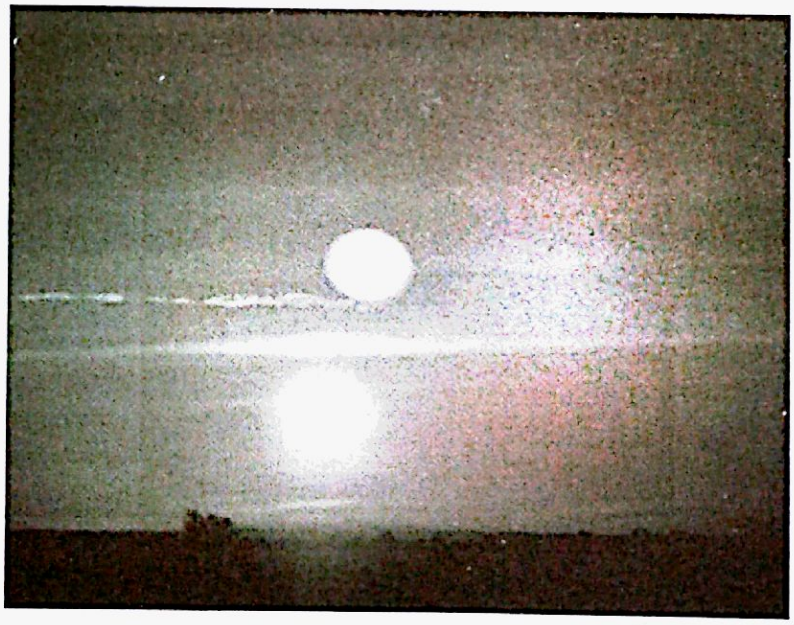

ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ণ কুইন্সল্যান্ডের গবেষকরা জানিয়েছেন, এ বছরের শেষ দিকে পৃথিবী থেকে ৬৪০ আলোকবর্ষ দূরের অরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জ বেটেলগেজ নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হবে। লাল বামন এই নক্ষত্রটির বিস্ফোরণের ফলেই তৈরি হবে সুপারনোভা । সুপারনোভা বা নাক্ষত্রিক এই বিস্ফোরণই পৃথিবীতে রাতের আকাশকে আলোকিত করে রাখবে। আর পৃথিবাসী দুইটি সূর্য দেখবে। গবেষকরা আরো জানিয়েছেন, আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল এই নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হলে সেই বিস্ফোরণ হবে পৃথিবী তৈরির পর থেকে সবচেয়ে বড় আলোক প্রদর্শনী। আর আলোর এই বন্যায় পৃথিবীর রাতের আধার চলে যাবে এবং ২/৩ সপ্তাহ জুড়ে রাতের বেলাও দিনের আলো থাকবে। ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্স্যল্যান্ডের গবেষক ব্র্যাড কার্টার জানিয়েছেন, চলতি বছরের শেষদিকে সুপারনোভার এই বিস্ফোরণ ঘটার আশংকা রয়েছে আর যদি এমনটা না ঘটে তবে এই বিস্ফোরণ হতে হতে কয়েখ লাখ বছর পেরিয়ে যাবে। যারা মেক্সিকান দেবতা কোয়েৎকাজ কোয়াটল এর নাম শুনেছেন তারা এজটেকদের ইতিহাস পড়ে দেখতে পারেন। 2012 MOVIES এজটেক দের ইতিহাসের একটি বিশেষ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নির্মিত।

।। ও বন্ধু আমার ।।

মুজতবা আলী

অপরিচ্ছন্ন একটা হোটেল। হোটেলের এক কোনে অন্ধকার একটা কোনের টেবিলে বসে আছে দুজন লোক।

একজনের মুখে খোচা খোচা দাড়ি। গায়ে পাঞ্জাবী। হাতে পাটের তৈরি ব্যাগ। কবি কবি ভাব।

অন্যজন একদম ফিটফাট শার্ট প্যান্ট পরে আছে। কথা বলছে দুজনে।

"লেখালেখিটা মনে হয় ছেড়ে দিতে হবে রে"। বিমর্ষ কণ্ঠে বলল মোর্শেদ।

"মানে! কেন? দেখ দোস্ত্ম, তোর লেখালেখির হাত এককথায় অসাধারন। পিস্নজ ওটা ছাড়িস না" বলল এনামুল। "না রে দোস্ত্ম। পোষায় না। বাংলায় অর্নাস মাস্টাস করলাম, অনেক আশা ছিলো শিক্ষক হব। আমার শিক্ষার আলোয় শিক্ষিত হবে অনেকগুলো কচি মানুষ। তা আর হলো কোথায়? সব পরিড়্গায় প্রথম স্থান অধিকার করেও টাকার অভাবে চাকরি আর পেলাম না। ভেবেছিলাম একটা বই বের করলে কিছু টাকা আসবে হাতে।

সেটা দিয়েই ব্যবসা ধরবো। একণ দেখছি, তাও হবে নারে।" হতাশ কণ্ঠে বলল মোর্শেদ।

"কেনো হবে না?" জিজ্ঞেস করলো এনামুল।

"অনেক টাকা লাগবে রে। এতো টাকা আমার কাছে নেই।" বলল মোর্শেদ।

"তাতে কি? আমি আছি না? আমি তোকে টাকা দিব।" বলল এনামুল।

মুচকি হাসলো মোর্শেদ। অপরিচ্ছন্ন চাষের কাপে আরেকটা বার চুমুক দিয়ে শেষ করলো চা টা।

তারপর বললো "না রে। আমার এমনিতেই তোর কাছে অনেক দেনা পরে আছে। বাবা মারা যাবার পর তুই না থাকলে লেখাপড়াটাই শেষ হতো না।

সেই ঋণই তো একনো শোধ করতে পারলাম না। আর কোন সাহায্য করে আমাকে লজ্জা দিসনা।"

"কিন্তু দোস্ত....." এতটুকু বলেই থেমে গেলো এনামুল।

মোর্শেদ উঠে দাড়িয়েছে। চেয়ার ঠেলে টেবিলের পাশে এসে দাড়ালো। একটু দূরে দায়িড়ে থাকা বেয়ারটাকে ডেকে চায়ের দামটা দিলো।

তারপর এনামুলকে উদ্দেশ্য করে বলল " না দোস্ত। আর না। অনেক করেছিস আমার জন্য। এইটুকু আগে চুকিয়ে নিই।" বলেই হাটা ধরলো সে। পিছনে অবাক হয়ে বসে রইলো এনামুল। বন্ধুর এ ধরণের আচরণের সাথে পরিচিত নয় সে।

(২)

হাইওয়ে দিয়ে হেটে যাচ্ছে মোর্শেদ। হাতে একটা খাতা। কিছুক্ষণ আগেই খাতায় কিছু একটা লিখেছে সে। সেটাই দেখছে সোডিয়াম লাইটে আলোয়। কিছুক্ষন দেখার পর খাতাটা ব্যাগে রেখে দিলো। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হেটে চললো হাইওয়ে ধরে।

গত কিছু দিনের ঘটনা মনে পরে গেলো তার।

কয়েকদিন আগেই বাড়িওয়ালা এসেছিলো। শাসিয়ে দিয়ে গেছে যে এ মাসে টাকা না দিলে রুমটা ছেড়ে দিতে হবে।

বাড়ি থেকে চিঠি আসছে। চেয়ারম্যানের হাত থেকে বন্ধক জমিটা সুদ সহ টাকা দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। না হয় চেয়ারম্যান এ মাসেই তার ভিটা দখল করে নিবে।

মা অসুস্থ। ডাক্তার বলেছে অনেক টাকার ঔষধ দরকার। মায়ের টিওমারের অপরাশেনটাও করা দরকার। কিন্তু টাকা তো নেই।

আজকে বিকালে এনামুলের বাসায় যখন গিয়েছিলো, দরজার আড়ালে দাড়িয়ে এনামুলের বউ আর এনামুলের ঝগড়া শুনেছে। ঝগড়ার মূলবিষয়বস্তু মোর্শেদ। মোর্শেদকে টাকা দেয়াটা মোটেই পছন্দ করছে না।

হাজারও চিন্তা মাথায়। রাস্ত্মা দিয়ে অনেক গাড়ি যাচ্ছে। প্রচন্ড আওয়াজ । কিন্তু কোন কিছুর আওয়াজই শুনতে পাচ্ছে না মোর্শেদ। পিইইইপ!! প্রচন্ড আওয়াজে ধ্যান ভাঙ্গলো মোর্শেদের। চোখের সামনে দেখলো প্রকান্ড একটা বাস।

হঠাৎ করেই যেনো মোর্শেদের চোখের সামনে সব কিছু ধূসর হয়ে গেলো। মায়ের মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে, এনামুলের মুখটা ভেসে উঠলো। তারপর সবকিছু অন্ধকার। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো... কে যেনো বলছে 'এম্ব্যুলেন্স ডাকো তাড়াতাড়ি । ইস কত রক্ত! "

(৩)

মোর্শেদ ঐ দিন ওভাবে চলে যাওয়ার পরের দিনই একটা জরুরি কাজে বিদেশে যেতে হয় এনামুলের। ২০ দিন পর দেশে ফিরে জানতে পারে মোর্শেদ নিখোজ। মোর্শেদের মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করায় সে। কিন্তু ভদ্রমহিলা বাচেঁনি। দুমাস পেরিয়ে গেছে। মোর্শেদের খোঁজ পায়নি এনামুল। খারাপ লাগছে তার।

একুশে বইমেলা শুরু হয়েছে। মেয়েটা কয়েকদিন ধরেই চাপাচাপি করছে যাওয়ার জন্য। মেয়েকে নিয়ে বিকালে বইমেলায় গেলো সে। বিভিন্ন স্টল ঘুরতে লাগলো। হঠাৎ একটা বইয়ের প্রচ্ছদে দৃষ্টি আটকে গেলো। বইটার নাম 'ও বন্ধু আমার'। লেখক 'প্রয়াত মোঃ মোর্শেদ হাসান'। প্রচ্ছদটা তার অতি পরিচিতো। ভার্সিটিতে পড়ার সময় একবার মজা করে প্রচ্ছদটা একে মোর্শেদকে দিয়ে সে বলেছিলো 'তোর বই বের হলে, এটা প্রচ্ছদ দিস।"

তাড়াতাড়ি বইটা খুলে প্রকাশনীর নাম দেখলো। ততক্ষণাৎ মেয়েকে নিয়ে প্রকশনীতে ছুটে গেলো এনামুল। প্রকাশককে খুঁজে পেতে বেশি দেরি হলো না। এনামুলের পরিচয় পেয়ে লোকটা তাকে নিয়ে গেলো অফিসে।

(৪)

প্রকাশক এনামুলের হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলল "এই কাগজটা আপনার জন্য। আপনার বন্ধু বাস এক্সিডেন্টে মারা গেছেন। যে বাসটার সাথে তার ধাক্কা লাগে, আমি ঐ বাসটাতে ছিলাম।

অনেকটা কৌতুহলবশত আপনার বন্ধু ব্যাগটা সার্চ করি যাতে

ঠিকানা পাওয়া যায়। সেখানে একটা পান্ডুলিপি পাই। পান্ডুলিপিতে অনেকগুলো গল্প লেখা। শেষ দিকে একটা পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো আমি জানি না এ গল্পগুলোর মূল্য কি। তবে আমার কাছে এগুলোর মাঝে শুধু একটা গল্পই প্রিয়। সেটা আমার বন্ধুকে নিয়ে লেখা। জানি না কখনো গল্পগুলো কোথাও প্রকাশ পাবে কিনা। তবে যদি কেউ আগ্রহী হয় তবে একমাত্র আমার বন্ধুকে নিয়ে লেখাটাই যেনো প্রকাশ করা হয়।

তার ইচ্ছা অনুসারে আপনাকে নিয়ে লেখাটাই আমার প্রকাশ করেছি। আপনার বন্ধু একজন অসাধারণ লেখক ছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য যে তাকে বাচাতে পারলাম না।

হতভম্ভ হয়ে লোকটার কথা শুনলো এনামুল। আস্তে আস্তে হাতের কাগজটা খুলল সে। গুটি গুটি হাতে লেখা। লেখাটা দেখেই চিনলো এনামুল। এগুলো মোর্শেদের লেখা।

"মনে আছে দোস্ত প্রথম যে দিন ভার্সিটিতে ভর্তি হই, কি গবেটটাই না ছিলাম!

ছেলেরা ং দিতো প্রতিনিয়ত, মেয়েরা করতো অবজ্ঞা।

ঠিক তখনই তোর মতো একটা বন্ধু পেয়েছি জীবনে। সবসময় সবদিক দিয়ে সাপোর্ট করতি আমাকে। আমি সেগুলোর কোন প্রতিদানই দিতে পারলাম না।

যদি পারিস, তাহলে আমাকে মাফ করে দিস।.... (মোর্শেদ)।

চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় পানি পরছে তখন এনামুলের। তার ছোট্ট মেয়েটা অবাক হয়ে বাবার কান্না দেখছে।

তুমি ছাড়া একটি দিন

মোঃ শামসুর রাহমান (সোহেল)
ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি

ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কোন কারন ছাড়াই। মোবাইলটা খুঁজলাম। আজ সকালে কেউ আমাকে বিরক্ত করেনি। সাড়ে দশটা বাজে। ইউনিভার্সিটির প্রথম ক্লাস মিস। আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা ছাড়লাম। শীতের বেলায় সাড়ে দশটা তো বেশ সকাল। ব্রাশটা হাতে নিয়ে টয়লেটে গেলাম। আধা ঘন্টা খরচ করে ফ্রেশ হয়ে জামা-কাপড় পরে নিচে নামলাম। নাস্তা করতে করতে গত রাতের কথা মনে পড়ল। ভালো ঝগড়া হয়েছে ওর সাথে। শালা সব মেয়ে মানুষই এক রকম। মানুষ যে কোন আক্কেলে প্রেম-ভালবাসা করতে যায়? ধুর!! .....ফালতু বিষয় নিয়ে ঝগড়া তো মেয়ে মানুষ ছাড়া আর কেউ করবেনা। এখন থেকে আর কোনও প্রেম-ভালবাসা নয়। মাফ করো গুরু। দিনে দিনে বেলা অনেক হয়েছে। এবার অন্য কিছু ভাবতে হবে। আর মেয়ের কি অভাব পরেছে দুনিয়াতে? একটা যাবে সময়ে আরেকটা আসবে। মনটা নতুন কিছুর জন্য একদম ফ্রেশ হয়ে গেল।

নাস্তা শেষ করে চায়ের অর্ডার দিলাম। আজতো আমি মুক্ত। গিসারেট আমি খেথেই পারি। একটা সিগারেটও ধররালাম.....আহা! এই তো আসল জীবন। মাস্তি ছাড়া জীবনে আর কি আছে। এই সিগারেট নিয়ে কতো কাহিণী যে করল মেয়েটা। আমি সিগারেট না ছাড়লে নাকি খাবে না। না থাক আচ্ছা সকালে কি ও নাস্ত্মা করেছে? ধুর! ..... আমি তো এখন মুক্ত। অবস্থা। বিছানা ছাড়লাম। ফ্রেশ হয়ে নিচে নামলাম। খাওয়া করে এসে যেই রুমে ঢুকতে যাব, মোবাইলটা বেজে উঠল। জানিনা কেন, মনটা খুশি হয়ে গেল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখি আমার ছাত্রের মা কল করেছে। সাথে সাথে মনে পড়ল, আজ তো আমার পড়াতে যাবার কথা। ধুর!!। .....সব কিছুই উল্টা পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। কল রিসিভ করে এক গাদা মিথ্যা বললাম এবং কাল অবশ্যই যাব বলে আশ্বাস দিলাম।

আবার নিচে নেমে টিভি রুমে গেলাম। ম্যানইউ এর সাথে টটেনহামের খেলা চলছে। খেলা দেখলাম। ভালো লাগছে না। রুমে চলে আসলাম। একটা মুভি দেখতে বসলাম। সেটাও ভালো লাগলো না। দুপুরের মেয়েটার কথা মনে পরল। দিলাম কল। দেখি ওয়েটিং। আমার খুব অপছন্দের একটা ব্যাপার। ওর সাথে দুই বছরের সম্পর্ক ছিল.....অথচ খুব কমই ওয়েটিং পেয়েছি। তাও ছিল বিশেষ কারণে। অন্তত এই দিক দিয়ে মেয়েটা ভালো ছিল। ছেলে ঘটিতে কোনও ব্যাপারে ওর সাথে কোন দিন আমার ঝামেলা ছিল না। ওর একমাত্র ছেলে বন্ধু বলতে আছি। প্রথম প্রথম বিশ্বাস হতো না। পরে দেখলাম, আসলেই। আজব একটা মেয়ে !!!

কিছুক্ষণ বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারলাম। এর মাঝে মেয়েটা কল করেছিল। ওর কোন ফ্রেন্ড নাকি অনেক দিন পর কল করেছিল। সব মেয়ে মিথ্যাবাদী। তবে এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ও

ওই মেয়ে খাইছে কি না খাইছে আমার কি?.....আমি উঠে পড়লাম। আজ আমি মুক্ত।

ক্লাস করে যখন বের হলাম তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। শীতকালের রোদ। ওর মতই মিষ্টি ....ধুর!! আমি তো আজ মুক্ত। ক্যাফের হাঁটা ধরলাম। কোণার টেবিলে বন্ধুরা বসে আছে। সেই দিকে যেই যেতে যাব, জুনিয়র এক মেয়ে এসে পথ আটকাল। পূর্ণ নয়নে মেয়েটাকে দোখলাম.....সুন্দরী। ওর নাম তামান্না, একই ইউনিভাসিটি তে পরি কিন্তু ও আমার থেকে ১ বছরের জুনিয়র।

- ভাইয়া কেমন আছেন?
- এইতো ভালো। তুমি কেমন আছ?
- আমিও ভালো। শারমিন আপু কেনম আছে?

আমি একটু ইতস্তত করলাম।

- আসলে গত রাতে আমাদের ব্রেক-আপ হয়ে গেছে। মেয়েটা মনে হয় ততমতো খেয়ে গেছে।
- কিভাবে ভাইয়া? না মানে পরশুই তো আপনাদের দুইজনকে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে এক সাথে দেখলাম।
- যাই হোক। এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না। যেটা অতীত সেটা নিয়ে কথা না বলাই ভালো। তোমার কথা বল। ক্লাস কেমন করছ?
- ভালো। তাহলে তো ভাইয়া আপনার মন অনেক খারাপ। কফি খাবেন ভাইয়া? আজ আমি আপনাকে কফি খাওয়াব।
- তুমি? চলো বসি, ওই টেবিলটাতে।
- তারপর অনেক কথা হল আমাদের। মেয়েটা ভালই। ওর নাম্বার ও দিয়ে গেল। খারাপ লাগলে আমি যেন ওকে কল দেই। তখন ভাবলাম মেয়েরা মনে হয় দুঃখী ছেলে পছন্দ করে। যদিও আমি দুঃখী না। আমি কেন দুঃখী হতে যাব ভালই তো চলছে। কোনও টেনশন নাই উল্টো আমি তো বেশ ভালই আছি।

রুমে চলে আসলাম। একটা মুভি দেখতে বসলাম। দেখেতে দেখতে কখন যে তিন টা বেজে গেল টেরই পেলাম না। এখনও গোসল করিনি, দুপুরে খাওয়া হয়নি। এই প্রথম ওর অভাবটা অনুভব করলাম। এতক্ষন দশবার কল দিত। গোসল-খাওয়া শেষ হলে তবেই মুক্তি পেতাম। ধুর!! আমার যখন ইচ্ছে খাব, গোসল করব। আজ আমি মুক্ত। তবে সমস্যা একটাই হল.....ডাইনিং বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরে খেতে হবে। গোসল করে কাপড় পড়ে রুম থেকে বের হলাম। ঠান্ডা লাগছে বেশ। আবার রুমে চলে আসলাম। সুয়েটার পড়তে যাব, মনে পল গত শীতে ও আমাকে এটা গিফট করেছিল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ধুর!!.....আজ দুপুরে খাবই না। কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন রাত হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকার। মনে পরে গেল দুপুর খাইনি। সাথে সাথে তিক্ততার সাথে এটাও মনে পড়ল, দুপুরে ঔষুধ খাওয়া হয়নি। ভালই দেখি উল্টা পাল্টা কিন্তু আর যাই হোক..... মিথ্যাবাদী ছিল না। কোনোদিন দেখিনি মিথা বলতে। অন্তত আমার সাথে বলেনি। জানি না কেন, একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসলো। ও মনে হয় এতোটা খারাপ ছিল না। যতটা আমি কাল ওকে বলেছি। যাই হোক, সেটা এখন অতীত।

এটা সেটা করে সাড়ে বারটার দিকে শুয়ে পড়লাম। রাত দুইটার দিকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। মনে হয় একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। আর সেটা বোধ হয় ওকে নিয়েই। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। সত্যি বলতে কি, তখন আসলেই আমি ওকে মিস করলাম। ওর কথা অনেক মনে পড়ল। মোবাইল দেখলাম, কোনও মিসকল নেই। মনের কোন এক কোণে ক্ষীণ আশা ছিল, ও হয়ত কল দিবে। কোন মিসকল না দেখে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আসলেই গত রাতে আমি একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। এরকম কথা বন্ধ আরও হয়েছে। কিন্তু অন্যবার এতো সিরিয়াস ছিল না। সব বার ওই কল করে সরি বলত। কিন্তু এবার ব্যাপার আলাদা। এবার যদি সামাধান হয়, সেটা আমাকেই করতে হবে। ও কোনও দিন আসবেনা যদি আমি না যাই। কিন্তু আমি কোনও দিন যাব না। মেয়ে কি শুধু ওই আছে দুনিয়াতে? কিছুদিন পর সব কিছু আগের মতো হয়ে যাবে। আবার স্বাভাবিক জীবন। এটাই তো আমি চাইতাম, আর ওকে তো এটাই বলেছি--- "আমি মুক্তি চাই। তুমি থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি স্বাভাবিক জীবন চাই। তুমি ছাড়া স্বাভাবিক জীবন"

শুয়ে শুয়ে আরও উল্টা-পাল্টা কত কিছু ভাবলাম। অনেক স্মৃতি মনে পরে গেল। কখনও হাসলাম, কখনও বা ওকে অনেক অনেক মনে পড়ল। ভাবতে ভাবতে খুব অদ্ভুত একটা ভাবনা আমার সামনে এসে হাজির হল। আমি না চাইলেও আমার দুঃখী মনটা ভাবতে বসে গেল।

যখন ভাবতে বসলাম সে অন্য কারোর জন্য অপেক্ষা করছে, অন্য কারোর খোঁজ নিচ্ছে....খেয়েছে কিনা, ওষুধ খাওয়া হয়েছে কিনা....সকালে ঘুম থেকে ডেকে দিচ্ছে...হাতে হাত রেখে ভালবাসা আর সুখের স্বপ্ন বুনছে...কোন এক সূর্যাস্ত বিকেলে চোখে চোখ রেখে বলছে...ভালোবাসি তোমায়, সারা জীবন পাশে থেকো .... আর সেই মানুষটা আমি নই..... কেমন যেন অসম্ভব মনে হল..... অথচ রাগ করে কতই না বলেছি, তোমাকে ছাড়াই আমি সুখে থাকব....তখন হয়ত সত্য মনে হয়েছে...কিন্তু এখন অুভব করি ...তুমি ছাড়া আমি কতো অসম্পূর্ণ!!! ...খেয়াল করি নি, কখন যে দু চোখ জলে ভরে উঠেছে।

আসলে, যখন ভালোবাসা চারপাশে বিচরন করে তখন তার মর্ম বুঝা যায় না।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল স্ত্রীর। চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখলেন, স্বামী বিছানায় নেই। বিছানা থেকে নেমে গায়ে গাউন চাপালেন তিনি। তারপর স্বামীকে খুঁজতে দিয়ে নিচে নেমে এলন।

বেশি খুঁজতে হলো না। রান্নাঘরের টেবিলেই বসে থাকতে দেখা গেল স্বামী প্রবরকে। হাতে গরম এক কাপ কফি নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, গভীর কোনো চিন্তায় মগ্ন। মাঝে মধ্যে অবশ্য হাতের রুমাল দিয়ে চোখ থেকে পানি....মুছে নিচ্ছেন, তারপর কফি খাচ্ছেন।

'কী হয়েছে তোমার?' রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে চিন্তিতভাবে বললেন স্ত্রী। 'এত রাতে রান্নাঘরে কেন?'

স্বামী তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হঠাৎ ২০ বছর আগের কথা মনে পড়ল। খেয়াল আছে তোমার, যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। আর তারপর থেকেই তো আমরা ডেট করতে শুরু করেছিলাম। তোমার বয়স ছিল ষোলো। তোমার কি মনে পড়ে সেসব?

স্ত্রী তাঁর স্বামীর চোখের পানি মুছে দিতে দিতে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে।'

স্বামী একটু থেমে বললেন, 'তোমার কি মনে আছে, পার্কে তোমার বাবা আমাদের হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে।' একটা চেয়ার নিয়ে স্বামীর কাছে বসতে বসতে বললেন স্ত্রী।

স্বামী আবার বললেন, 'মনে আছে, তোমার বাবা তখন রেগে গিয়ে আমার মুখে শটগান ধরে বলেছিলেন, 'এক্ষুনি আমার মেয়েকে বিয়ে করো, নয়তো তোমাকে ২০ বছর জেল খাটাব আমি।'

স্ত্রী নরম সুরে বললেন, 'আমার সবই মনে আছে।'

স্বামী আবার তাঁর গাল থেকে চোখের পানি মুঘতে মুঘতে বললেন' 'আজকে আমি জেল থেকে ছাড়া পেতাম'।

২০৫০ সাল নাগাদ যা যা ঘটতে পারে

>>>ক্যাটরিনার নাতনীর সাথে রজনীকান্ত জুটি হয়ে করছেন শতাব্দীর সবচেয়ে' ব্যয়বহুল ছবি: ধুম-২২

>>> কারিনা কাপুর তার ৮ম বিয়েতে আমন্ত্রণ জানালেন শহিদ কাপুর ও সাইফ আলী খান কে;

>>> "আমি-ই কিং খান" ছবিতে মূল চরিত্র অভিনয় করছেন শাকিপ খান; সহাভিনেতা হলেন শাহরুখ, আমির ও সালমান! শাকিপের সহযোগী হিসেবে থাকবেন জেনেলিয়া জোলি;

>>> পেট্রোলের দাম ৯৮৪/লিটার;

>>>হিন্দী সিরিয়াল সিআইডি ১ লাখ পর্ব অতিক্রম করল;

>>> চায়না নতুন ফোন বাজারে ছেড়েছে। এতে আছে- ২০ টি সিম কার্ড একসাথে সচল, ১ টেরাবাইট ইন্টারনাল মেমোরী, ৪২০ মেগা পিক্সেল ক্যামেরা, এমপি ১০ প্লেয়ার, ওয়াইফাই, ৫গি, গিপিএস, টিভি ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন।

** একটা ছেলে মেয়েকে খুব ভালোবাসতো কিন্তু কখনো সামনা সামনি বলা হয়নি। সে ঠিক করলো তাকে sms এ জানাবে। রাত ১.০০ টার সময় সে মেয়েটাকে এসএমএস 'I love you' লিখে সেন্ড করলো। কয়েক সেকেন্ড পরই তার মোবাইলে একটা এসএমএস আসলো। পরদিন সকালে সারপ্রাইজ পাওয়ার আশায় সে এসএমএস টা তখন না দেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে সে এসএমএস টা পড়ে ব্যাপক শক পেলো! এসএমএস লেখা ছিলো:

Message sending failed due to insufficient balance; Please recharge your Account.

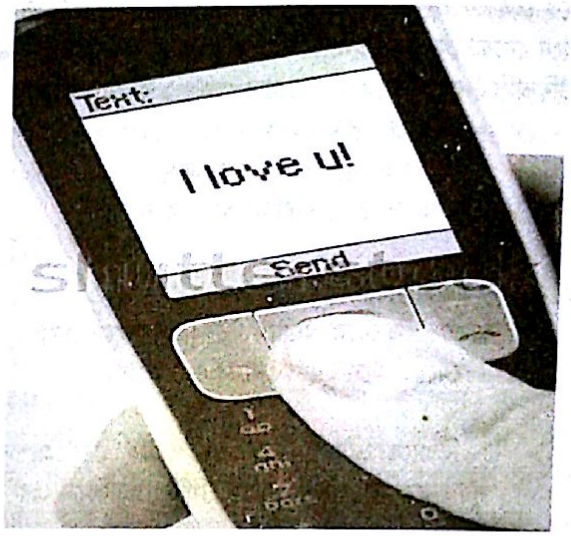

পরীক্ষার ফি মাফ করার জন্য লেখা দরখাস্ত

জনাব,

কথা হইতাছে গিয়া বাপে আমারে ৫০০ টাকা দিয়েছিল ফিস দেওয়ার লাইগা।

১০০ টাকা দিয়া সিনেমা দেখছি,

১৫০ টাকা দিয়া ক্যান্টিনে পার্টি দিচ্ছি,

৫০ টাকা আমার নতুন জান পাখিরে মোবাইলে ফ্লেক্সি পাঠাইছি,

আর ২০০ টাকা বাজিতে হাইরা গেছি... ইংরেজী ম্যাডামের লগে সমাজ স্যারের ইটিশ-পিটিশ চলতাছে, এই লইয়া বাজি ধরছিলাম। কিন্তু ম্যাডামের লগে ইটিশ-পিটিশ তো চলতাছে আপনার।

এখন আপনার কাছে দুইটা রাস্তা খোলা- ফিস মাফ; নাইলে পর্দা ফাঁস!!!

আপনার একান্ত অবাধ্যগত ছাত্র,

চুক্কু মিয়া

"আমি তোমাকে ভালবাসি"

"আমি তোমাকে ভালবাসি"-এই সুন্দর কথাপি কে কিভাবে জিন নিজ আঞ্চলিক ভাষায় বলে (অঞ্চলের নাম উল্লেখসহ) ঃ

১. মুই তোক মায়া করু-ঠাকুগাঁও
২. মুই তোক ভাল বাসু-রংপুর
৩. মুই তোক ভাল বাসং-গাইবান্ধা
৪. হামি তোমাক ভাল বাসি-গাইবান্ধা
৫. আঁই তোমারে ভালা বাসি-চট্টগ্রাম
৬. আঁই তরে ভালা বাসি-নোয়াখালী
৭. আমি তুমারে ভালা পাই-সিলেট
৮. মুই তোক ভালো বাসি-বরিশাল
৯. আমি তোমারে ভালো বাসি-ঢাকা
১০. মুই তোরে হুঁই পান- চাকমা, ঠাকুরগাঁও আঞ্চলিক ভাষার

প্রপোজ করার নানান ধরন

প্রপোজ করবেন কি ভাবে নিজেই নির্বাচন করুন !!!! ;)

১. ব্ল্যাকমেইল স্টাইল ঃ আমি তোমাকে ভালবাসি । তুমি হ্যাঁ বললে তো ভালো। কিন্তু না বললে তখন অন্য মেয়ে খুঁজতে হবে। আর সেটা তোমার বোন ও হতে পারে!!

২. ডাইরেক্ট স্টাইল ঃ শোনো মেয়ে, আমি কোনো রকম ভূমিকা-টুমিকা না করে একেবারে সোজাসুজিভাবে মোতাকে একটা কথা বলে দিতে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

৩. মাস্তানি স্টাইল ঃ ওই মাইয়া, ভালবাসা দিবি কি-না! (চাকু/বন্ধুক দেখিয়ে)

৪. যুক্তিবাদী স্টাইল ঃ আমি তোমার ছোট ভাইকে ভালোবাসি। তোমার ছোট ভাই তোমাকে ভালোবাসে। অতএব, যুক্তিবিদ্যার নিয়মে কি হয়? বাকিটা তুমিই বল!!

৫. চালাক স্টাইল ঃ তুমি কি জানো, আমাদের জাতীয় সংগীতের দ্বিতীয় লাইনটা কি??

৬. রসিক স্টাইল ঃ Excuse me! আমি তোমাকে প্রপোজ করতে চাই। please অনুমতি দাও।

৭. হিজড়া স্টাইল ঃ এই দুষ্ট মেয়ে। তুমি এ কি জাদু করলা? তোমাকে দেখলে আমার হাটবিট বেড়ে যায়। আবার তোমাকে না দেখলে অস্থিরতায় মরে যাই। তুমি কি জানো? আমি তোমাকে অনেননননননননননন...ক ভালোবাসি।

৮. ডিজুস স্টাইল ঃ Hi, whats up sweet heart? Wanna be maa lavaa, actually I am in love with u?

৯. ভীতু স্টাইল ঃ ইয়ে মানে!! ইয়ে মানে !!! আমি মানে! আমি মানে তোমাকে,..... । (আর বলা হয় না)

১০. গায়ক স্টাইল ঃ গানের গলা ভালো হলে একটা গান গেয়ে বলতে পারেন.....এত ভেবে কি হবে? ভেবে কি করেছে কে কবে? ভাবছি না আর, যা হবে হবার। এত দিন বলিনি, তুমি জানতো আমি এমনি.....ভালবাসি!!"

১১. দেবদাস স্টাইল ঃ কেউ আমাকে ভালবাসে না। এ জীবন আমি রাখবনা। তোমার কাছে বিষ হবে? আমার বিষ দাও। আমায় বিষ দাও। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ুন)।

১২. কাব্যিক স্টাইল ঃ কবি কবি ভাব থাকলে ২ লাইন কবিতার মাধ্যমে প্রপোজ করতে পারেন!! আশা করি এই টুকলিফাই এর যুগে কবিতার অভাব হবে না!!

১৩. অনুভূতিহীন স্টাইল ঃ তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখন তুমি আমাকে পছন্দ না করলেও আমি পাঁচতলা থেকে লাফ দিবো না, বিষ খেয়েও মরবো না। যদি আমাকে তোমার পছন্দ হয়, তাহলে বল।

** ছেলে ঃ I love U তুমি এই পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর নারী
মেয়ে ঃ ও আচ্ছা, কিন্তু তোমার পেছনে আমার থেকেও অনেক সুন্দর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে...
ছেলেটা পেছন ফিরে দেখে কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না ...
মেয়ে ঃ যদি তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাসাতে তবে কখনও পেছনে ফিরে দেখতে না I hat u
** Moral ঃ Moral Woral কিছু না শুধু ওই মেয়েটি একটু তেজী এই যা...
কিন্তু বন্ধু এখনও কিছু বাকি আছে.....
ছেলে ঃ ঠিক আছে কি আর করা তুমি যা বল তাই হবে কিন্তু এই ডাইমন্ড রিং টা আমি কাকে দেবো..???
মেয়ে ঃ দেখো কাণ্ড !! আমি কি আমার janu ar সাথে একটু মজাও করতে পারব না;

** টিনা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। পাখির দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা খাঁচার তোতাপাখি তাকে দেখে বললো, 'অ যাই আপু, আপনি দেখতে খুবই কুৎসিত! টিনা চটে গেলেও কিছু বললো না, পাখির কথায় কী আসে যায়?

পরদিন সেই দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময়ও একই ঘটনা ঘটলো, পাখিটা বলে উঠলো, 'অ যাই আপু, আপনি দেখতে খুবই কুৎসিত! টিনা দাঁতে দাঁতে চেপে হজম করে গেলো! তার পরদিন সেই দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময়ও পাখিটা বলে উঠলো, 'অ যাই আপু আপনি দেখতে খুবই কুৎসিত! এবার টিনা মহাজটে দোকানের ম্যানেজারকে হুমকি দিলো, সে মাস্তান লেলিয়ে এই দোকানের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

ম্যানেজার মাপ চেয়ে বললো, সে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে, পাখিটা আর এমন করবে না। তার পরদিন সেই দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় পাখিটা বলে উঠলো, 'অ যাই আপু ! টিনা থমকে দাঁড়িয়ে পাখির মুখোমুখি হলো, 'কী?' পাখিটা বললো, 'বুঝতেই তো পারছেন.....

** রাম, হনুমান আর রাবন একদিন পঞ্চবটিতে একসাথে বসে গল্প করছিল... গল্প অনেক জমেছে...
হঠাৎ রাবন হনুমান কে বলল, 'এই একটা বিড়ি দে তো'!
হনুমান ঃ নেই নেই! বিড়ি নেই....
রাম ঃ এই তোর কাছে ছিল তো!
হনুমান ঃ আপনি চুপ করে করে বসুন প্রভূ! ওকে বিড়ি দিলে এখনই এক প্যাকেট শেষ হয়ে যাবে, ওর দশটা মাথা.....

** জঙ্গলে এক চিতা বিড়ি খাচ্ছিল তখন এক ইঁদুর আসলো আর বললো ঃ "ভাই নেশা ছাইড়া দেও, আমার সাথে আস দেখ জঙ্গল সুন্দর" চিতা ইঁদুরের সাথে যাইতে লাগলো। সামনে হাতি ড্রাগ নিচ্ছিল ইঁদুর হাতিকেও এক ই কথা বলল। এর পর হাতিও ওদের সাথে চলতে শুরু করলো। কিছু দূর পর তারা দেখল বাঘ হুইস্কি খাচ্ছে। ইঁদুর যখন তাকেও এক ই কথা বলল। সাথে সাথে বাঘ হুইস্কির গস্নাস রেখে ইঁদুরকে দিল কইসা একটা থাপড়!! হাতি ঃ বেচারাকে কেন মারতাছ??
বাঘ ঃ এই শালা কালকেও গাজা খাইয়া আমারে জঙ্গলে ৩ ঘন্টা ঘুরাইছিল...

পড়াশোনার এক ডজন টিপস

ছাত্র-ছাত্রীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সব সময় অভিযোগ করে যে, তাদের পড়া মনে রাখতে কষ্ট হয়। অনেক পড়াশোনা করার পরেও পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়। অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও স্মরণশক্তি দুর্বলতার জন্য সেসব প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দেয়া হয় না। চর্চার ফলেই একজন ছাত্র সাধারণ মান থেকে মেধাবী ছাত্রে উন্নীত হতে পারে। আমাদের দেশে মাত্র কিছুদিন হলো সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়েছে। পূর্বে এটি গতানুগতিক ধরনের ছিল। সৃজনশীল পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীর একটি বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা থাকা দরকার এবং এর ফলেই সৃজনশীলতা প্রকাশ পায় এবং ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা মেধাবী বলি। মুখস্থগত বিদ্যা আজকালকের দিনে মেধাবী চর্চায় কম গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশোনা ছাড়াও নানা রকম জিনিস আমাদের মনে রাখতে হয় আমাদের জীবনযাত্রায়। এবার কিছু মনে রাখার কৌশল জানানো হলো-

১। নিজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা:

আত্মবিশ্বাস যেকোনো কাজে সফল হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত। মনকে বোঝাতে হবে পড়াশোনা অনেক সহজ বিষয়-আমি পারব, আমাকে পারতেই হবে। তাহলে অনেক কঠিন পড়াটাও সহজ মনে হবে। আত্মবিশ্বাসের মাত্রা আবার কোনো রকমেই বেশি হওয়া চলবে না। একবার পড়েই মনে রাখা কঠিন। তাই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে এর সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করার পরেই মনে রাখা সহজ হয়। আবার কোনো বিষয়ে ভয় ঢুকে গেলে সেটা মনে রাখা বেশ কঠিন। ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত অংক, ইংরেজিকে বেশি কঠিন মনে করে। তাদের উচিত হবে বইয়ের প্রথম থেকে পড়া বুঝে বুঝে পড়া। পড়ালেখা করার উত্তম সময় একেকজনের জন্য এক রকম। যারা সাধারণত হোস্টেলে থাকে তাদের ক্ষেত্রে রাত জেগে পড়াটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। অনেকের কাছে আবার বিকেলে বা সন্ধ্যার পরে, কেউ কেউ আবার সকাল পড়তে ভালোবাসেন। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যেহেতু ঘুমের পরে মন ও মনন পরিস্কার থাকে সেহেতু ভোরে হচ্ছে পড়াশোনার জন্য ভালো সময়।

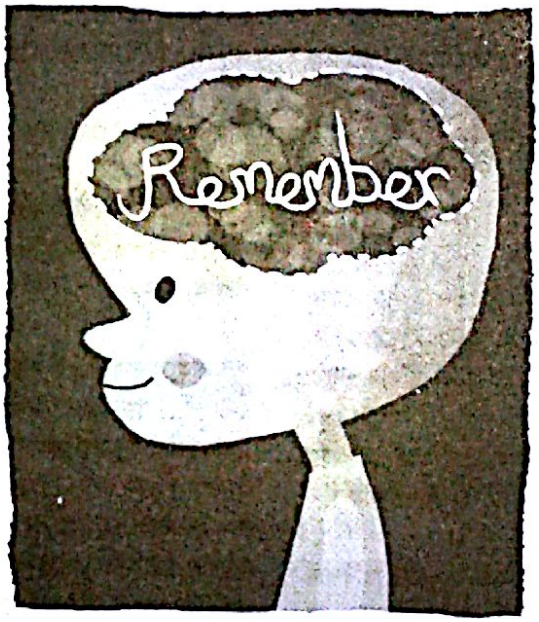

২। ধারণার গাছ

পড়া মনে রাখার এটি একটি কৌশল। কোনো বিষয়ে পড়া মনে রাখার জন্য সম্পূর্ণ পড়াটি পড়ে নেয়ার পর সাতটি ভাগে ভাগ করতে হয়। এবং প্রতিটি ভাগের জন্য এক লাইন করে সারমর্ম লিখতে হয়। ফলে পড়ার বিষয়টি সাতটি লাইনে সীমাবদ্ধ থাকে। এর প্রতিটি লাইন একটি পাতায় লিখে অধ্যায় অনুযায়ী একটি গাছ তৈরি করে গাছের নিচ থেকে ধারাবাহিকবাবে পাতার মতো করে সজাতে হবে। যাতে এক দৃষ্টিতেই পড়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মনে পড়ে যায়। এই পাতাগুলোতে চোখ বোলালে সেটি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে। বাঙলা, ভূগোল ও সমাজশাস্ত্রের জন্য এই কৌশলটি অধিক কার্যকর।

৩। শব্দ মনে রাখার উপায়

যেকোনো বিষয়ের কঠিন অংশগুলো ছন্দের আকারে খুব সহজে মনে রাখা যায়। যেমন রঙধনুর সাত রঙ মনে রাখার সহজ কৌশল হলো বেনীআসহকলা শব্দটির মনে রাখা। প্রতিটি রঙের প্রথম অক্ষর রয়েছে শব্দটিতে। এমনিভাবে ত্রিকোণমিতির সূত্র মনে রাখতে সাগরে লবন আছে, কবরে ভূত আছে, ট্যারা লম্বা ভূত, ছড়াটি মনে রাখা যেতে পারে। এর অর্থ দাঁড়ায়, সাইন=লম্বা/অতিভুজ (সাগরে লবন আছে), কস=ভূমি/অতিভুজ (কবরে ভূত আছে), ট্যান=লম্বা/ভূমি (ট্যারা লম্বা ভূত)। মেডিকেলে ভেগাসনার্ভের বিভিনন্ন শাখা-প্রশাখা মনে রাখতে একটি পদ্য লাইনের সাহায্যে নেওয়া যেতে পারে। তা হলো: মেরিনা আমার প্রাণের বেদনা শুনিয়া রাগিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া ওযে পালায়ে চলে গেল হায়। এতে ভেগাসনার্ভের সবগুলো শাখাকে মনে রাখা যায়। যেমন: মেরিনাতে মেনিনজিয়াল, আমার অরিকুলার, প্রাণের ফেরিনজিয়াল এভাবে সবগুলোর শাখা আমরা ছড়ার মাধ্যমে মনে রাখতে পারি । মেধাবী ছাত্ররা নিজের মতো করে নানা রকম ছড়া তৈরি করে নেবে।

৪। ইতিহাস মনে রাখার কৌশল

ইতিহাস মনে রাখায় এ কৌশলটি কাজে দেবে। বইয়ের সব অধ্যায় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নিয়ে গত ৪০০ বছরের উলেস্নখযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা বানাতে হবে। সেখান থেকে কে, কখন, কেন উলেস্নখযোগ্য ছিলেন, সেটা সাল অনুযায়ী খাতায় লিখতে হবে। প্রতিদিন একবার করে খাতায় চোখ বোলালে খুব সহজে পুরো বই সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হবে। ফলে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন কষ্টকর মনে রাখার বিষয় হলো বিভিন্ন সাল। এগুলোকে কালো রেখার মাধ্যমে চর্চ করে মনে রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এখানে কনসেপ্ট ট্রি বা ধারণা গাছ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা সত্যি যে আলাদা আলাদাভাবে ইতহাস মনে রাখাটা কষ্টকর বটে।

৫। উচ্চস্বরে পড়া

পড়া মুখস্থ করার সময় উচ্চস্বরে পড়তে হবে। এই পদ্ধতিতে কথাগুলো কানে প্রতিফিলীত হওয়ার কারণে সহজে আয়ত্ত করা

যায়। শব্দহীনভাবে পড়ালেখা করলে একসময় পড়ার গতি কমে গিয়ে শেখার আগ্রহ হারিয়ে যায়। আর আগ্রহ না থাকলে পড়া শেখার কিছুক্ষন পরই তা মস্তিষ্ক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শেখা হয়ে যাওয়ার পর বারবার সেটার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এটাও পড়া মনে রাখার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করে। যেমন করে বাচ্চা ছেলে পুরো কোরআন শরিফ মুখস্ত করে বা হাফেজ হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এই ধারলণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয় পড়ার বস্তুতে লাইন দিয়ে ধরে ধরে পড়া শব্দ না করে পড়া থেকে ভালো। অথবা মুখে ফিসফিস করে শব্দ করা যায় বা শব্দের মতো করে ঠোঁট উচ্চারণ করা যায়। তবে শব্দ করে পড়ার পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা দ্রুত কাহিল হয়ে যায়।

৬। নিজের পড়া নিজের মতো করে

সাদারণত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। তারা নিজের মতো করে একটি বিষয় বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে একটি নোটের মতো করে। এবং ওই নোটেই তারা পরবর্তীতে পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহার করে। এতে করে সুবিধা হচ্ছে নোট করার সময় ছাত্র বা ছাত্রীকে ওই বিষয়টি বিভিন্ন পুস্তক থেকে একাধিকবার পড়তে হয়। ফলে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার হয়। এবং এই পরিষ্কার ধারণার ওপরে সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করে একজন ছাত্র অনেক বেশি পড়া মনে রাখতে পারবে এবং অনেক বেশি মেধাবী বলে প্রমাণিত হবে। বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য নেয়ার পাশাপাশি আমাদের অধ্যাপক মহোদয়াদের বিভিন্ন লেকচার ক্লাস সূচারুরূপে নোট করে নিজস্ব নোটের পাশে রাখা যেতে পারে। নিজের তৈরি করা লেখা নিজের পড়তে অনেক সহজ মনে হয়। তবে এতে ছাত্রকে প্রতিটি ক্লাস করতে হবে, প্রতিটি অধ্যাপকের লেকচারগুলো শুনতে হবে, নোট করতে হবে এবং প্রতিদিন পড়ার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে। ইদানীং দেখা যা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি লেভেলে কিচু সংখ্যক পরীক্ষার্থী পড়ার আগে নীলক্ষেত মার্কেট (ঢাকা) থেকে নোট ফপোকপি করে নেয়। তাতে তারা পাস করতে পারে কিন্তু মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্রমাণিত হয় না।

৭। কেন? এর উত্তর খোঁজা

এটি একটি ভালো অভ্যাস। প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে কী, কেন, কবে, কোথায়, কীভাবে এই জিনিসগুলো নিজে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সংযোগে পানি হয় এই ফর্মুলাটিকেই কী, কেন, কীভাবে এরূপে মেধাবী ছাত্ররা মনে রাখার সহজ ফর্মুলা হিসেবে নিতে পারে। নিজের মনকে সব সময় নতুন কিছু জানার মধ্যে রাখুন। নতুন কিছু জানার চেষ্টা করুন এবং নিজস্ব নোটের পাশাপাশি এর বিভিন্ন উত্তর নোট করে নিন। তাদের মনে সব সময় নতুন কিছু জানার মধ্যে রাখুন। নতুন কিছু জানার চেষ্টা করুন এবং নিজস্ব নোটের পাশাপাশি এর বিভিন্ন উত্তর নোট করে নিন। এ নিয়মটা প্রধানত বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য। তাদের মনে সব সময় নতুন বিষয় জানার আগ্রহ প্রবল হতে হবে। অনুসন্ধানী মন নিয়ে কোনো কিছু শিখতে চাইলে সেটা মনে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর কোনো অধ্যায় পড়ার পর সেটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ল্যাবে ব্যবহারিক ক্লাস করতে হবে। তবেই বিজ্ঞানের সূত্র ও সমাধানগুলো সহজে আয়ত্ত করা যাবে।

৮। কল্পনায় ছবি আঁকা

গল্পের বিষয়ের সাথে মূল ধারণটিকে নিয়ে একটি কাল্পনিক ছবি বেশকিছু বার পড়লে অনুমান করা যায়। এই ছবিটির আকার, আকৃতি একেক ছাত্রের জন্য একেক রকম। বিষয়টিকে কল্পনার ছবি আকারে যত বেশি বিস্তারিতভাবে আনা যাবে, বিষয়টির খুঁটিনাটি তত বেশি করে প্রকাশ হবে এবং ছাত্র তত বেশি নম্বর পাবে। এটি বিভিন্ন রচনামূলক বিষয়ে ব্যবহার করা যায়। বিষয়সদৃশ একটি ছবি আঁকতে হবে মনে। গল্পের প্রতিটি চরিত্রকে আশপাশের মানুষ বা বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে তারপর সেই বিষয়টি নিয়ে পড়তে বসলে মানুষ কিংবা বস্তুটি কল্পনায় চলে আসবে। এ পদ্ধতিতে কোনো কিছু শিখলে সেটা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। আর মস্তিষ্ককে যত বেশি ব্যবহার করা যায় তা তত ধারলো হয় ও পড়া বেশি মনে থাকে।

৯। পড়ার সাথে লেখা

কোনো বিষয় পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি খাতায় লিখতে হবে। একবার পড়ে কয়েকবার লিখলে সেটা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়। পড়া ও লেখা একসঙ্গে হলে সেটা মুখস্থ হবে তাড়াতাড়ি। পরবর্তী সময়ে সেই প্রশ্নটির উত্তর লিখতে গেলে অনায়াসে মনে আসে। এ পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হচ্ছে হাতের লেখা দ্রুত করতে সাহায্য করে। পড়া মনে রাখতে হলে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি লেখার অভ্যাস করতে হবে। সাধারণত কোনো বিষয়ে পড়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে একবার লিখতে হয়। আবার ২৪ ঘন্টা পরে ওই বিষয়টি আবারও পড়তে হয় এবং পরে লিখতে হয়। কিছুদিন পরপর বিষয়টি পড়া বা লেখার ওপরেই নির্ভর করে কতটুকু মনে রাখার সামর্থ্য রয়েছে। তবে লেখার চেষ্টা করা প্রতিটি পড়ার সাথে সাথে অত্যন্ত উপকারী পদক্ষেপ।

১০। সঠিক অর্থ জেনে পড়া

ইংরেজি পড়ার আগে শব্দের অর্থটি অবশ্যই জেনে নিতে হবে। ইংরেজী ভাষা শেখার প্রধান শর্ত হলো শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে প্রয়োগ করা। বুঝে না পড়লে পুরোটাই বিফলে যাবে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে ইংরেজি বানিয়ে লেখার চর্চা করা সব থেকে জরুরি। কারণ পাঠ্যবইয়ের যেখোনো জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। ইংরেজি শব্দের অর্থভান্ডার সমৃদ্ধ হলে কোনো পড়া ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। শুধু ইংরেজি নয় বাংলা কিংবা অন্য ভাষাতেও অর্থ বুঝে না পড়লে পড়া মনে থাকে না এবং সৃজনশীল হওয়া যায় না। পড়া মনে রাখার জন্য পাঠাপুস্তকের অক্ষরগুলোর মানে জানা ছাড়াও মেধাবী ছাত্র সব সমসময় প্রতিদিন ৫টি করে নতুন শব্দ মনে রাখার চেষ্টা করবে মানে সহকারে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের শব্দভান্ডার বিশাল হবে, সৃজনশীলতা প্রকাশে অনেক সাহায্যকারী হবে। দেখা যায়, মেধাবী ছাত্ররা একটি ভাবকে নানা রকম শব্দে প্রকাশ করতে পারে।

১১। গল্পের ছলে পড়া বা ডিসকাশন

যেকোনো বিষয় ক্লাসে পড়ার পর সেটা আড্ডার সময় বন্ধুদের সঙ্গে গল্পের মতো করে উপস্থাপন করতে হবে। সেখানে প্রত্যেকে মনের

ভাবগুলো প্রকাশ করতে পারবে। সবার কথাগুলো একত্র করলে অধ্যায়টি সম্পর্কে ধারণাটা স্বচ্ছ হয়ে যায়। কোনো অধ্যায় খন্ড করে না শিখে আগে পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে হবে। পরে শেখার সময় আলদাভাবে মাথায় নিতে হবে। তাহলে যেকোন বিষয় একটা গল্পের মতো মনে হবে। এখানে উচ্চতর বিদ্যায় গ্রুপ ডিসকাশন একটি অন্যমত ব্যাপার। বিভিন্ন ভাসিটিতে এক বা একাধিক বন্ধুর সাথে গ্রুপ ডিসকাশন একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একে অপরের মধ্যে কে কাকে পড়ার মাধ্যমে আটকাতে পারে এটি একটি প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। তবে প্রতিযোগিতাটি অবশ্য মানসমমত ও স্বাস্থ্যকর হতে হবে।

১২। মুখস্থবিদ্যাকে না

মুখস্থবিদ্যা চিন্তাশক্তিকে অকেজো করে দেয়, পড়াশোনার আনন্দও মাটি করে দেয়। কোনো কিছু না বুঝে মুখস্থ করলে সেটা বেশিদিন স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয়, সচেতনভাবে কোনো কিছু মুখস্থ করা যাবে না। টুকরো তথ্য যেমন-সাল, তারিখে বইয়ের নাম, ব্যক্তি নাম ইত্যাদি মনে রাখতে হবে কী মনে রাখছেন এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের কী সম্পর্ক তা খুঁজে বের করতে হবে। এ ছাড়া বিজ্ঞানের কোনো সূত্র কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আয়ত্ত করতে সেটা আগে বুঝে তারপুর মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থবিদা একেবারেই যে ফেলনা তা নয়। এটি অনেক কার্যকরও বটে। তবে সৃজনশীলতার যুগে মুখস্থবিদ্যার চেয়ে কাল্পনিকভাবে লেখা, নিজের মতো করে লেখা অত্যপত্ মেধাবী কাজ। তবে কিছু কিছু বিষয় মুখস্থ অবশ্যই রাখতে হয়। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুখস্থকে না বলুন এবং সৃজনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করুন।

ছাত্র-ছাত্রীগণ যেকোনো বিষয়ে বলা যত সহজ ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা ততটা সহজ নয়।এখানে যেসব পদ্ধতির কথা বলা হলো সবগুলোই যে তোমরা নিজেদের মতো করে প্রয়োগ করতে পারবে তা নয়। আস্তে আস্তে চেষ্টা কররলে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে লেখাপড়া মনে রাখা যায়। মনে রাখতে হবে জিনিসটা বুঝে পড়া আর মুখস্থ পড়ার মধ্যে অবশই তফাত রয়েছে। যাারা বুঝে পড়ে তারা মুখস্থ পড়ার ছাত্রের চেয়ে বেশি মনে রাখতে পারে এবং মেধাবী হয়।

সংকলনে ঃ শামসুর রহমান সোহেল

জানা অজানা

- **মাকড়শা কিভাবে সন্তান জন্ম দেয়?**
  মাকড়শার ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। মা মাকড়শা সেই ডিম নিজে বহন করে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত। প্রকৃতির নিয়মে এক সময় ডিম ফুটতে শুরু করে। নতুন প্রাণের স্পন্দন দেখা যায় ডিমের ভেতর । এসেছে নতুন শিশু কিন্তু খাদ্য কোথায়?
  ক্ষুধার জ্বালায় ছোট ছোট মাকড়শা বাচ্চারা মায়ের দেহই খেতে শুরু করে ঠুকরে ঠুকরে। সন্তানদের মুখ চেয়ে মা নীরবে হজম করে সব কষ্ট, সব যন্ত্রনা। এক সময় মায়ের পুরো দেহই চলে যায় সন্তানদের পেটে। মৃত মা পড়ে থাকে ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে, সন্তানেরা নতুন পৃথিবীর দিকে হাঁটতে থাকে।

- **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামের সাথে মিশে আছে শুধু ঘৃনা; তাই না??**
  তবে, আপনি জানেন কি? আমরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা শোষিত হলেও ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু ঠিকই পলাশীর যুদ্ধে বাংলার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল...কাজেই শুধু ইস্ট ইন্ডিয়া না; ব্রিটিশ কোম্পানী ঘৃণার পাত্র।

- **প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় ৮২০০ মানুষ এইডসে (HIV ভাইরাস) আক্রান্ত হচ্ছে!!!**
  * বর্তমান বিশ্বে প্রায় ২ মিলিয়নেরও বেশি বাচ্চা HIV ভাইরাস নিয়ে বেঁচে আছে!!!
  * গত বছরে এইডসে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষেরও বেশি!!!
  * এইডসে আক্রান্ত হবার পর মানুষ সাধারণত ১০ বছরের বেশি বাঁচে না!!!
  * এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়!! ফলে, ছোট ছোট অনেক রোগ তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে!!!
  * একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এইডসের কিন্তু কোনো প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি!! তাই, এইডসে আক্রান্ত হওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্য!!

- **প্রাচীন মিশরীয় রাজারা ফেরাউন বা ফারাও**
  প্রাচীন মিশরের নতুন রাজ্যের সময় ফেরাউনরা ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতা ছিল। "বড় বাড়ি" বলতে তখন রাজাদের বাড়িকে বোঝানো হত কিন্তু মিশরীয় ইতিহাসের গতিপথের সাথে সাথে তা হারাতে বসে ছিল এমনকি রাজা, এর জন্য ঐতিহ্যবাহী মিশরীয় শব্দের পারস্পারিক পরিবর্তনের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছিল। যদিও মিশরের শাসকরা সাধারণত পুরুষ ছিল, ফেরাউন শব্দটা বিরলভাবে মহিলা শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। ফেরাউনরা বিশ্বাস করত যে দেবতা পুরুষের সাথে জীবনের দেহযুক্ত। এরা নিজেদেরকে সূর্যের বংশধর মনে করত।

  নিজেদেরকে দেবতা বলে মনে করায় তারা বংশের বাইরে কাউকে বিবাহ করত না। ফলে ভাইবোনদের মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হত। ফেরাউনরা মৃত্যুর পরও জীবন আছে বলে বিশ্বাস করত। তাই তাদের মৃত্যুর পর পিরামিড বানিয়ে তার নীচে সমাধিকক্ষে এদের দৈনন্দিন জীবনের ভোগ-বাসনার সমস্ত সরঞ্জাম রক্ষিত করত। মৃতদেহকে পচন থেকে বাঁচানোর জন্য তারা দেহকে মমি বানিয়ে রাখত এবং স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে সমাধিকক্ষের শবাধারে রাখা হত।

শটকাটে মেদ ঝরালে অন্তে খেদ

স্লিম থাকতে চান? ছিপছিপে হওয়ার কিছু 'শর্টকার্ট' আছে। কিন্তু সে পথ ধরলে যে ঘোর বিপদ! উপায় জিম আর ডায়েট।

তেড়েফুঁড়ে শরীরচর্চা করবেন না

উপোস করে থাকা তো বোকামি। আবার রাতদিন জিমে গিয়ে লাগাতার ব্যায়াম করলেও মুশকিলে পড়বেন। ওজন কমবে পরে, আগে আসবে শরীর ভাঙ্গা ক্লান্তি। এনর্জি তখন তলানিতে, খালি ঘুম পাবে। ওজন তুলতে গিয়ে আচমকা লেগেও যেতে পারে যেখানে সেখানে। শরীরের নুন ফুরিয়ে অসুখ হয়ে যেতে পারে। আর, এত কিছুতে কিন্তু মনের ওপর বেশ খারাপ প্রভাব পড়ে। আসলে, ডায়েট আর এক্সারসাইজ, দু'টোর সমতা রেখে ওজন ঝরানোই বিধি। দ্য আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব স্পোর্টস মেডিসিন অ্যান্ড আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বিধান দিয়েছেন, ব্যায়ামের মাত্রাটা একটু বুঝেশুনে ঠিক করতে হবে। সপ্তাহে কয়দিন স্ট্রেন্থ ট্রেনিংয়ের মতো শক্ত ব্যায়াম করবেন আর ক'দিন একটু হালকা গা ঘামালেই চলবে, সেটা ছকে নিতে হবে। তার সঙ্গে নিয়ম মেনে খাওয়াটাও চালাতে হবে। তবেই তো চেহারা খানা টিকবে।

ঔষুধে কি খিদে মেটে?

যদি একটা ঔষুধ খেয়েই সবাই চটপট স্স্নিম-স্ট্রিম হয়ে যেতে পারতেন, তবে চার পাশে কি এত মোটাসোটা মানুষ দেখা যেত? পেশা ক্ষেত্রে স্লিম থাকতে, অনেকেই কঠোর ডায়েট মেনে চলেন। তাঁরা তখন 'সাপিস্নমেন্ট ফুডস' বা বিভিন্ন 'ডায়েট পিলস' খান। ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে প্রিয় তারকাদের সাক্ষাৎকার পড়ে অনেকেই ভাবেন, তা হলে আমিও এর মতো ওষুধ খেয়ে স্লিম হব। তাতে কিন্তু বিপদ কম নয়। এ সব ঔষুধ খেলে শরীরে জল ও খনিজ লবনের ভারসাম্য বিগড়ে যেতে পারে। তার জন্যই এক দম খিদে পায় না, একটু খেলেই পেট ভরে যায়। এতে শরীর কম এনার্জি, কম পুষ্টি, কম ক্যালোরিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ক্যালোরি পুড়বে না বেশি, তাই যতই কম খান, ওজনও আর আগের মতো ঝরবে না। এ সব ওষুধ সকলের সহ্য হয় না। নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন সামলাও সেই সব উটকো ঝামেলা।

তামাক নিপাত যাক

পাগলামি বলুন আর অবিশ্বাসে মাথা ঝাঁকান, বাস্তবে কিন্তু আসলেই এমনটাই হচ্ছে। অনেকেই স্স্নিম থাকার লোভেই ধুমপান করেন। আসলে ধোয়া পেটে গেলেই খিদে মেরে দেয়। তাই, যারা ডায়েট নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন, পেট একটু চুঁইচুঁই করলেই একটা সিগারেট ধরান। ব্যস, আর কিছু খেতে হল না। সেই থেকেই পড়েন নেশার খপ্পরে। তার পর তামাকজনিত যাবতীয় রোগব্যাধি উৎপাত শুরু করে। স্লিম মডেল সুলভ চেহারার বদনে গাল তুবড়ে, শরীরের লাবণ্য শুকিয়ে কাঠোখোট্টা বুড়োটে দেখায়। তার পর কাশি, হার্টের অসুখ বা ক্যান্সার ইত্যাদির ভয়ে যখন জবরদস্তি করে সিগারেটটা ছাড়েন, তখনই বেঢপ মোটা হতে শুরু করেন। এ ভাবে, বাইরেটাকে জোর করে ভেঙেচুরে 'স্লিম' হওয়া যায় না। তাতে কাঠির মতো, একটা বুগি ধরনের চেহারা পাওয়া যায়। তার থেকে ভেতরটা ভাল রাখার চেষ্টা করুন। পুষ্টিকর খাবার আর নিয়মিত শরীরচর্চা, এ দু'টো মেনে চললে আপনা আপনিই চেহারাটা ধরে রাখতে পারবেন।

সিগারেটের ধোয়ায় একটা দানব সৃষ্টি হয়েছে

অন্যের ডায়েট চার্ট মানবেন না

আমার ইন্টরনেট সব জানে কথাটা আংশিক সত্যি। জিজ্ঞাসা করলে ইন্টারনেট নিমেষে একটা ডায়েট চার্ট ধরিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা তো সবার জন্য একটা গড় করে নিয়ে হিসেবে করা তালিকা। অথচ সবার চাহিদা তো মোটেও এক হতে পারে না। তাই, তাতে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার খুব একটা লাভ হবে না। আরে বাবা, ইন্টারনেট তো আর সাক্ষাৎ আপনাপকে দেখে, ওজন উচ্চতা-কাজ মেপে ঠিকঠিক ডায়েট চার্টটা বানাতে পারে না। সেটা পারেন এক জন মানুষ, পেশায় যিনি পুষ্টিবিদ। ইন্টারনেট না হোক, বন্ধু বা সহকর্মীর ডায়েট শুনেও সিদ্ধান্ত নেবেন না। পুষ্টিবিদের কথা মতো ডায়েটচার্ট মেনে চলুন। গড়নটা ছিমছামই থাকবে।

উপোসে পুণ্য কই?

একেবারে না খেয়ে থাকলে প্রথম দিকে কিছুটা মেদ কমবে। কিন্তু দেহটা প্রয়োজনীয় পুষ্টিই পাবে না। তখন ক্ষতি পূরণ করার করার জন্য দেহের হাড়মজ্জা পেশি থেকে পুষ্টিগুণ টেনে নেবে। তাতে মাংসপেশিগুলো খুব দুর্বল হয়ে যাবে, শরীরে জলের অংশও আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যাবে। শরীর যন্ত্রটা আস্তে আস্তে বিকল হতে থাকবে। জিরো ফিগার বানাতে গিয়ে, খাব না খাব না করে, দুনিয়া থেকে একেবারে উরে যাওয়ার ঘটনাও তো শোনা গিয়েছে। তবে, মারা না গেলেও, দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে না খেলে আপনার উদ্দেশ্য বিশেষ সফল হবে না। তার কারণ, পেটে কিল মেরে, উপোস করে পড়ে থাকলে দেহের বিপাক হারও কমে যায়। তখন অল্প ক্যালোরিতেই দেহ কাজ চালিয়ে নিতে শিখে যায়। না খেয়ে থেকে থেকে এই কারণেই খিদে মরে যায়। শরীর ক্যালোরি পুড়িয়ে ঝরঝরে থাকার অভ্যাসটাই ভুলে যায়। গ্যারান্টি রইল, অল্প খাবার খেলেও আপনি তখন মোটা হতে থাকবেন। ব্যস, দু কূলই ডুবল।

দৈনন্দিন জীবনে টুকিটাকি সমস্যা ???

• যদি এবং গলা ধরে থাকলে, এক বাটি জল গরম করতে দিন। জল ফুটতে থাকলে এতে দুই ডেবিল চামচ নুন মেশান। এ বার নাক ও মখ দিয়ে ফুটন্ত জলের বাস্প টেনে নিন। নাক দিয়ে জল পড়াও কমবে, গলায় পাওয়া যাবে।

• প্রচন্ড হাঁচি হতে থাকলে এক টুকরো কাপড়ে বেশ খানিকটা কালো জিরে রেখে পুঁটলি মতো করে নিন। এ বার এটি শুকতে থাকুন। হাঁচি কমে যাবে।

• মুখের দুর্গন্ধ থাকলে কয়েক টুকরো দারচিনি এক কাপ জলে ফুটিয়ে নিন। জলটা পরিস্কার বোতলে ভরে রাখুন। মাঝে মাঝে মাউথ ওয়াশ হিসেবে একটি ব্যাবহার করলে মুখের দুর্গন্ধ কমে যায়। ছোট এলাচের দানা চিবোলও নিঃশ্বাস তরতাজা হয়।

• এল সি ডি স্ক্রিন সাধারণ টি ভি স্ক্রিন-এর মতো পরিস্কার করা যায় না, কারণ এগুলো খুব স্পর্শকাতর হয়। পরিষ্কারের আগে খুব নরম কাপড়ের টুকরো বা ব্রাশ দিয়ে স্ক্রিন থেকে আলগা ধুলো ঝেড়ে ফেলুন। এ বার এল সি ডি স্ক্রিন পরিষ্কারের জন্য নির্দিষ্ট সলিউশন-এ অল্প জল মিশিয়ে অন্য একটি কাপড়রের টুকরোয় স্প্রে করুন। এটি দিয়ে স্ক্রিন মুছে দিন। লক্ষ্য রাখবেন, মোছার সময় কোনও অংশ যেন জোরে চাপ না পড়ে বা আঁচড় না লাগে।

• বালিশের ওয়ার, বিছানার চাদর বা পরদা ইস্ত্রি করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এগুলোকে ধোয়ার পর হাত দিয়ে যতটা সম্ভব টানটান করে ভাঁজ করে নিন। এ বার আপনার শোওয়ার ঘরের বিছানার তলায় পরিপাটি করে পেতে দিন। সপ্তাহখানেক পর দেখবেন সুন্দর ভাঁজ হয়ে গিয়েছে।

• আসবাব দ্রুত পরিষ্কার করতে চাইলে হাতে একটা মোজা লাগিয়ে নিন। এ বার আসবাবের গায়ে মোজাসুদ্ধ হাতটা বুলিয়ে নিন। দেখুন কত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যায়। চেয়ারের একটা পায়া অন্যগুলোর চেয়ে সামান্য ছোট বলে বসতে গেলেই নড়ছে। কী করবেন? জলের সরু পাইপের একটা ছোট অংশ মাপ মতো কেটে পায়ার তলায় আঠা দিয়ে আটকে দিন। চেয়ার আর নড়বে না।

• ঘরে সিগারেট খেলে তার গন্ধ সহজে যেতে চায় না। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিন। দেখবেন, গন্ধ উধাও। রান্নাঘরে পোড়া খাবারের গন্ধও এই পদ্ধিতিতে দূর করা যায়।

• পিঁপড়া শসা অপছন্দ করে। পিঁপড়ার উপদ্রবে শসা ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

• পরিষ্কার বরফ পেতে ঠান্ডা করার আগে পানি ফুটিয়ে নিন।

• কাপড়ে চুইং গাম?.... কীভাবে দূর করবেন? চিন্-ার কোন কারণ নেই। কাপড়কে এক ঘন্টা ফি"জে রেখে ঠান্ডা করুন। চুইং গামের গোষ্ঠী শুদ্ধ দূর হবে।

> সাদা কাপড়কে আরো সাদা করতে চান? গরম পানিতে লেবুর টুকরা দিয়ে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলেই হবে ।

> চুল ধোয়ার আগে এক চামচ পরিমাপ ভিনেগার দিন। শাইনি হবে।

> ডিম তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করতে গরম পানিতে লবন ব্যবহার করতে পারেন।

> কাপড়ে কালি পড়ে গেছে? চিন্-ার কারণ নেই। টুথ পেস্ট ঢেলে দেন। ভাল করে শুকান। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

অনিদ্রা থেকে বাঁচার উপায়

১. মাঝ রাতের আগে ঘুমাতে যাওয়া।

২. রাতের খাবার রাত ৯ টার মধ্যেই সেরে ফেলা।

৩. রাতের খাবার খেয়েই শোবেন না। কিছুণ হাঁটাহাটি করা কিংবা পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প করা, তারপর ঘুমাতে যাওয়া।

৪. রাতের খাবার সহজপাচ্য ও হালকা হওয়া ভালো।

৫. ঘুমাতে যাওয়ার আগে কোনো ফল খাওয়া।

৬. শোয়ার আগে মধুমিশ্রিত গরম দুধ খেতে পারেন। সন্ধ্যার পর চা কফি পান করা বাদ দিন

৭. শুয়ে শুয়ে টিভি দেখবেন না, কিংবা শোয়ার ঘরে টিভি রাখবেন না।

৮. লাইট নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে শুতে পারেন কিংবা হালকা আলোও ঘরে রাখতে পারেন।

৯. মনে মনে ঘুমের জন্য ইতিবাচক ভাবনা তৈরি করুন।

১০. এতো কিছুর পরও যদি ঘুম না আসে, তখন একটা গল্পের বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে থাকুন; ঘুম চলে আসবে।

চুলকে খুশকি মুক্ত রাখতে চান?

> সপ্তাহে একদিন নারিকেল তেল হালকা গরম করে মাথার তালুতে সামান্য করে গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মাথায় জড়িয়ে ২০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। গরম ভাপে খুশকি মাথার তালু থেকে উঠে আসবে। পরপর তিন সপ্তাহ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

> লেবুর রস খুশকি রোধে বেশ উপকারী। নারিকেল তেলে লেবুর রস মিশিয়ে মাথায় তালুতে লাগিয়ে কিছুণ রেখে শুধু পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে পরদিন শ্যাম্পু করুন।

> শ্যাম্পু করার পর এক মগ পানিতে একটি লেবুর রস মিশিয়ে চুল ধুয়ে নিলে খুশকি যেমন কম হবে, তেমনি চুল বেশ ঝকঝকে ও হালকা হবে।

> পেঁয়াজের রস খুশকি প্র তিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে। একটি পেঁয়াজ থেঁতো করে এর রস চুলের গোড়ায় লাগান। সাবধান, চোখে যেন না পড়ে।

> চুলে অন্-ত সপ্তাহে একদিন নারিকেল তেল ব্যবহার করুন, যা চুলকে করে তুলে খুশকিমুক্ত।

> মাথায় মানসম্পন্ন খুশকি প্রতিরোধক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, আপনার চুল হয়ে উঠবে আরও সুন্দর।

(সংগৃহীত)

অহনাদের কথা

মোঃ মুসা সরকার, প্রধান শিক্ষক,
এক্তিয়ারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সুমন আর অহনা দুই ভাই বোন। এক সাথে চলাফেরা বড় হওয়া। লেখাপড়া সবকিছু সমানতালে অতিবাহিত হচ্ছে। বাবা বেচে নেই। পরিবারিক অবস্থা ভালো নয়। অসহায় মা বাড়িতে মোরগ মুরগি পালন, শাক সবজি চাষ ও একটি গাভির দেখাশুনা করেন। তাতে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনমতে দিন যাপন করেন। খাবার হয়তো কাপড় হয়না। পড়শীর অবস্থাশালী ছেলেমেয়েদের পুরোনো কাপড় চেয়ে এনে ছেলে মেয়ে দুটির কাপড়ের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস রাখে। স্কুলের পড়ার খরচ, বই, খাতা, কলম কত কি যে লাগে, তা মেটাতে মা একেবারে হাপিয়ে উঠেন। অহনা বলে, "মা আমি না হয় তোমার সাথে সাথে বাড়িতে দেখাশুনা করি। ভাইয়া শুধু পড়ুক। সে মানুষ হলেই আমাদের এত কষ্ট থাকবেনা।" মা বলে, "চুপ বোকা মেয়ে কোথাকার। আমি কি মরে গেছি, যতদিন বেঁচে আছি আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে তোমাদের বড় করব। প্রয়োজনে মানুষের বাড়িতে কাজ করব। তবুও তোদের পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ ততে হবে, এটাই আমার শেষ কথা।"

অহনারা একসময় শহরে থাকত। বাবা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে চাকুরিটা নিয়ে স্থানীয় লোকদের সাথে অনেক দ্বন্দ্ব বাধে। ইস্তফার নকল স্বাক্ষর দিয়ে তাঁকে আইন আদালতের ভয় দেখিয়ে চাকুরিচ্যুত করার চেষ্টা করে। এজন্য তার বাবাকে অনেক বছর মামলা মোকাদ্দমায় লড়তে হয়। শেষে অহনার বাবা আমিন সাহেবের পক্ষেই রায় হয়। কিন্তু ততদিনে তার জমিজামার যে সম্বলটুকু ছিল তা শেষ হয়ে যায়। সর্বশান্ত হয়ে ধীরে ধীরে তার শরীর স্থবির হয়ে আসে। শরীর আর তার কুলায় না। আমিন সাহেব প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে যায়। অহনার মা শরিফা বেগম স্কুলে বদলী শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু তাও আর বেশিদিন করার সম্ভব হয়নি। অফিস থেকে আদেশ আসে তাদের আর বেতন মঞ্জুর করা হবে না। কি আর করা বেসরকারি চাকুরি কোন পেনসন নেই। শূন্য হাতে ঘরে ফিরতে হয় মাকে। এককালীন সামান্য যা পেয়েছিলেন অফিস খরচ সহ নগন্য। বাবা আর বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। তার শরীর ধীরে ধীরে অবনতির দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে একদিন আমিন সাহেব পরপারে পাড়ি জামালেন।

এদিকে শত কষ্টের মাঝে সুমন আর অহনা এস.এস.সি পেরিয়ে এইচ.এস.সি পাস করে উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে স্বপ্ন যেন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। বাবার অকাল মৃত্যু, মায়ের অমানুষিক কষ্ট অহনার অন্তরকে আঘাত করে। খেয়ে না খেয়ে অতি কষ্টে দিন কাটায় অহনারা। গ্রামে ফিরে আর অধার দেখতে থাকে মা ও মেয়ে। কীভাবে পারি দিবে জীবনের অকুল সমুদ্র। অহনা একসময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এলোমেলো কথাবার্তা বলে। হঠাৎ এদিক সেদিক চলে যায়। মায়ের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গে পরে। ছেলের পড়ার কথা ভাবতে নাকি মায়ের চিকিৎসা। প্রথম বছর সুমন কোচিং ক্লাস করে ডাক্তারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ভতি পরীক্ষা দেয়। কিন্তু তার সে বছরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। খরচের অর্থ যোগান দিতে হিমসিম খায়। পাড়ার ছেলেমেয়েরা টিউশনি পড়িয়ে যা পায় তাও অতি নগন্য। পড়শী, আত্মীয় স্বজনের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে। কেউ কিছু দেয়, কেউ ফিরিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে মাস গড়িয়ে আরও একটি বছর আসে । মায়ের কান দুটির মধ্যে শুধু একটি দুল ছিল, একটি আগেই বেঁচে খরচ যুগিয়েছে। সুমনের এবার কোচিং এ পড়ার সুযোগ হয়নি। বাড়িতে নিজে নিজে আরও অধিক পড়াশুনা করে। মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা দেয়। মায়ের কষ্ট, দোয়া ও আকুলতা বৃথা যায়নি। সত্যি সুমন ২০১১ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়ে যায়। মায়ের চোখে আশার আলো জ্বলে উঠে। বোনটাও যেন শান্ত হয়ে যায়। অনেক কিছু হারানোর মাঝে কিছু একটা অবলম্বন ও পাওয়ার অনন্দ মানুষকে বাচঁতে সাধ জাগায়। ঝাপসা পৃথিবটা একটু একটু করে পরিষ্কার হতে শুরু করে। অহনার আবার স্বপ্ন দেখে জীবনের, স্বপ্ন দেখে উত্তরনের। (একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে).....

একটা মজার জিনিস (ছোটদের জন্য)

২৫৯ X (তোমার কত বয়স লিখ) X ৩৯ = মজার একটা উত্তর আসবে।

অন্য কাউকে এটা করতে বল আর উত্তর টা দেখে বলে দাও যে সে কত বছর ধরেছিল।

Mobile

মোবাইল ম্যানিয়া

Nokia-এর কিছু কিছু মডেলের সেটে BOUNCE নামক গেমসটি থাকে। এই গেমসের কিছু কঠিন লেভেল আছে, যেগুলো পার হওয়া অনেকের কাছে ঝামেলার মনে হতে পারে। এক Level -এর যাওয়ার জন্য সহজ চিটকোড (Cheat Code) আছে। এজন্য -প্রথমে আপনার মোবাইল থেকে BOUNCE গেমসে যান। এরপর Game Type-এ গিয়ে New Game

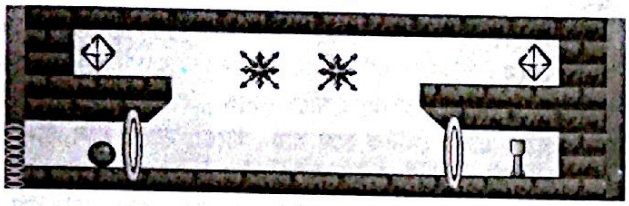

সিলেক্ট করুন। এরপর টাইপ করুন ৭৮৭৮৯৫৯৫, তাহলে পরের Level-এ চলে যাবে। এভাবে প্রত্যেক Level পার হতে পারবেন। একবার ৭৮৭৮৯৫৯৫ টাইপ করার পর পরবর্তীতে আর 78789595 টাইপ করতে হবে না, শুধু চাপলেই হবে।

*** আরেকভাবে লেভের পরিবর্তন করা যায়। খেলার সময় 787899 চাপুন, তারপর ৩ চাপলে পরের লেভেলে যাবে আর ১ চাপলে আগের লেভেলে যাবে। এভাবে প্রত্যেক লেভেলে আগে-পরে যেতে পারবেন।**** BOUNCE গেম খেলার সময় ৭৮৭৮৮৯ চাপুন, তাহলে আর Life যাবে না, অর্থাৎ গেমটি অমর হয়ে যাবে।*** খেলার যেকোনো সময় বলটি উড়ার জন্য ৭৮৭৮৯৯ এবং চাপুন ১ তাহলে বলটি উড়বে। *** আপদি যদি BOUNCE খেলায় High Score করতে চান তাহলে ৭৮৭৮৯৯ চাপুন, তারপর ৫ চাপুন। তাহলে আপনি পরের Level-এ চলে যাবেন এবং ৫০০০ পয়েন্ট পাবেন, অর্থাৎ মোট ১০০০০ পয়েন্ট হবে। এভাবে প্রতিবার ৫ চাপতে থাকুন, কিন্তু ১১ নাম্বার Level-এ যেয়ে ৩ চাপতে হবে। তারপর আবার ৫ চাপতে থাকুন। এভাবে আপনি High Score করতে পারবেন।

Folder Hide

জাভা মোবাইলের Folder আইকন পরিবর্তন এবং Folder Hide করুন কোনো Software ছাড়াই.....!!! আপনার সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভাল। আগেই বলে নিই, ভুল হলে মাফ করবেন। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। চলুন শুরু করা যাক.... আইকন পরিবর্তন করতে, যে Folder-টির আইকন পরিবর্তণ করতে চান, সে Folder-এর শেষে .nth বসিয়ে দিন extension হিসেবে। যেমন: theme folder-এর শেসে .nth

(theme.nth) বসিয়ে দিন। ব্যাস এবার আপনার girl friend/boy friend-এর ফটোগুলো ঐ Folder-এ লুকিয়ে রাখুন (খবরদার প্রক্রিয়া ঠিকভাবে করুন, আন্টির হাতে মাইর খেলে আমার দোষ নাই) থিমের Folder মনে করে আর কেউ ডুকবে না। আর যদি Folder আইকন বাদ দিতে চান তবে .nth এর পরিবর্তে .oth লিখুন এখন দেখুন পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

Folder Hide করতে, ধরুন music-নামের Folder টি hide করবেন, তাহলে music folder-এর jad লিখে দিন। এবার music-নামের আর একটি Folder তৈরি করে তার শেষে .jar বসিয়ে দিন। এখন দেখুন music.jad folder-টি hide হয়ে গেছে। আর unhid করতে music.jar লেখাটি বাদ দিন। এখন দেখুন Folder-টি unhide হয়েছে।

** আপনি যদি নোকিয়া ফোন অনেক দিন থেকে ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আসুন এ ফোনটির বিষয়ে ময়ণাতদন্ত বা খুঁটিনাটি সববিষয় জানার চেষ্টা করি।

--------আপনার নোকিয়া মোবাইলটি আসলে কোন দেশে তৈরি??

যেভাবে কাজটি করবেন:-১ প্রথমে আপনার Nokia মোবাইল এ *#০৬# চেপে IME নাম্বার বের করুন। (কাগজে অথবা প্যাড এ টুকে রাখুন) ২. এখানে ৭ম এবং ৮ম নাম্বারটি দ্বারা আপনি জানতে পারবেন মোবাইলটা কোন দেশের তৈরী।

** নাম্বার দুইটা যদি 00 হয় তাহলে বুঝবেন এই মোবাইলটা অরিজিনাল নোকিয়া সেন্টারের।

** নাম্বার দুইটা যদি 10, 70, 91 বা 01,07,19 হয় তাহলে বুঝবেন এটা ফিনল্যান্ডের তৈরি।

** 02 বা 20 হলে বুঝবেন এটা জার্মানি বা আরব আমিরাতের।

** 30 বা 03 হলে কোরিয়ার।

** 40 বা 04 হলে চায়নার।

** 50 বা 05 হলে ব্রাজিল বা যুক্তরাষ্ট্রের ।

** 60 বা 06 হলে হংকং বা ম্যাক্সিকোর।

**80 বা 08 হলে হাঙ্গেরি।

**13 বা 31 হলে এটি আজারবাইজানের তৈরি।

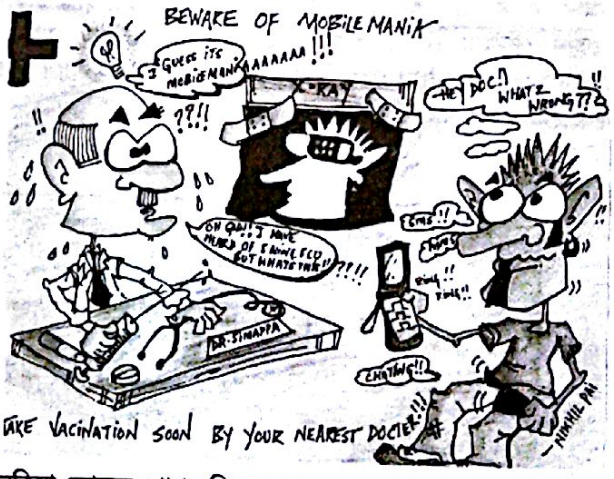

নকিয়া ফোনের গোপন কিছু কোড

>নোকিয়ার সকল ফোনের Default lock code হল: 12345

> Reset factory সেটিংস এর জন্য: *#7780# or *#7370#

> অপেরেটর লোগাসহ LCD ডিসপ্লে ক্লিয়ার করা জন্য: *#67705646#
> সফটওয়্যার ভার্সন দেখার জন্য: *#0000#
> Bluetooth ডিভাইস দেখার জন্য: *#2820#
> সিম Clock allowed status দেখার জন্য: *#746 025625#
> Life timer দেখার জন্য: *#92702689#

আপনি কি আপনার মোবাইল নাম্বার ভুলে গেছেন??
আপনি যে কোন সময় যে কোন অপারেটরের (gp, robi, banglalink, airtel) সীমের নম্বর বের করতে পারবেন এক নিমিসে । যে ভাবে করবেন-
১। GP-*111*8*2#
২। ROBI-*140*2*4#
৩। Banglalink-*666*8*2#
৪। AIRTEL-*121*6*3#
মনে রাখবেন সকল অপারেটরের ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ একদম ফ্রি।

ম্যাজিক কালেন্ডার (Magic Calendar)

২০১২ সালের যে কানো মাসের যেকোনো তারিখ কোন বার, ক্যালেন্ডার না দেখে বের করতে চাও? তাহলে লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

ম্যাজিক ক্যালেন্ডারের ভালো করে বুঝতে পারলে ২০১২ সালের যেকোনো মাসের যেকোনো তারিখ কী বার হবে, তা মনে মনে অঙ্ক কষেই অতি সহজে বলে দেওয়া যাবে। এবার চটজলদি নিয়মগুলো জেনে নাও।
প্রথমে প্রতি মাসের জন্য বরাদ্দ করা সংখ্যাগুলো মনে রাখতে হবে। সংখ্যাগুলো হচ্ছে-
জানুয়ারি=১, (এক), ফেব্রুয়ারি=৪ (চার) মার্চ=৫, (পাঁচ), এপ্রিল=১ (এক), মে=৩ (তিন), জুন=৬ (ছয়), জুলাই=১ (এক), অগস্ট=৪ (চার), সেপ্টেম্বর=০ (শূণ্য), অক্টোবর=২ (দুই), ণভেম্বর=৫ (পাঁচ) ও ডিসেম্বর=০ (শূন্য)।

ধরা যাক কেউ জিঙ্গেস করল, ১ মে কী বার? এখন যদি মে মাসের জন্য বরাদ্দকৃত সংখ্যাটা মুখস্থ থাকে তাহলে সঠিক জবাব দিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে।

কিভাবে সম্ভব তা দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে মে মাসের জন্য বরাদ্দ সংখ্যা সঙ্গে তারিখটি যোগ করতে হবে। তাহলে পাওয়া যাচ্ছে ৩+১=৪। এখন শনিবার থেকে (শুক্রবারের পর থেকে ১ ধরে) আঙুলের দাগে ৪ (যোগফল) পর্যন্ত গুনে এলে পাওয়া যাচ্ছে মঙ্গলবার। এবং এটাই উত্তর। বিশ্বাস হচ্ছে না? ক্যালেন্ডার দেখো তাহলে। ১ মে, মঙ্গলবার মিলেছে। এভাবে যেকোন মাসের যে কোন বার বের করতে গিয়ে যদি যোগফল ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ পাওয়া যায়, তাহলে ওপরে নিয়ম। যদি যোগফল ৭ হয় তাহলে কোনো গণনার প্রয়োজন হবে না। সোজাসুবি বলা যাবে তারিখ টি শুক্রববার। যেমনঃ ৬ এপ্রিল কী বার?

১+৩=৭ (যোগফল)। অতএব, ১ এপ্রিল শুক্রবার। আর যদি যোগফল ৭-এর বেশি হয়, তাহলে যোগফলকে ৭ দিয়ে ভাগ করতে হবে। যদি ভাগপল মিলে গিয়ে কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট না থাকে তখনো তারিখটি হবে শুক্রবার। আর যদি ভাগশেষ বা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে কেবল সেই অবশিষ্ট সংখ্যাই আগের নিয়মে গুনতে হবে। যেমন ধরো ২৩ মার্চ।

৫+২৩=২৮। ২৮ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? ৪। অবশিষ্ট নেই।
অতএব, ২৩ মার্চ শুক্রবার।
আবার ২১ ফেব্রুয়ারি কী বার?
৪+২১=২৫। ২৫ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় ৩ আর অবশিষ্ট থাকে ৪।
অতএব, ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার।
ব্যাপারটা কি খুব কঠিন হয়ে গেল? যারা গণিতে ভালো, তাদের জন্য এটা কোনো ব্যাপারই নয়। আর যারা গণিতে ভালো নও, তারা চর্চা করো।
চর্চা করলে যেকোনো কঠিন ব্যাপার সহজ হয়ে যাবে। আবারও বলছি, এই ম্যাজিক ক্যালেন্ডারটি কেবল ২০১২ সালের জন্যই।

Did You Know?

* পৃথিবীতে কিন্তু সবজু রঙের ডায়মন্ডও (হীরা) পাওয়া যায় !!! কিন্তু তা এতই কম যে, বেশিরভাগেরই দেখায় সৌভাগ্য জোটে না!!!
* বজ্রপাতের সময় কারা বেশি মারা যায় জানেন?? ছেলেরা !! মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বজ্রপাতে মৃত্যুহার ৭ গুন বেশি!!!
* গাজরে কোন চর্বি নেই (0% Fat)
* পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দেখা হয় কোন খেলা জানেন?? ফুটবল!!!
* প্রতিদিন একজন সুস্থ মানুষ গড়ে ৬ বার টয়লেটে যায়!!!

* পৃথিবী যদিও নিজ অক্ষে ঘন্টায় ১০০ মাইল বেড়ে ঘোরে, কিন্তু অবিশ্বাস্য গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে, ঘন্টায় প্রায় ৬৭০০০ মাইল বেগে।
* পৃথিবীতে বছরে প্রায় ১০০০০০০০০ এরও বেশী ভূমিকম্প হয়ে থাকে।
* প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীতে প্রায় ১০০ বজ্রপাত হয়ে থাকে।
* বজ্রপাতে প্রতি বছর প্রায় ১০০০ লোক মারা যায়।
* আপনি চোখ খুলে কখনই হাঁচি দিতে পারবে না। আয়নার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।
* কাঠবিড়ালীরা পিছু হটতে পারেনা। মানে পেছন দিকে যেতে চাইলেও পুরো উল্টা ঘুরে তারপর ওদেরকে পিছন দিকে যেতে হয়।
* মানব মস্তিস্ক শরীরের আয়তনের মাত্র ২% হলেও এর শক্তি চাহিদা অনেক। মোট শক্তির ২০%
* চোখের একটা পলক ফেলতে ০.৪ সেকেন্ড সময় লাগে।
* প্রজাপতি তার পায়ের সাহায্যে স্বাদ গ্রহণ করে।
* কোনো কিছুর সাহায্যে ছাড়া, আপনি নিজের শ্বাস বন্ধ রেকে মৃত্যবরণ করতে পারবেন না।

* এন্টারটিক এর মোট বরফের প্রায় তিন শতাংশ পেংগুইনের প্রস্রাব দিয়ে তৈরি।
* একটি স্পেস শাটল স্টার্ট দিলে আমরা যে ধোঁয়া দেখি আসলে ধোঁয়া নয় জলীয় বাষ্প।
* Marlboro সিগারেট কোম্পানীর প্রথম মালিক (Philip Morris) ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা গেছেন।
* ভেসলিন আবিস্কারক Robert Chesebroigh প্রতিদিন সকালে এক চামচ ভেসলিন খেতেন!
* প্রাচীন রোমে মানুষের মুত্র কাপড় ধোয়ার সাবানের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতো! এর কারণ ছিল মুত্রের অন্যতম উপাদান অ্যামোনিয়া।
* ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে তৈরি একটি কেক পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো কেক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যা প্রায় ১১৩ বছর ধরে আজও অক্ষত আছে।
* মিশরীয়রা বরাবরই বিড়ালভক্ত। প্রাচীন আমলে তারা বিড়াল এতটাই ভালবাসতো যে পোষা বিড়ালের মৃত্যুর শোকে চোখের ভ্রু ফেলে দিতো।
* একজন মানুষ এক বছরে গড়ে ১৪৬০ টি স্বপ্ন দেখে।
* পৃথিবীতে মাত্র ১৪টি দেশে বাঘ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ এর মধ্যে একটি!!!
* চীন ও আমেরিকা উভয়ই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সহায়তা করেছিল!!!
* সুইজারল্যান্ডের মানুষরা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি চকোলেট খায়!!!
* পৃথিবীতে মাত্র ১৮টি দেশ আছে যারা বিল গেটস এর চেয়ে ধনী!!!
* বিট্রিশ রাজা প্রথম জেমসের জিহ্বা এতটাই বড় ছিল যে, তা মুখের ভেতর পুরোটা রাখা যেত না। এজন্য তাঁর মুখ দিয়ে সমসময় লালা ঝরত। ঠিকমতো খেতেও পারতেন না।
* জেলজ কেভলিভ নামে এক ব্যক্তি ১০৫ বছর ঘাস খেয়ে বেঁচে ছিলেন!!!
* যারা তেরো (১৩) সংখ্যটিকে ভয় পায় তাদের অসুখকে ট্রিসকাইডেকাফোবিয়া (Triskaidekaphobia) বলা হয়!!!
* শ্রীংলকা হচ্ছে একমাত্র অমুসলিম দেশ যেখানে টেলিভিনে এবং রেডিওতে ৫ ওয়াক্ত আযান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে!!!
* টাইটানিকে অঙ্কিত কেট উন্সলেটের স্কেচ করা ছবিটি অঙ্কন করেছিলো কে জানেন? ছবির পরিচালক জেমস ক্যামেরন!!!
* আপনি জানেন কি? শ্রীলঙ্কান ওপেনার দিলশান (Tikakaratne Dilshan) আগে মুসলমান ছিলেন। তার আগের নাম ছিল তুয়ান মুহাম্মদ দিলশান (Tuwan Mohammad Dilshan) বর্তমানে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম পালন করেন।

অবাক পৃথিবী !!!

সংজিয়াং (Songjiang) হোটেল: চীনের সাংহাই এর কাছাকাছি সংজিয়াং হোটেলটি যেন একটি গভীর খাদের মধ্যে স্বর্গকে নিয়ে আসা! হ্যা সংজিয়াং হোটেলটির ফাউন্ডেশন বা হোটেলটি তৈরি হবে ১০০ মিটার গভীর খাদে। ৪০০ কক্ষ বিশিষ্ট এই পাঁচ তারকা হোটেলটির নকশা করা হয়েছিল কিছু অভিজ্ঞ চীনা স্থাপত্যবিদ দ্বারা।

এই চিত্তাকর্ষক ধারণাটি প্রথম নিয়ে আসে ব্রিস্টল ভিত্তিক Atkins স্টুডিও এবং এই হোটেলটি নির্মাণ করতে কোন জমি ধ্বংস করতে

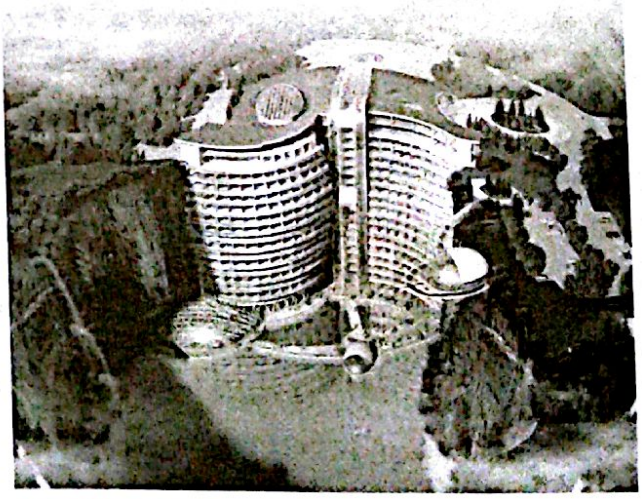

হবে না, কারণ পুরো হোটেলটিই নির্মাণ হবে একটি বিশাল খাদে, হোটেলটির সামনে থাকবে একটি প্রাকৃতিক জলধার এবং ঐ লেকের পানি গরম রাখা থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন সবকিছু করা হবে ভূ-তাপীয় শক্তি (geothermal energy) থেকে।
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে হোটেলটির ছাঁদে থাকবে-একটি বিশাল সবুজ মাঠ, ১০০ জন ধারণ ক্ষমতার একটি কনফারেন্স হল, রেস্টুরেন্ট, ক্রীড়া ও সকল প্রকার চিত্তবিনোদন সুবিধা অন্তর্ভূক্ত থাকবে এবং হোটেলের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে জল ভিত্তিক সব ধরণের ক্রীড়া সুবিধাসহ একটি আধুনিক সুইমিং পুল।

যেভাবে এলো ইন্টারনেট

বর্তমান তথ্যের মহাসমুদ্র ইন্টারনেটের ধারণা ১৯৬০ সালের পূর্বে ছিল না। ১৯৬১ সালের দিকে প্রথম প্যাকেট সুইচিংরে ধারণা আসে। এই প্যাকেট সুইচিং ইন্টারন্যাটের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, ১৯৬৯ সালে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণা সংস্থা অরয়াডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি (আরপা) পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থার সাথে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু করে। উলেস্নখ্য, এতে প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত ছিল। আরপা-এর রবার্ট কান ও ভিনটিন সার্ফ ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রটোকল এবং ইন্টারনেট প্রটোকল (টিসিপিআইপ) তৈরি করেন।

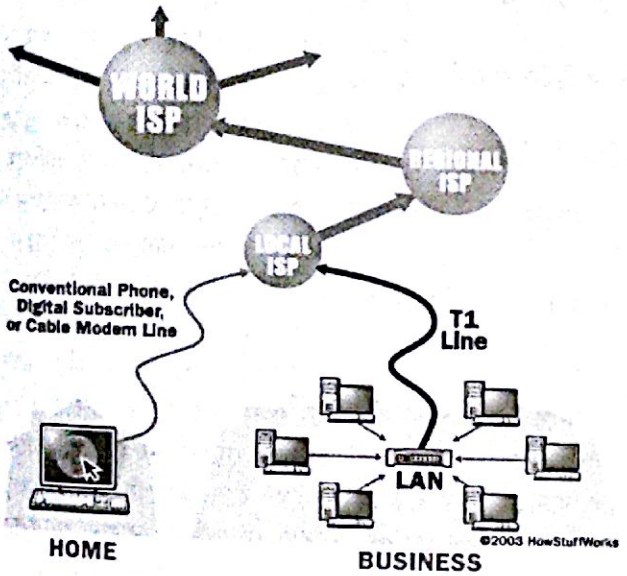

১৯৭৫ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের মধ্যে টিসিপি আইপির প্রথম পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। ১৯৮১ সালে আইবিএম সহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠান এ ধরণের নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন এনএসএফ নেট নামক এক ধরণের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অবশেষে টিসিপিআইপ প্রটোকল ইন্টারনেটের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯১ সালে দিকে ইন্টারনেটের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের কার্যকর পদক্ষেপ। ১৯৯৩ সালে উইন্ডোস অপারেটিং সিষ্টেমে প্রথম ওয়েভ ব্রাউজার চালু করা হয়। এরপর দ্রুত ইন্টানেটের প্রসার হতে থাকে।

৩. মিশরের পিরামিড:

মিশরীয় পিরামিড সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের একটি। কেননা এটি কখন নির্মান করা হয়েছে এই বিষয়ে শক্তিশালী কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এটি যে সময় নির্মান করা হয়েছিল তখন স্থাপত্যের বিকাশ তেমন একটা ঘটেনি, তারপরেও কিভাবে এত বড় পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়। পিরামিড নির্মানের পিছনেও অনেক রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যেমন পিরামিড নির্মানের উদ্দেশ্য কি এবং কখন এ সুবিশাল পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। বেশ কিছুদিন আগে বিজ্ঞানীগণ এইসব প্রশ্নের কিছু উত্তর খুজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই মনে করেন পিরামিড ৩২০০ খ্রিষ্টপূর্ব আগে নির্মান করা হয়েছিল, তবে অনেক বিজ্ঞানী এটি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন এই বলে যে পিরামিড অন্তত ১০,০০০ বছরেরও পুরানো।

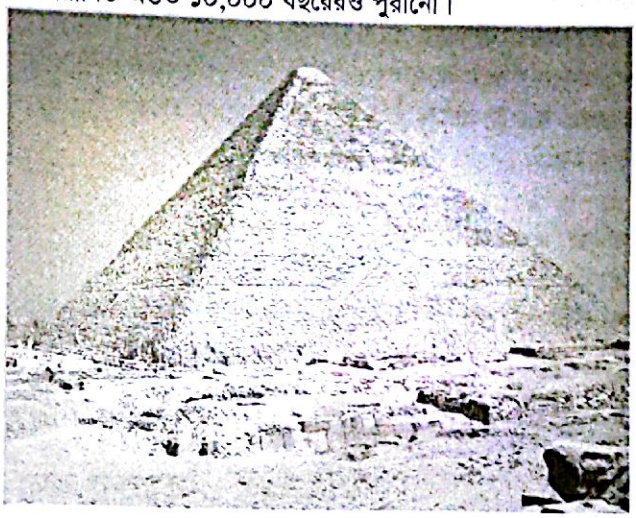

পিরামিডের সবচেয়ে অশ্চর্যের বিষয়টি হয় তখনকার সময় ভারী পাথর সারানো বা সাজানোর কাজগুলো কিভাবে করা হয়েছিল যেখানে পিরামিডের এক একটি পাথরের ওজন ২-৯ টন। এত উচুতে তারা কিভাবেই বা পাথরগুলো উঠাল এবং বসাল। মরুভূমির মধ্যে এত পাথরই বা তারা কোথায় পেল? এইসব প্রশ্নের উত্তর আজও বিশ্বের মানুষের কাছে এক রহস্য হয়ে রয়েছে যা হয়ত পৃথিবী বিলুপ্ত হবার আগ পর্যন্ত থাকবে।

কৌতুক

** স্যার ঃ তুমি বড় হয়ে কী করবে?
ছাত্র ঃ বিয়ে ।
স্যার ঃ আমি বোঝাতে চাইছি, বড় হয়ে তুমি কী হবে?
ছাত্র ঃ জামাই ।
স্যার ঃ আরে আমি বলতে চাইছি, তুমি বড় হয়ে কী পেতে চাও?
ছাত্র ঃ বউ।
স্যার ঃ গাধা, তুমি বড় হয়ে মা-বাবার জন্য কী করবে?
ছাত্র ঃ বউ নিয়ে আসব।
স্যার ঃ গর্দভ, তোমার মা-বাবা তোমার কাছে কী চায়?
ছাত্র ঃ নাতি-নাতনী।
স্যার ঃ ইয়া খোদা!....তোমার জীবনের লক্ষ্য কী?
ছাত্র ঃ বিয়ে ।
স্যার অজ্ঞান..... ।

রোমান কথা

চিরদীপ উপাধ্যায় ও অনির্বাণ ভট্টাচার্য

খ্রিস্টপূর্ণ ৩২৩ সালে বত্রিশ বছরের তরুণ আলেকজান্ডারের মৃত্যু হল যখন, রোম তখনও রিপাবলিক। আরও প্রায় দুই শতাব্দী পরে, খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৬ সালে তিন নম্বর পিউনিক ওয়র-এ জয়ী হয়ে দক্ষিণের প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজকে (একনকার টিউনিসিয়ার একটি অংশ) আক্ষরিক আর্থে ধূলিসাৎ করে সেই মাটিতে নুন মিশিয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রোমের অধীশ্বররা পুর্ব দিকে মুখ ফেরালেন। বেশি দিন লাগল না গ্রিসকে কব্জায় আনতে। মোটামুটি খ্রিষ্টপূব প্রথম শতাব্দী হাজির হওয়ার আগেই গ্রিসের ইতিহাস আর বোমের ইতহাস মিলেমিশে একাকার।

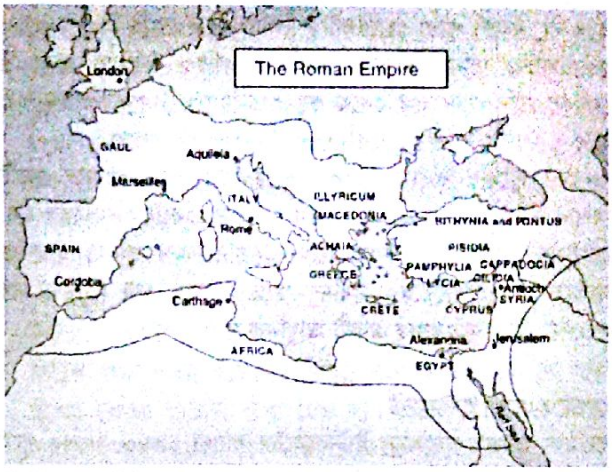

সত্যিই একাকার। রোম গ্রিসকে দখল করল, এবং গ্রিসের হাতে বাঁধা পড়ল। তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার মন তার মনন, তার শিক্ষা, তার শিল্প, তার স্থাপত্য, তার দর্শন, সর্বাঙ্গে এবং সর্বঅঙ্গ:করণে গ্রিসের আমোষ প্রভাব। রোমান বর্ণমালা, যা আমাদর নিত্যসঙ্গী, গ্রিক অক্ষরেরই সন্তান। এমনকী রোমান দেবতারাও আসলে গ্রিক দেবতা, ভিন্ন নামে জিউস হলেন জুপিটার, আফোদিতে হলেন ভিনাস, আথেলনা হলেন মিনার্ভা, অ্যাপোলো স্বনামেই ধন্য হলেন। স্বর্গ মর্ত পাতাল গ্রেকো-রোমা সিভিলাইজেশন সর্বত্রগামী হল।

> কর্মযোগে দেড় হাজার বছর রোমানরা আগাগোড়া কাজের কথা বুঝে এসেছেন। যে কোনও বিদ্যাকে সহজ করে তোলা, এবং তাকে কাজে লাগিয়ে ফেলা, এটাই তাঁদের স্বভাবধর্ম।

তবে কি সভ্যতার ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের নিজস্ব অবদান শূণ্য? যা আছে, সবই ধার করা? মহামান্য জুলিয়াস সিজার অপরাধ নেবেন না, এক দিন থেকে ব্যাপারটা সে-রকমই বটে। সিসেরো, সেনেকা বা ট্যাটিটাস, এমনকী দার্শনিক-সম্রাট মাকাস অরেলিয়াস, সবাই খুব বুদ্ধিমান, পন্ডিত ও বটে, কিন্তু নিজস্ব তত্ব বা দর্শনে ভান্ডার তাঁদের কারও ই সমৃদ্ধ নয়, তাঁরা বড়জোর বিচক্ষণ উপদেষ্টা, রাজপুরষকে রাজচালনার পরামর্শ দেন, মাকিয়াভেলি যথা। এবং তাঁরা নিজেদের ধারণার সমিধ সংগ্রহ করেছেন গ্রিক তাত্বিকদের থেকে। কি বিদ্যার্চ্চায়, কি শিল্পসাধনায় হাজার বছরের ইতিহাসে বিশুদ্ধ রোমান বলে কিছুই নেই। যেখানে দুর্বলতা, সামর্থ্যও সেখানেই। রোমানরা

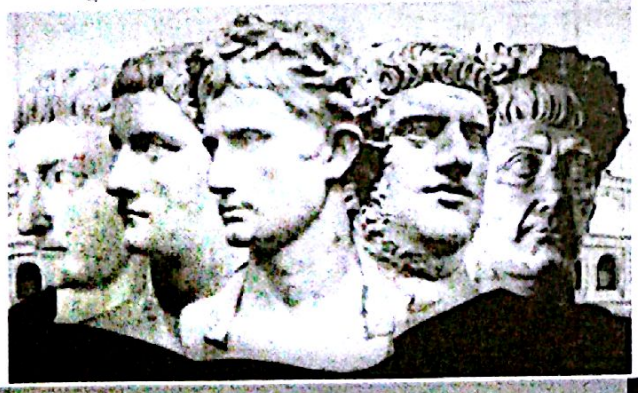

আগাগোড়া কাজের কথা বুঝে এসেছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা? জগৎ ও জীবনের রহস্য সন্ধানের আনন্দ? দর্শনের দুরুহ তত্ব বোঝার, অথবা না-বোঝার অতিন্দ্রিয় অনুভূতি? না: সে সবে তেমন মতি নেই তাঁদের। যে কোনও বিদ্যাকে সহজ করে তোলা, এবং তাকে কাজে লাগিয়ে ফেলা এটাই রোমানদের স্বাভাবধর্ম। এই স্বাভাবই রোমান সভ্যতাকে ধারণ করে রেখেছিল। গ্রিক দার্শনিকদের গভীর তত্বচিন্তার ফসলগুলিকে তাঁরা পরিবেশন করলেন সহজ সরল কিছু সদুক্তির সমাহার হিসেবে, রোজ মন দিয়ে কয়েক বার আবৃত্তি করলেই যা মুখস্থ হয়ে যায়। গ্রিক এবং মিশরীয় বিজ্ঞানের গবেষণা কাজ লাগিয়ে তাঁরা নানান কাজের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলেন। পাথরে বাধানো রোমান রাজপথ পরিবহন, বানিজ্য ও যোগাযোগের আশ্চর্য উন্নতি ঘটাল। সাম্রাজ্য ধরে রাখার কাজটাও বহুগুন সহজ করে তুললো। তৈরি হল অ্যাকুইডাক্ট দূর থেকে নদীর জল দিয়ে আসার পাকা বন্দোবস্ত, ফসলের খেতে জলসেচের সঙ্গে সঙ্গে জনপদে অফুরন্ত জলের জোগান দেয়ার ব্যবস্থা হল। যাকে আজ আমরা 'কোয়ালিটি অব লাইফ' বলে আখ্যায়িত করি, দেড় হাজার বছর আগে সে বস্তু কোথায় পৌছেছিল, রোমান আমলের নাগরিক স্নানাগার (বাথ)-এর ধ্বংসাবশেষ দেখলে এখনও সেটা দিব্যি টের পাওয়া যায়।

এই পারোয়ারি বুদ্ধি নরলোক ছাড়িয়ে প্রসারিত হয় দেবলোকেও। রোমান সম্রাটরা ক্রমে নিজেদের ওপর দেবত্ব আবোপ করলেন, হয়ে উঠলেন চলমান ঈশ্বর। এই দৈব মহিমা সাম্রাজ্যকে বহুগুণ টেকসই করেছিল। তবে দেশ এবং কালের গন্ডি অতিক্রম করে বেঁচে থাকার অতুলনীয় নিদর্শন হিসেবে রোমের যে উত্তরাধিকারটি প্রাত:স্মরণীয়, সেটি হল আইন। গ্রিক পন্ডিরাও সমাজবিধি, রাষ্টনীতি নিয়ে বিস্তর ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভাবনার ভরকেন্দ্র ছিল জাস্টিস বা ন্যায়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি কী ভাবে ন্যায়সম্মত হবে, সেই বিষয়ে তারা রাজ্যশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় নানা বিধান স্থির করে সেগুলি লিখে ফেললেন। রাজত্ব বিস্তারের শুরুতেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল এক ডজন সারণি 'টুয়েলভ টেবলস'।

প্রথম যুগে কাঠের, পরে ব্রোঞ্জের ফলকে খোদাই করা হল সম্পত্তি থেকে চুক্তি, দাম্পত্য থেকে ক্রীতদাস, বিভিন্ন বিষয়ে আইনকানুন। তার পর যেখানেই রোমান অধিকার জারি হল, সেখানেই প্রকাশ্য স্থানে ফলকগুলি প্রতিষ্ঠা করা হল। রোমান বিধি ছড়িয়ে পড়ল সাম্রাজ্যের হাত ধরে। ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ান দন্ডবিধিকে একটা সংহত রূপ দিলেন, 'কোডেক্স কনস্টিটিউশনাম' হয়ে উঠল পশ্চিম দুনিয়ার যাবতীয় আইনের কেন্দ্রবিন্দু।

সন্দেই নেই, রোম গ্রিসের সন্তান। সন্দেহ নেই, মন এবং মননের বিচারে সন্তান তার জননীকে অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু যে উল্টরাধিকার সে পেয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে এমন এক সাম্রাজ্য সে তৈরি করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। প্যাক্স ব্রিটিনিকা বা প্যাক্স অ্যামেরিকানা শেষ বিচারে প্যাক্স রোমানা-র উত্তরসূরি মাত্র, দেড় হাজার বছরর সঙ্গে দুই বা এক শতাব্দীর তুলনা হয় নাকি? নাবালক, নাবালক! হয়তো রোম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিস্পর্ধা পীতসাগরে তীরে বাড়ছে। তত্বচিন্তায় কালহরণ না কাজের কাজগুলো চটপট সেরে ফেলতে রোমানদের জুড়ি যদি কোথাও থাকে, তবে তার নাম চিন। তা হলে, অত:পর প্যাক্স চিনা?

> দারুণ রোমহর্ষক শৌর্য, প্যাশন, সৌন্দয, নির্মমতা, ঐশ্বর্য, আদিপত্য, নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য সব বিশেষণে একচ্ছত্র অধিকার আর উত্তরাধিকার একমাত্র যার প্রাপ্য, তাহাই রোম।

২১ এপ্রিল, রোমিউলাস-এর হাতে পত্তন হল রোমের। সাল নিয়ে মতবিরোধ আছে আজও, আছে রোমিউলাসকে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখার বেলায়ও, কিন্তু মোটামুটি সকলেই মেনে নিয়েছেন, যে রোমের জন্মদিন আজই। গল্প অনুযায়ী, যুদ্ধের দেবতা মার্স, রিয়া সিলভিয়া নামক এক রাজকন্যাকে ধর্ষন করে। জন্ম হয় যমজ ভাই রেমাস ও রোমিউলাস-এর। চাপে পড়ে তাদের পরিত্যাগ করেন রিয়া। আর তার পরই নাকি একটি মেয়ে নেকড়ে এসে তাদের রক্ষা করে। লায়েক হয়ে দু'ভাই টাইবার নদীর পাশেই একটি পাহাড় ঘেরা জায়গায় এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তার পরেই রোমিউলাস ভাইকে খুন করে রোম স্থাপন করেন।

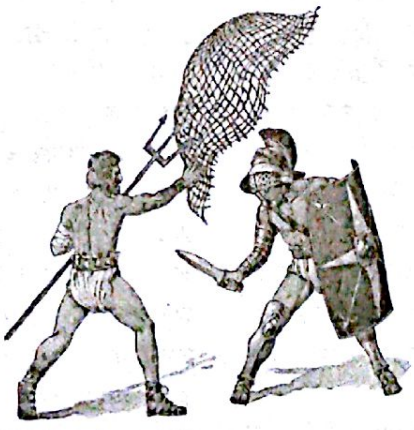

এর পর রোম দিনকে দিন ফুলে-ফেঁপে উঠল। গ্রাম থেকে ক্রমে সে হল শহর, তার পর রাজত্ব, অতিজাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ঘুরে প্রবল সাম্রাজ্য পর্যন্ত। সমস্ত ইউরোপ, কিছুটা আফ্রিকা আর অনেকেটা এশিয়া জুড়ে যে প্রতাপের বিস্তার রোম করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি পরবর্তী কালে খুব একটা হয়নি। রোম যা চেয়েছে, যখন চেয়েছে স্রেফ মুঠো ভরে তুলে নিয়েছে। উল্টো প্রতিবাদ? রোমের জামানায় ও সব হত না। নতুন রাজ্য জয় করার পরই রোমান বাহিনি রাস্তায় নেমে কিছু লোককে খতম করত ঠান্ডা মাথায়। মুক্তি, ভবিষ্যতের বিদ্রোহ আটকালো। আর নাছোড় বিদ্রোহী যদি থেকেও যায়, তাকে মেরে সর্বসমক্ষে টাঙিয়ে রাখা হত। নিদর্শন, বাকিদের জন্য। অবশ্য এ সবের কোনও দরকারই হত না, যদি কেউ আগে থেকেই হাঁটু গেড়ে বশ্যতা মেনে নিত। মানত অনেকেই, গলায় ফাঁস লাগার চেয়ে তো ঢের স্বস্তির। রোমের হাতে হাতে ঘুরত এই ফাঁস, প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা কখন গলায় পড়বে, কখন শক্ত হবে, কখন চুষে নেবে, শেষ বিন্দু। তার পর, কালের নিয়মে সেই রোমও ভেঙে গেল। রেখে গেল একটা না অনেক রোমহর্ষক গল্প।

তখনকার দিনের খেলা:

খেলা মানেই তখন গ্লেডিয়েটর বিক্রম, শৌর্য, গ্ল্যমার, রাসেল ক্রো? ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলেছে। গ্লেডিয়েটররা ছিল রোমান নাগরিকদের চুটিয়ে আনন্দ করার সেরা অপশন। আর রোমান সম্রাটদের খেলনাবাটি। দুই গ্লেডিয়েটর একে অপরকে টুকরো করে ফেলবে, আর এক সময় ঘিলু বের হয়ে পট করে মরে যাবে। সেই ছিন্ন দেহের ঠিক পাশেই আবার শুরু হবে পরের খেলা। টানটান মজা। তার পর খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে ক্ষুধাকাতর কিছু সিংহ। চার দিক দিয়ে হামলে পড়বে তারা, আর গ্লেডিয়েটররা বুঝতেও পারবে না। রক্ত, ঘাম, ব্যথা, অবসাদে তত ক্ষণে দৃষ্টি ঝাপসা ওদের। বাড়বে শুধু দশকের চিৎকার। আর চিৎকার করবে না কেন? এই খেলা দেখা নাগরিকের অধিকারের মধ্যেই যে পড়ত। রোমান সাম্রাজ্যের নিষ্ঠুরতার এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর হয় কি? একটা ইন্ডাষ্ট্রি যেন। সেটিকে সযত্নে লালন করার জন্য ছিল গ্লেডিয়েটরদের আলাদা স্কুল।

'গ্লেডিয়েটর' ছবিতে রাসেল ক্রোকে যেখানে লড়াইয়ের সঙ্গেই শেখানে হত, হেরে মৃত্যু বরণ করার টেকনিকও। টেকনিক সহজ। লড়াইয়ে হারার পর যদি সবার ইচ্ছে হয়, একটু মৃত্যু দেখলে মন্দ হয় না, তবে সেই হেরে যাওয়াকে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে জয়ী গ্লেডিয়েটরের সামনে। আর তখন তার গলার নলিটা কেটে দেওয়া হবে। সে কোনও চিৎকার করবে না, করবে শুধু দর্শক, সম্রাট। এখানেই শেষ নয় কিন্তু নিথর দেহ যে সত্যিই

নিথর, তা বুঝতে এক জন এসে তার খুলি ফাটিয়ে দেবে। এ বার স্বস্তি সম্রাটের। আর তাতেও যদি সম্রাটের মন না ভরে, তা হলে ক্যালিগুলা'র মতোও করতে পারেন। অন্য কোনও গেস্নডিয়েটর স্টকে ছিল না বলে, দর্শক তাকে সিংহের সামনে ফেলে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন কজ ...দ্য শো মাস্ট গো অন্য।

রুটি ও সার্কাস দাপট মানে কী, বুঝতে গেলে যে কোনও রোমান সম্রাটের ছবিই যথেষ্ট। অমন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর কেউ? জুলিয়াস সিজার তো স্বনামধন্য, কিংবা অগাস্টাস, অথবা নিরো, তার পর সেই নরপিশাচ, ক্যালিগুলা। আবার আমরা অনেকেই জানি না গেইয়াস মারিয়াস-এর কথা, যার জামানায় রোমান বাহিনী অপতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে অনেক সাম্রাজ্য এসেছে আবার চলেও গেছে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী এতটা দাপটের ইতিহাস রচনা করতে পারেনি আর কেউ। এমনকী যখন সাম্রাজ্যবাদ অস্তাচলের দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা, তখনও তার জাঁক দেখে দুনিয়ার দু'নয়ন বিস্ফোরিত হয়েছে, গায়ে কাঁটা দিয়েছে। কী ছিল এই দাপটের রহস্য? শাসনের দক্ষতা? সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ক্ষমতার ধারে কাছেও ঘেষতে না দেওয়া? অবাধ্যতার অ দেখলেই মার মার করে দন্ড নামিয়ে আনা নতমস্তকের ওপর? সুস্পষ্ট এবং কঠোর আইনের শাসনে গোটা দেশ এবং সাম্রাজ্যকে বেঁধে ফেলা? না কি, সেই রুটি ও সার্কাস এর মোক্ষম দাওয়াই? অথবা রোম সাম্রাজ্যের কাছে শেখা অস্ত্র যা দিয়ে শাসকরা আজও শাসিতের মন ভুলিয়ে রাখতে যত্নবান?

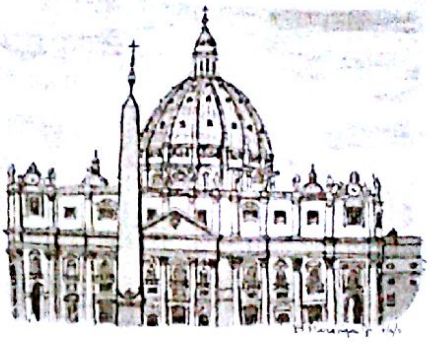

রোম্যান্স? ছিঃ রোমান মহিলারা কেমন ছিলেন? পুরনো ছবি দেখে তো অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু ছবির পিছনের আবেগ অন্য কথা বলে। যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে রোমান মহিলাদের থাকাটা জরুরি ছিল কিন্তু ওই অটুকুই। তাঁদের খুব একটা কাজকর্ম ছিল না। থাকবে কী করে, তাঁরা তো জীবনের প্রতিটা মুহূর্তেই কোনও এক পুরুষের অধীনেই থাকতে অভ্যাস্ত। বাবা, স্বামী,, ছেলে, নয়তো রাষ্ট্রের ঠিক করে দেওয়া কোনও পুরুষ। রোম যখন প্রজাতন্ত্র ছিল, তখন আবার পাবলিক ব্যাঙ্কোয়েট-এ মহিলাদের ওয়াইন খাওয়া মানা ছিল। ওদের জন্য আঙুরের রস। আর সেখানে ছেলেরো হেলান দিয়ে বসওে মেয়েদের ভালো করে বসাও ছিল নিষিদ্ধ। ওদের বেলায় সোজা শিরদাঁড়া। আর এই শিরদাটাই অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হত সেই সব পুরুষদের যাঁরা নিজ নিজ স্ত্রী'র প্রেমে পাগল হয়ে পড়তেন। কারণ প্রেম তো পুরুষকে মেয়েলি করে তোলে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে অবাধ যৌনতাও তাই। যৌনতা চলতে পারে একমাত্র সন্তান ধারণের জন্য। অনেকটা মুখ-নাক কুঁচকে তেতো গেলার মতো। কিন্তু বাড়ির পুরুষ যদি পোষা ক্রীতদাসীর সঙ্গে উদ্দাম আনন্দে মেতে ওঠে, তা হলে যৌনতা জিন্দাবাদ। মেয়েরাও অনেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে কোনও ক্রীতদাসের সঙ্গে একলা ঘরে ঢুকত, শুধু ধরা না পড়লেই হল।

একটি শহরের ভিতরেই একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র ????????

একটা শহরের ভিতরে একটা আস্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র? হ্যাঁ, তার নাম ভ্যাটিকান সিটি। রোমান ক্যাথলিক চার্চের সদর দফতরটি রোমের একটি অংশ, ১১০ একর জমির ওপর অবস্থিত এই দেশ এর জনসংখ্যা ৮০০। এখন অবশ্যই শান্তিপূর্ণ সহাবস্তান, কিন্তু চিরকাল এমনটা ছিল না। পোপের সঙ্গে কত যে সংঘাত লেগেছিল রোমান সম্রাটদের, তার ইয়ত্তা নেই। লড়াই ড়ামতার। লড়াই দাপটের। লড়াই আগে কথা বলার।

পোপ মনে করতেন, তিনি ভগবানের বার্তা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেন, ফলে তাঁরাই তো প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কিন্তু সে যুক্তি রোমান সম্রাট শুনবেন কেন? ব্যস, বেধে যেত ধুন্ধুমার কান্ড। পোপের প্রাপ্য আর সিজারের প্রাপ্য নিয়ে মাঝে মাঝেই ঝগড়া তুঙ্গে। অবস্থা আরও জটিল হয়, যখন স্বয়ং পোপ ড়ামতা দখলের লড়াইয়ে এক বহিরাগত রাজার পড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'হোলী রোমান এম্পায়ার'। যার সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছিলেনঃ neither holy, nor Roman, nor an empire

দাস, স্পার্টাকাস যে কোনও রোমান বাড়িতে ক্রীতদাসের সংখ্যা বলে দিত, তিনি কতটা বিত্তশালী, বা সামাজের কত উঁচু স্তরে তাঁর জায়গা। রোমানরা যে রাজ্য জয় করত, সেখানকার বহু মানুষকে দাসে পরিণত করত। ক্রমে গড়ে উঠল ক্রীতদাসের বাজার। সম্রাট ও তাঁর অনুচররা জিতে আনা দাসদাসীদের অনেককেই বিক্রি করে দিতেন সেখানে, রাজভান্ডার স্ফীত হত। স্বয়ং জুলিয়াস সিজার এক বার একটি প্রদেশ জয় করে সেখানকার হাজার পঞ্চাশ অধিবাসীর সবাইকে দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দিয়েছিলেন। ক্রীতদাসদের ওপর অত্যাচারের রেওয়াজ কতটা ব্যাপক ছিল, ইতিহাসে সেটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু দাসেরা পালিয়ে যাবে বা দশ বেঁধে বিদ্রোহ করবে, এই আশঙ্কা প্রভুদের নিত্যসঙ্গী ছিল। দাস বিদ্রোহের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম অবশ্যই স্পার্টাকাস। খ্রিষ্টপূর্ব ৭১ সালে তাঁকে দমন করে এবং তাঁর অনুগামী কয়েক হাজার ক্রীতদাসকে রাজপথের ধারে ক্রুশবিদ্ধ করে...তবেই সম্রাটের শান্তি হল।

সাক্ষৎ বিবেক পাবলিক কী বলবে, কেমন করে থাকবে, কোন সীমা পর্যন্ত এগোবে, সে কথা বলে দেওয়ার জন্যে এখন অনেক বিগ ব্রাদার, বিগ সিস্টার (স্ত্রী-পুরুষ সাম্যের খাতিরেই লেখা হল, আর কোনও অভিসন্ধি নেই।) । কিন্তু রোমে এ সব সামলানোর জন্য ছিল আস্ত একটা পদ। সেন্সর। এদের মূল কাজ ছিল রোমের সমস্ত নাগরিকের হাল হকিকতের খোঁজ রাখা। কার আলমারিতে কত সোনা আছে এসব থেকে শুরম্ন করে কার বাড়িতে নতুন ক্রীতদাস এল, কে বিয়ের বয়স হওয়া সত্বেও বিয়ে করছে না, এসব। সেন্সর যদি মনে করে, কারও অমূক বয়সে বিয়ে করতে হবে আর তার পর তমুক সময়ে সন্তান ধারণ করতে হবে, তা হলে সব্বাইকে সে কথা শুনতে হবে। তাতে কারও কিছু বলার ছিল না, কারণ বলতে গেলেই যে অমানবিক শাস্তি। চাবুক নয় বটে, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক সামাজিক মর্যাদা হারানোর লজ্জা।

*****